5 YEAR QUESTIONS
WITH
SAMPLE ANSWERS

SANSKRIT

West Bengal Council of Higher Secondary Education
Vidyasagar Bhavan
9/2, Block DJ, Sector II, Salt Lake, Kolkata-700 091

5 YEAR QUESTIONS
WITH
SAMPLE ANSWERS

SANSKRIT

West Bengal Council of Higher Secondary Education
Vidyasagar Bhavan
9/2, Block DJ, Sector II, Salt Lake, Kolkata-700 091

Published by :

West Bengal Council of Higher Secondary Education

Published on :

October, 2020

Printed By :

Saraswaty Press Limited

(West Bengal Government Enterprise)

Price : Rs. 40.00 only

পশ্চিমবঙ্গ উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ

বিদ্যাসাগর ভবন

৯/২ ব্লক ডি.জে. সেক্টর-২ সল্টলেক সিটি

কলকাতা-৭০০০৯১

নং ঃ L / PR / 156 / 2020 তারিখ ঃ 10.10.2020

ভূমিকা

পশ্চিমবঙ্গ উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের উদ্যোগে এবং সংসদের অ্যাকাডেমিক বিভাগের তত্ত্বাবধানে এই প্রথম ২০১৫-২০১৯ এই পাঁচ বছরের ইংরেজী, সংস্কৃত, নিউট্রিশন, এডুকেশন, জিওগ্রাফি, হিস্ট্রি, পলিটিক্যাল সায়েন্স, ফিলোসফি এবং সোসিওলজি এই ৯টি বিষয়ের উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার প্রশ্নোত্তরের বই প্রকাশ করা হলো।

বর্তমান বছরে কোভিড-১৯ পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে পঠন-পাঠনের অসুবিধে এবং ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক ও অভিভাবকদের চাহিদা বিবেচনা করে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের প্রশ্ন এবং সম্ভাব্য উত্তর সম্পর্কে ধারণা তৈরী করতে সংসদের এই উদ্যোগ।

ইতিমধ্যে সংসদ বর্তমান সিলেবাসের **Sample Question** সহ **Question Pattern,** কলা ও বাণিজ্য বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের জন্য '**Concepts with Sample Question and Solution**' এবং **Mock Test Papers** প্রকাশ করেছে এবং পরীক্ষার্থীদের কাছে বিপুলভাবে সমাদৃত হয়েছে।

আমাদের আশা এই বইগুলির মাধ্যমে কলা বিভাগের ছাত্রছাত্রীরা প্রভূত উপকৃত হবে।

মহুয়া দাস

সভাপতি

পঃ বঃ উঃ মাঃ শিক্ষা সংসদ

সূচিপত্র

5 YEAR QUESTIONS WITH SAMPLE ANSWERS

SANSKRIT

Year	Page No.
2015 (Part-A & Part-B)	**1-16**
2016 (Part-A & Part-B)	**17-30**
2017 (Part-A & Part-B)	**31-44**
2018 (Part-A & Part-B)	**45-56**
2019 (Part-A & Part-B)	**57-66**

SANSKRIT

2015

(New Syllaus)

Part -A (Marks : 54)

1. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও ঃ **5×4=20**

গদ্যাংশ (যে কোনো একটি)

(a) আর্যাবর্তের বর্ণনা দাও।

উঃ কবি ত্রিবিক্রম ভট্ট 'নলচম্পূ' কাব্যের প্রথমোচ্ছ্বাসে 'আর্যাবর্তন' নাম আর্যদের শ্রেষ্ঠ জনপদের বর্ণনা অপূর্ব শ্লেষাত্মক, বুদ্ধিদীপ্ত ভাষায় বর্ণনা করেছেন। মনুসংহিতায় এই দেশের ভৌগালিক অবস্থান এই ভাবে বলা হয়েছে—

''আসমুদ্রাৎ তু বৈ পূর্বাদাসমুদ্রাৎ তু পশ্চিমাৎ। তয়োরেবান্তরং গির্যোরার্যাবর্তং বিদুর্বুধাঃ।। অর্থাৎ হিমালয় থেকে দক্ষিণে এবং বিন্ধ্যাচল থেকে উত্তরে এবং যে অঞ্চলের পূর্বে ও পশ্চিমে সমুদ্র আছে সেই অঞ্চলকে আর্যাবর্ত বলা হয়।

কবির বর্ণনার মধ্য দিয়ে এই আর্যাবর্তের অসাধারণ কয়েকটি বৈশিষ্ট্য ধরা পড়েছে। সংক্ষেপে সেগুলি এই ভাবে উপস্থাপিত করা যায়—

'আর্যাবর্ত, একটি আশ্চর্য ভারত ভূমন্ডল, যা সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ট, স্বর্গের তুল্য অত্যন্ত মনোহর ও সমৃদ্ধ। ধনমান শৌর্যে সে সর্বাপেক্ষা অগ্রণী, সেখানে বর্ণাশ্রমধর্মের বিকার ঘটে না, বংশলোপ হয় না, অনর্থক উৎপাত নেই, ভাগীরথী গঙ্গার সুশীতল স্পর্শে পবিত্র ও সুন্দর আর্যবাস ভূমি। পুণ্যবান জনেদের বাসভূমি সম্পদের আশ্রয়, সাধুলোকেদের শোভন ব্যবহারে, শিক্ষিত জনেদের প্রাচুর্যে স্বর্গতুল্য এই বাসভূমি।

এখানে সদা ধর্মকর্মের অনুষ্ঠান চলে, রোগব্যাধি এখানে প্রাণক্ষয় করে না, মানুষ শতবর্ষ পরিমাণ পূর্ণ আয় নিয়ে বেঁচে থাকে। এখানে বৈয়াকরণরা স্ফোটবাদতত্ত্বে নিমগ্ন, কিন্তু প্রজারা ফোঁড়াব্যাধিতে যন্ত্রনা পায় না, এখানে সংগীতবাদ্যে মুখরিত হয়, জ্যোতিষশাস্ত্রের আলোচনা হয় কিন্তু গ্রহদোষ নেই। বৃক্ষ লতাগুল্ম শস্য বেড়ে চলে। পর্বতে পশুদের উল্লম্ফন, কিন্তু গন্ডরোগের কোনো চিহ্ন নেই।

নানা সুউচ্চ বৃক্ষশোভিত জন্মস্থান, উদ্যান, বাটিকা, বিটপি—সবই আছে কিন্তু বিট, চেট ইত্যাদি দুশ্চরিত্র নেই। এখানে নারীরা সতীব্রত করে—তারা নিষ্কলঙ্ক কুলবধূ। এখানে স্বর্গাপেক্ষাও বেশি সম্পদ, ইন্দ্রতুল্য রাজার শাসন—অথচ সেই সুরশ্রেষ্ঠ রাজা সুরাপান করেন না ইন্দ্রের মতে। তাই তা স্বর্গপেক্ষাও বিশিষ্ট কবি বলেন—''কথংচাসৌ স্বর্গান্ন বিশিষ্যতে?''

তাই বলা চলে কবি ত্রিবিক্রম ভট্ট আর্যাবর্তের বর্ণনায় যে কল্পনার জাল বিস্তার করে আর্যাবর্তের অপূর্ব ছবি, সমৃদ্ধ আর্যাবর্তের বর্ণনা করেছেন তাতে আছে কল্পনা, আছে আর্যাবর্তের প্রতি গভীর দেশাত্মবোধের ভাবনা।

(b) 'বনগতা গুহা' গদ্যাংশটির সার নিজের ভাষায় লেখো।

উঃ 'বনগত গুহা' নামক পাঠ্যাংশটি গোবিন্দকৃষ্ণ মোদক রচিত 'চোরচত্বারিংশী কথা' নামক অনুবাদ গ্রন্থের অংশবিশেষ। এর মূলগল্প হল 'আলিবাবা ও চল্লিশ চোর'। গল্পটির বিষয়বস্তু সংক্ষেপে নিম্নে বর্ণিত হল,— কশ্যপ ও অলিপর্বা দুই ভাই পারসিকদের নগরে বাস করত। তাদের দরিদ্র পিতা নিজের মৃত্যু সন্নিকট ভেবে নিজের সম্পত্তি দুই জনকেই সমান ভাগে ভাগ করে দিল। অতঃপর কশ্যপ কোন এক মহাধনশালী ব্যক্তির কন্যাকে বিবাহ করে নগরের শ্রেষ্ঠ বণিকদের মতো ধনশালী হল এবং বিলাসপূর্ণ জীবনে অভ্যস্ত হয়ে উঠল। অন্যদিকে অলিপর্বা নিজে যেমন দরিদ্র-নিঃস্ব ছিল, তেমনি তার শ্বশুরও দরিদ্র ছিল। তাই সে পর্ণকুটিরে অতিকষ্টের সঙ্গে স্ত্রীসন্তানদের নিয়ে জীবন যাপন করত। বন্য কাঠ বিক্রি করে প্রাপ্ত অর্থই ছিল মূলধন।

এভাবে দিন যাপন করতে করতে প্রতিদিনের ন্যায় একদিন ভোরে অলিপর্বা বনে গেছে কাঠ সংগ্রহ করতে। হঠাৎ একদল অশ্বারোহী বাহিনীর দিকে তার দৃষ্টি পড়ল, যারা দ্রুততার সঙ্গে ধূলো উড়িয়ে আসছে। নিজের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে অলিপর্বা শাখা-প্রশাখা ও ঘনপাতা যুক্ত এক বিশাল গাছে উঠে পড়ল। অলিপর্বা বুঝল অশ্বারোহী বাহিনী আসলে চোরের দল।

অলিপর্বা এতক্ষণ যে গাছের উপরে ছিল সেখান থেকে কিছুদূরে এক উঁচু চূড়াবিশিষ্ট পর্বতের কাছে এসে তারা থামল। একজন করে গুণে অলিপর্বা দেখল তারা সংখ্যায় চল্লিশজন। তাদের দলপতি পর্বতের সম্মুখভাগে একটা পদ্য পাঠ করার সঙ্গে সঙ্গে পদ্যস্থিত গুহার একটা দ্বার খুলে গেল। তারপর সবাই গুহার ভিতর প্রবেশ করলে আপনা আপনিই দরজা বন্ধ হয়ে গেল। তারা কিছুক্ষণ গুহায় থাকার পর সবাই বাইরে এল এবং পুনরায় দলপতি গুহাদ্বারে গিয়ে একটি পদ্য আবৃত্তি করে দরজা বন্ধ করে দিল।

অলিপর্ব এতক্ষণ গাছ থেকে সবকিছু দেখল ও পদ্যদুটি শুনে কণ্ঠস্থ করল। এরপর অলিপর্বা গাছ থেকে নেমে গুহার দ্বারসমীপে গেল এবং প্রসারণ পদ্য উচ্চারণ করে গুহার ভিতর প্রবেশ করল। সেখানে স্তূপীকৃত ভক্ষ্যদ্রব্য, দামি চিনে বস্ত্র, সোনা রূপা ইত্যাদি মৃগচর্মের থলেতে বোঝাই করে দ্বারের কাছে এসে পদ্যোচ্চারণ করে দরজা খুলল এবং সেগুলি তিনটি গাধার পিঠে চাপিয়ে কাঠ দিয়ে আচ্ছাদিত করল। তারপর সে সংবৃতি মন্ত্রদ্বারা দরজা বন্ধ করে দ্রুততার সঙ্গে নগরের দিকে চলে গেল।

পদ্যাংশ (যে কোন একটি)

(c) স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ- তাৎপর্য বর্ণনা করো।

উঃ মহাভারতের ভীষ্মপর্বের অন্তর্গত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার 'তৃতীয় অধ্যায়' 'কর্মযোগ' থেকে আহৃত শ্লোকাংশে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সখা অর্জুনকে 'স্বধর্ম' পালনের কথা বলে ছিলেন।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধবিরত অর্জুনকে যুদ্ধাদিকর্মে সচেষ্ট করার জন্য স্বধর্মের কথা বলেছেন। এখানে শ্রীকৃষ্ণ যে কথা বলেছেন তার অর্থ হল— অর্জুন ক্ষত্রিয়, তাঁর উচিত ক্ষত্রিয়োচিত কর্ম করা আর সেটা হল যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়ে স্বধর্ম পালনে রত হওয়া। তাছাড়া পার্থিব জগতে মানব সমাজে প্রতি বর্ণ ও প্রতি আশ্রমের শাস্ত্রবিহিত ধর্ম আছে। আর সেটাই মানুষের স্বধর্ম। শ্রীকৃষ্ণ আরও বলেছেন যে, স্বধর্ম অর্থাৎ নিজের ধর্ম দোষযুক্ত হলেও তা উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত থেকে শতগুণে ভালো। আর, নিজের ধর্মের অনুষ্ঠান করতে গেলে যদি মৃত্যুও হয় তাও ভালো, তবু পরধর্ম বিপজ্জনক। শ্রীকৃষ্ণ জানেন, পরের ধর্ম প্রথমেই মনকে দুর্বল করে দেয়, কারণ এই ধর্মটি পরের'—তার সাথে একাত্মতা অসম্ভব। পরের ধর্ম পালন করতে গিয়ে পদে পদে ভয় উৎপন্ন হয়। তার ফলে ব্যক্তি মানুষটির স্বাভাবিক বিকাশ বিপর্যস্ত হয়। পরধর্ম পালন করা মানে কৃত্রিম পথকে বরণ করা। তাই পরধর্ম পালন ব্যক্তি মানুষের জীবনে কখনও সার্থক হতে পারে না। সুতরাং অর্জুন যেন তাঁর স্বধর্ম অর্থাৎ ক্ষাত্রধর্মকে ত্যাগ করে পরধর্ম গ্রহণ না করেন। যদি করেন, তাহলে তিনি জীবনে গৌরবের পরিবর্তে বিপদের মধ্যে নিমজ্জিত হবেন।

(d) গঙ্গা স্তোত্রম্-এ গঙ্গাকে যেভাবে বর্ণনা করা হয়েছে তা নিজের ভাষায় লেখো।

উঃ দার্শনিক কবি শংকরাচার্য তাঁর গঙ্গার প্রতি ভক্তিভাবের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে 'শ্রীগঙ্গাস্তোত্রম্' নামে স্তোত্রটি রচনা করেছেন। এই স্তোত্রে সর্বত্রই গঙ্গাকে সম্বোধন করে কবি তাঁর স্তুতি করেছেন এবং অভীষ্ট বস্তুগুলি প্রার্থনা করেছেন। তাঁর বাণীবদ্ধ স্তুতিটি সংক্ষেপে এইভাবে লিপিবদ্ধ করা যায়—

দেবী গঙ্গা সুরেশ্বরী, ত্রিভুবনের ত্রাণকর্ত্রী, দেবাদিদেব শংকরের জটায় আবদ্ধ থেকে হয়েছেন 'শংকর মৌলিবিহারিণী' এবং তিনিই পবিত্র তরঙ্গবিশিষ্টা চিরপ্রবাহিনী স্রোতস্বিনী গঙ্গা। তিনি ভগীরথ কর্তৃক স্বর্গ থেকে আনীতা হয়ে 'ভাগীরথী' নামে প্রবাহিতা। ইনিই শ্রীবিষ্ণুর চরণ থেকে নির্গত হয়ে 'হরিপাদ পদ্ম তরঙ্গিণী' হয়েছেন। দেবী গঙ্গাই 'জাহ্নবী' রূপে পরিচিতা কারণ জহ্নু মুনি গঙ্গাকে গ্রাস করে পরে তাঁর কর্ণ থেকে মুক্তি দিয়েছিলেন। ইনিই ছিলেন শাপভ্রষ্ট অষ্টবসু ভীষ্মের জননী। দেবী গঙ্গা কল্পলতার মতো ফলদায়িনী, সমুদ্র বিহারিণী, দেববধূগণ কর্তৃক কটাক্ষে দৃষ্ট হয়ে থাকেন। ইনিই নরকত্রাণকর্ত্রী, কলুষ-বিনাশিনী, সর্বদা সুখদায়িনী, মঙ্গলপ্রদায়িনী, আর্তজনের সেবক জনের আশ্রয়দাত্রী। ইনিই উজ্জ্বল অঙ্গ বিশিষ্টা, ত্রিভুবন শ্রেষ্ঠা, কৃপাকটাক্ষময়ী। দেবরাজ ইন্দ্র ও গঙ্গার চরণে চিরপ্রণত। পরমানন্দ স্বরূপিণী, আর্তজনের বন্দিতা, স্বর্গের অলকানন্দা যেন জ্ঞানহীন শংকরের প্রতি করুণাঘন দৃষ্টিতে দেখেন। তাঁর পবিত্র ধারায় স্নাত হয়ে যারা জন্মরহিত হয়, তাঁর তটে বাস করে যারা বৈকুণ্ঠের শান্তি ভোগ করে যেন তাঁরা গঙ্গার কৃপাদৃষ্টি থেকে বঞ্চিত না হন। তিনি যেন তাঁদের রোগ শোক তাপ পাপ কুমতি দূর করে সুমতি দেন, গঙ্গাদেবীর মাহাত্ম্য বর্ণনায় সেই প্রার্থনা জানিয়েছেন কবি শংকরাচার্য।

নাট্যাংশ (যে কোনো একটি)

e) বাসন্তিকস্বপ্নম্ নাট্যাংশে রাজা ও কৌমুদীর কথোপকথন নিজের ভাষায় বর্ণনা করো।

উঃ দক্ষিণ ভারতীয় সাহিত্যিক কৃষ্ণমাচার্য কর্তৃক অনূদিত 'বাসন্তিকস্বপ্নম্' নাটকে কৌমুদীর পিতা ইন্দুশর্মা বৈবস্বত নগরের রাজা ইন্দ্রবর্মার কাছে অভিযোগ করলেন, তার কন্যা তার আদেশ না মেনে অন্য এক যুবককে বিবাহ করতে চলেছে। তাই দেশের আইন অনুসারে তার যা শাস্তি হয় তাই কৌমুদীকে প্রদান করা হোক। রাজা ইন্দুশর্মার সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করে কৌমুদীর সাথে যে কথোপকথনটি হয়েছিল, তা নিম্নে বর্ণিত হল—

রাজা কৌমুদীকে প্রথমেই অত্যন্ত স্নেহসূচক সম্বোধন করে বলেন যে, তার আচরণ দেশাচার ও নিয়মের বিরুদ্ধ। তাছাড়া, পিতার অভিমত পাত্র মকরন্দ সুদর্শনও। কৌমুদী এর উত্তরে জানায় যে, তার পিতার অনভিমত প্রেমিক বসন্তও সুন্দর। রাজা তাকে জানান যে, বসন্ত সুন্দর হতে পারে, কিন্তু সে তো তার পিতা ইন্দুশর্মার অভিমত নয়। এতে কৌমুদী রাজাকে জানায় যে, তার পিতা যদি তার দৃষ্টি দিয়ে বসন্তকে দেখেন তাহলে বসন্তও তার কাছে অভিপ্রেত হবেন। রাজা এর উত্তরে জানান যে, বিবেচনা করেই কোনো কার্যে অগ্রসর হওয়া উচিত। পিতার অনভিমত পাত্রে কখনই মন দেওয়া উচিত নয়। তাছাড়া, কৌমুদি অল্পবয়সী ও সুন্দরী। পিতার আজ্ঞা যদি সে না মানে, তাহলে তা দেশাচার বিরুদ্ধ হওয়ায়, হয় তাকে আজীবন কুমারী ব্রত ধারণ করতে হবে নয়তো মৃত্যুবরণ করতে হবে। তাই, পিতার পছন্দের পাত্রকেই কৌমুদীর বিবাহ করা কল্যাণকর। রাজার এই কথা শুনে স্বসিদ্ধান্তে অটল কৌমুদী রাজাকে জানিয়ে দেয় যে, সে বসন্তকে ছাড়া আর কাউকে বিবাহ করবে না। তার জন্য যদি তাকে আজীবন কুমারী থাকতে বা মত্যুবরণ করতে হয়, তাতে সে রাজি।

f) বাসন্তিকস্বপ্নম্-এর প্রথম তিনটি শ্লোকের ভাবার্থ নিজের ভাষায় লেখো।

উঃ ইংরেজ কবি উইলিয়াম শেক্সপীয়ার রচিত 'এ মিড্সামার নাইট্স ড্রিম' নাটকটি কৃষ্ণমাচার্য সংস্কৃতে অনুবাদ করে নামকরণ করেন 'বাসন্তিকস্বপ্নম্।' নাট্যংশের প্রথমাঙ্কে প্রথম তিনটি শ্লোকের বক্তা রাজা ইন্দ্রবর্মার মনের উদ্বেগজনিত ভাব প্রকাশ পেয়েছে।

বৈবস্বত নগরের রাজা ইন্দ্রবর্মা প্রেমিকা কনকলেখার গভীর প্রেমে আসক্ত। তিনিই হবেন রাজার ভাবী স্ত্রী, কিন্তু তখন তাঁদের শুভ পরিণয়ের চারটি দিন বাকি ছিল। তাই আকাঙ্খিত দিন কতক্ষণে উপস্থিত হবে তার জন্য রাজার দৈন্যপীড়িত মন অর্থাৎ প্রেমিকাকে একান্তভাবে না পাওয়ার অভাবের যন্ত্রণায় ক্লিষ্ট। তার ওপর প্রকৃতির বুকে বসন্ত ঋতুর আগমনে ছিল কোকিলের কুহু কূজন। এতে মদনশরে আক্রান্ত রাজার মন বেশি করে অস্থির হয়ে পড়েছিল। সেই সময় তিথি অনুযায়ী আকাশে ছিল ক্ষীয়মান চাঁদ। যত তাড়াতাড়ি রাতের আকাশের চাঁদ অদৃশ্য হবে তত তাড়াতাড়ি কাঙ্খিত সময় উপস্থিত হবে। কিন্তু রাজা যেন চাঁদকে বাস্তবে দ্রুত ক্ষয়প্রাপ্ত হতে দেখছিলেন না। তাই রাজার চোখে চাঁদ ছিল 'নির্ঘৃণঃ' অর্থাৎ নিষ্ঠুর। যত তাড়াতাড়ি চারটি দিন অতিবাহিত হয়ে কাঙ্খিত অমাবস্যা উপস্থিত হবে

রাজাও দ্রুত তার মনের সঙ্গীকে বিবাহ মহোৎসবের মিলনক্ষেত্রে পাবেন। কিন্তু রাজার কাছে সময় যেন অচল হয়ে পড়েছিল, কিছুতেই কাটছিল না। আর এক-একটি ক্ষণ যেন রাজার কাছে এক-একটি যুগ হয়ে উপস্থিত হচ্ছিল। আসলে কাঙ্খিত বস্তুকে না পাওয়ার জন্য রাজার মনের এই অবস্থা হয়েছিল।

সাহিত্যের ইতিহাস (যে কোনো একটি)

(g) সুশ্রুত সংহিতার বিষয়বস্তু সংক্ষেপে বর্ণনা করো।

উঃ ভারতীয় চিকিৎসাশাস্ত্রের অপর এক মহান শিক্ষাগুরু ছিলেন সুশ্রুত। সেই সুদূর নবম ও দশম শতাব্দীতে তাঁর খ্যাতি ভারতকে অতিক্রম করে সুদূর অঞ্চলে পরিব্যাপ্ত হয়েছিল, ধন্বন্তরির দ্বাদশ শিষ্যের অন্যতম ছিলেন সুশ্রুত। সুশ্রুতের নামানুসারে 'সুশ্রুতসংহিতা' এরূপ গ্রন্থের নাম হয়েছে বলে মনে হয়। নাগার্জুনের দ্বারা সংস্কৃত গ্রন্থটি 'সুশ্রুত সংহিতা' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে বলে আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের গবেষকরা মনে করেন। এটি শল্যবিদ্যার শাস্ত্র।

সুশ্রুত সংহিতার ছয়টি স্থান ও বেশ কিছু অধ্যায় আছে। আমরা নিম্নলিখিত ভাবে স্থানগুলিতে আলোচিত বিষয়গুলির একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতে পারি।

সূত্রস্থান ঃ এই স্থানে ৪৬টি অধ্যায় আছে। এখানে শল্যচিকিৎসা বিষয়ক শব্দাবলির অর্থ এবং ভেষজের শ্রেণিবিভাগ আছে।

নিদানস্থান ঃ এই স্থানে ১৬টি অধ্যায় আছে। এই অধ্যায়গুলিতে রোগের কারণ ও লক্ষণ বর্ণনা করা হয়েছে।

শারীর স্থান ঃ এই স্থানে ১০টি অধ্যায় আছে। এই স্থানে মানবদেহের বিবরণ ও ভ্রূণতত্ত্ব বর্ণনা করা হয়েছে।

চিকিৎসাস্থান ঃ এই স্থানে ৪০টি অধ্যায় আছে। এই স্থানে বিভিন্ন রোগের চিকিৎসার বিবরণ দেওয়া হয়েছে।

কল্পস্থান ঃ এই স্থানে ৮টি অধ্যায় আছে। এখানে বিভিন্ন বিষয় ও তাদের প্রতিক্রিয়া এবং চিকিৎসা ব্যবস্থার বিবরণ দেওয়া হয়েছে।

উত্তরতন্ত্রে আছে ৬৬ টি অধ্যায়। শল্য চিকিৎসার সাতটি প্রক্রিয়ার কথা এই তন্ত্র থেকে জানা যায়।

সেগুলি হল-(১) ছেদন, (২) ভেদন, (৩) লেখন, (৪) এষ্যন, (৫) আহরন, (৬) বিস্রবণ এবং (৭) সীবন। 'সুশ্রুতসংহিতা'র বিষয়সন্নিবেশ ব্যবস্থা সুসমৃদ্ধ এবং রচনারীতি অপেক্ষাকৃত প্রাঞ্জল। এমনকি এই সংহিতার সমসাময়িক কালে শাস্ত্রচিকিৎসা উন্নতির চরম শিখরে উন্নীত হয়েছিল। ভাষার সহজবোধ্যতা ও বিষয়স্থাপন পদ্ধতি গ্রন্থটিকে জনপ্রিয় করে তুলেছিল।

'সুশ্রুতসংহিতার' টীকাকারগণের মধ্যে শ্রীমাধব, চক্রপাণি, উল্হন প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

h) আর্যভট্ট সম্পর্কে একটি নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ রচনা করো।

উঃ প্রাচীন ভারতীয় সিদ্ধান্ত জ্যোতির্বিদ্যার প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন আর্যভট্ট। তিনি ৪৭৬ খ্রীস্টাব্দে পাটলিপুত্রে জন্মগ্রহন করেন। জ্যোতির্বিদ সমাজে ইনি 'প্রথম আর্যভট্ট নামে পরিচিত। পৃথিবী সূর্যের চতুর্দিকে আবর্তন করে এই সত্য তিনিই প্রথম আবিষ্কার করেন। আর্যভট্ট খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতকের শেষভাগে তাঁর গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর রচনাবলির মধ্যে তিনটি আমরা পাই। যথা (১) আর্যভটীয়, (২) আর্যাষ্টশতক এবং (৩) দশগীতিকাসূত্র।

আর্যভটীয় নামে গ্রন্থটি আর্যভটের তরুণ বয়সের রচনা বলে মনে করা হয়। ভারতীয় জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ক গ্রন্থের মধ্যে আর্যভটীয় প্রাচীনতম ও বিশিষ্ট গ্রন্থরূপে পরিচিত। তবে কোনো কোনো স্থলে গ্রন্থটি 'আর্যভট্টতন্ত্র' রূপেও উল্লিখিত হয়েছে।

আর্যাষ্টশতক রচনাটি আবার তিনটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত- (১) গণিতপাদ, (২) কালক্রিয়াপাদ এবং (৩) গোলপাদ।

(১) গণিতপাদ— এই পরিচ্ছেদে ৩৩টি শ্লোক আছে। এখানে রয়েছে জ্যামিতিক চিত্র এবং তার ধর্ম, সুদকষা, সরল সমীকরণ, সহ সমীকরণ, দ্বিঘাত সমীকরণ, পাটীগণিতের পদ্ধতিতে বর্গমূল, ঘনমূল নির্ণয় ইত্যাদি।

(২) কালক্রিয়াপাদ— এই পরিচ্ছেদে ২৫টি শ্লোক আছে। এখানে সময়ের বিভিন্ন একক, যেমন বছর, মাস, দিন প্রভৃতির আলোচনা করা হয়েছে।

(৩) গোলপাদ— এই পরিচ্ছেদে ৫০টি শ্লোক আছে। এখানে জ্যোতির্বিজ্ঞানের বিষয় আলোচিত হয়েছে। এখানে সূর্য চন্দ্র ও অন্যান্য গ্রহের গতি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

আর্যভট্ট প্রথম সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণের সঠিক কারণ নির্দেশ করেন। প্রাচীন ভারতের অবিস্মরণীয় গণিতজ্ঞ ও জ্যোতির্বিদরূপে আর্যভট্টের নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে। তিনি প্রাচীন বেদাঙ্গ জ্যোতিষের প্রচলিত পদ্ধতির সংস্কার সাধন করে স্বকীয় সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠা করেন। তিনিই প্রথম কলিযুগের আরম্ভকাল নির্ণয় করেন। আর্যভট্ট সংস্কৃত বর্ণমালার অক্ষরগুলির নির্দিষ্ট মান বিন্যাস করে তার দ্বারা সংখ্যা গণনার এক অভিনব পদ্ধতি আবিষ্কার করেন এবং নিজের গ্রন্থে তার প্রয়োগ করেন। তাঁর টীকাকারগণের মধ্যে অন্যতম হলেন লাটদেব, ও প্রথমভাস্কর।

2. ভাবসম্প্রসারণ করো (যে কোনো একটি)ঃ **4×1=4**

(a) দেশঃ পুণ্যতমোদ্দেশঃ কস্যাসৌ ন প্রিয়ো ভবেৎ। যুক্তোহ্নুক্রোশসম্পন্নৈর্যো জনৈরিব যোজনৈঃ।

উ ঃ মনুসংহিতার সপ্তম অধ্যায়ে 'মাৎসন্যায়'-এর উল্লেখ আছে, যেখানে বলা হচ্ছে যে দেশে রাজার সুশাসন নেই, সেই দেশে 'মাৎসন্যায়' নামক বিশৃঙ্খলার উদ্ভব হয়। ধনীদের দ্বারা দরিদ্ররা পীড়িত হয়। রাজ্য ধ্বংস হয়। কিন্তু যে দেশে সুশাসক রাজা থাকেন, প্রজারা ধর্মকর্মে নিরত, যেখানে রাজ্যের একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্ত দয়াদাক্ষিণ্যে পূর্ণ। যেখানে সর্বত্র রাজ্যশাসনের কঠোর-কোমল যুক্তদণ্ডের ঘ্রাণ সুবিস্তৃত, সেদেশ যথার্থই পুণ্যভূমি, সেখানে প্রজারা শান্তিতে বাস করে, এবং তা সকলেরই অত্যন্তপ্রিয় হয়। শ্লেষবাক্যের দ্বারা এরূপ অর্থ হয়, যেখানে উত্তম অর্থাৎ উত্তর প্রান্তে হিমালয়, যেখানে যোজনব্যাপী বাসকারী সম্পদশালী মানুষেরা পুণ্যের অভিলাষী, সেখানে মানুষ শান্তিতে বাস করে, সেই ভূমি বা জনপদ সকল প্রজার একান্ত প্রিয় আর্যাবর্ত ভূমি।

(b) অসক্তোহ্যাচরণ্ কর্ম পরমাপ্নোতি পুরুষঃ

উ ঃ আসক্তিহীনভাবে কর্ম করলে তবেই মানুষ সেই কর্মের উর্ধ্বে গমন করে। পরম বস্তুকে লাভ করতে পারে। নতুবা সেই কর্মের ক্ষুদ্র পরিসরেই বদ্ধ থাকে, কর্মের গন্ডি ত্যাগ করে যেতে পারে না। ফলের আকাঙ্ক্ষা না করে শুধুমাত্র অনাসক্ত হয়ে কর্মফলের সঙ্গে যুক্ত না হয়ে যদি কর্মানুষ্ঠান করা যায় তাহলে সেই কর্মের ফল পুরুষকে বাঁধে না। অনাসক্তচিত্তে কর্মানুষ্ঠান করলে চিত্তের সমস্ত মালিন্য নষ্ট হয়। এবং সেই নির্মল চিত্তে ব্রহ্মানন্দের আবেশ হয়। তাই কর্মত্যাগ নয়, আসক্তিহীন, ফলাকাঙ্ক্ষা হীন কর্মই মানুষকে মোক্ষমার্গে উপনীত করতে সক্ষম।

3. নিম্নরেখাঙ্কিত পদগুলির কারণসহ কারক বিভক্তি নির্ণয় করো (যে কোনো তিনটি)ঃ $1\times3=3$

(a) <u>সর্পাৎ</u> বিভেতি বালকঃ।

উ ঃ ভয়ের হেতুরূপ অপাদান কারকে পঞ্চমীবিভক্তি।

(b) <u>স প্রাসাদাৎ</u> প্রেক্ষতে।

উ ঃ ল্যব্লোপে কর্মে পঞ্চমী বিভক্তি।

(c) ইদং জগৎ <u>কৃষ্ণস্য</u> কৃতিঃ।

উ ঃ কৃৎ-প্রত্যয়ান্ত পদের যোগে কর্তায় ষষ্ঠীবিভক্তি।

d) ভিক্ষুকঃ <u>পাদেন</u> খঞ্জঃ।

উ ঃ অঙ্গবিকারে তৃতীয়া বিভক্তি।

4. বিগ্রহসহ সমাসের নাম লেখো (যে কোনো দুটি) **$2\times2=4$**

(a) যথাশক্তি — শক্তিমনতিক্রম্য - অব্যয়ীভাব।

(b) রাজপুত্রঃ— রাজ্ঞঃ পুত্রঃ - ষষ্ঠী তৎপুরুষ।

(c) পদকমলম্ — পদম্ কমলম্ ইব — উপমিত — কর্মধারয় ।

5. নিম্নলিখিত শব্দযুগলের অর্থপার্থক্য নির্ণয় করো। (যে কোনো দুটি)ঃ 1×2=2

(a) উদকীয়তি — উদন্যতি

উদকীয়তি — (অন্য কারণে জল পেতে ইচ্ছা করে) - প্রাতঃ উত্থায় বালকঃ উদকীয়তি।

উদন্যতি — (জল পান করতে ইচ্ছা করে)- তৃষ্ণার্তঃ বায়সঃ উদন্যতি।

(b) বাক্যম্ — বাচ্যম্।

বাক্যম — (পদমসমষ্টি)- রসাত্মকং বাক্যং কাব্যম্ ভবতি।

বাচ্যম্— (বলার যোগ্য)- মিথ্যাবাক্যং কদাপিনবাচ্যম্।

(c) গিরিশঃ — গিরীশঃ।

গিরিশঃ — (মহাদেব)— গিরিশঃ হিমালয়ম্ অধ্যাস্তে।

গিরীশঃ— (হিমালয়)— পর্বতানাং শ্রেষ্ঠঃ গিরীশঃ।

6. এক কথায় প্রকাশ করো। (যে কোনো তিনটি)ঃ 1×3=3

(a) নদী মাতা যস্য সঃ—নদীমাতৃকঃ।

(b) জেতুম্ ইচ্ছতি—জিগীষতি।

(c) জনানং সমূহঃ—জনতা।

(d) শব্দং করোতি—শব্দায়তে।

7. পরিনিষ্ঠিত রূপটি লেখো (যে কোনো তিনটি)ঃ 1×3=3

(a) লঘু + ঈয়সুন্ = লঘীয়স্।

(b) পৃথা + অণ্ = পার্থ।

(c) লক্ষী + মতুপ্ = লক্ষ্মীবৎ।

(d) গঙ্গা + ঢক্ = গাঙ্গেয়।

8. যে কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাওঃ 5×1=5

(a) ভারতীয় আর্যভাষার বিভিন্ন স্তর সম্বন্ধে যা জান লেখো।

উঃ মূল ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠী আর্যজাতির একটি শাখা ইন্দো-ইরানীয় শাখা ইরাক, ইরান-পারস্যের পর ভারতবর্ষে প্রবেশ করে। এই শাখার ভাষাকেই বলা হয় ইন্দো-ইরানীয় বা আর্যভাষা। পরবর্তীতে এই শাখাটি দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যায়, যার একটি শাখা গিয়েছিল ইরান—পারস্যে। এই শাখার প্রাচীনতম নিদর্শন পাওয়া যায় প্রাচীন পারসিকদের ধর্মগ্রন্থ 'আবেস্তা'-য় এবং খামেনীয় সম্রাটদের প্রাচীন প্রত্নলিপিতে। ইন্দো-ইরানীয় অপর শাখাটি প্রবেশ করে ভারতবর্ষে, যা ভারতীয় আর্যভাষা নামে পরিচিত।

ভারতবর্ষে অনুপ্রবেশের কাল থেকে আজ পর্যন্ত হিসাব করলে ভারতে আর্যভাষরে বিস্তৃতিকাল প্রায় তিন থেকে সাড়ে তিন হাজার বছর। এই সুদীর্ঘ সময়কাল যাবৎ ভারতীয় আর্যভাষা যেভাবে পরিবর্তিত হয়েছে, সেই পরিবর্তনকে তিনটি প্রধান স্তরে ভাগ করা যায়।

(1) প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা-

প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার আনুমানিক বিস্ততিকাল হিসাবে ১৫০০-১২০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকে ৬০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ সময়কে ধরা হয়ে থাকে। এই যুগে ভারতীয় আর্যভাষার মূল নির্দশন হিসাবে বেদ-কে উল্লেখ করা হয়ে থাকে। প্রসঙ্গত, উল্লেখ্য, বেদ বলতে বেদের সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ্—এই চারটি অংশকেই বুঝতে হবে। শুধু তাই নয়, পরবর্তীকালীন সূত্রসাহিত্যও এই অংশের অন্তর্ভুক্ত। এছাড়াও ইতিহাস, পুরাণ ও রামায়ণ-মহাভারতের ভাষাও এই স্তরের অন্তর্ভুক্ত। এই স্তরের বৈশিষ্ট্যগুলিকে সংক্ষেপে উপস্থাপন করা যেতে পারে—

1. এই স্তরে হ্রস্ব-দীর্ঘ প্লুত ভেদে প্রতিটি স্বরবর্ণ, স্পর্শ-উষ্ম-অন্তঃস্থ ইত্যাদি সকল ব্যঞ্জনবর্ণ, তিন প্রকার শিষ্‌ধ্বনি এবং অনুমাসিক মিলিয়ে বর্ণমালা ছিল। একাধিক ব্যঞ্জনের যুক্ত ব্যবহার যথেচ্ছ পরিমাণে দেখা যায়। যেমন— প্রোজ্জ্বল ইত্যাদি।
2. স্বর - ব্যঞ্জন ও বিসর্গ সন্ধির বিচিত্র ও জটিল প্রয়োগ বৈদিক এবং সংস্কৃত ভাষার বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বৈদিক ভাষায় স্বর-ধ্বনিগুলির উপর স্বর-এর বিশেষ তাৎপর্য ছিল।
3. সংস্কৃতের শব্দরূপের বিপুল বৈচিত্র্য অন্যতম লক্ষ্যণীয় বিষয়। ছয় কারক, সাতটি বিভক্তি, তিন লিঙ্গ এবং তিন বচনভেদে এক-একটি শব্দ থেকে অসংখ্য প্রত্যয়ান্বিত রূপ পাওয়া যায়।
4. প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার ধাতুরূপেও অজস্র বৈচিত্র্য রয়েছে।

(2) মধ্য ভারতীয় আর্যভাষা—

মধ্য ভারতীয় আর্যভাষার বিস্তৃতিকাল হিসাবে আনুমানিক ৬০০-৩০০ খ্রিঃ পূঃ থেকে ৯০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়কালকে ধরা যেতে পারে। এই যুগে ভারতীয় আর্যভাষার নিদর্শনরূপে সম্রাট অশোকের অনুশাসন গুলিকে উল্লেখ করা যায়। এছাড়াও পালি ভাষায় রচিত বিবিধ বৌদ্ধ সাহিত্য, প্রাকৃত ভাষায় রচিত জৈন সাহিত্য, সংস্কৃত নাটকের অংশবিশেষে ব্যবহৃত অংশগুলিও উল্লেখযোগ্য।

মধ্যভারতীয় আর্যভাষার তিনটি উপস্তর অত্যন্তস্পষ্ট। প্রথম স্তরে পালি, দ্বিতীয় স্তরে প্রাকত এবং তৃতীয় স্তরে অপভ্রংশ বা অবহট্‌ঠ।

এই স্তরের ভাষার বৈশিষ্ট্যগুলো সংক্ষেপে প্রদত্ত হল—

1. সংস্কৃত স্বরধ্বনিগুলির সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে। সংস্কৃতের দীর্ঘ ঋ (ৠ) এবং দীর্ঘ-ঌ (ৡ) ধ্বনি সম্পূর্ণ লুপ্ত। হ্রস্ব স্বরধ্বনিসমূহ কখনও দীর্ঘতাপ্রাপ্ত, আবার দীর্ঘস্বর কখনও হ্রস্বস্বরে রূপান্তরিত। সংস্কৃত. অশ্ব>প্রাকৃত। অস্‌স।

2. ম্ বা ন্ ভিন্ন অন্য ব্যঞ্জন পদান্তে থাকলে তা লুপ্ত হয়েছে। সংস্কৃত. পশ্চাত্ >পালি পচ্ছা, প্রাকৃত. পচ্ছা। দন্ত্যন্ প্রায়শঃ মূর্দ্ধন্য ণ্-তে পরিণত। সং.নব.পা / প্রা.ণব।

3. শব্দরূপের সরলতা ক্রমশঃ বাড়তে লাগল। ব্যঞ্জনান্ত শব্দসমূহকে স্বরান্তে পরিবর্তিত করে শব্দরূপ গঠনের প্রবণতা অত্যন্ত প্রবল।

4. ধাতুরূপের বিপুল বৈচিত্র্যও ক্রমশ লোপ পেল।

(3) নব্য ভারতীয় আনার্যভাষা-

নব্য ভারতীয় আর্যভাষার বিস্তৃতি কালরূপে আনুমানিক ৯০০ খ্রিঃ থেকে বর্তমান সময়কাল পর্যন্ত সময়কে অনুর্ভুক্ত করা যায়। এই যুগে ভারতীয় আর্যভাষার নিদর্শন হিসাবে বর্তমান সময়কালের বিভিন্ন সাহিত্য উল্লেখযোগ্য। বাংলা, হিন্দি, ওড়িয়া, মারাঠী, গুজরাটি, রাজস্থানি, পাঞ্জাবি ইত্যাদি বিবিধ ভারতীয় আঞ্চলিক ভাষায় রচিত সাহিত্যগুলিই এই স্তরের প্রকৃষ্ট নিদর্শন। প্রসঙ্গত দক্ষিণ ভারতের তামিল, তেলেগু, কন্নড় ও মালয়ালম— এই চারটি ভাষা কিন্তু এই স্তরের অন্তর্ভুক্ত নয়। এগুলি দ্রাবিড় ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্গত। ইন্দো-ইউরোপীর ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্গত নয়।

এই স্তরের বৈশিষ্ট্যগুলি সংক্ষেপে এরকম—

1. নব্য ভারতীয় ভাষাতে স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জনধ্বনির সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে। তিনটি শিষ্ধ্বনির সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে। তিনটি শিষ্ধ্বনির পার্থক্য নির্ণয় করা অসম্ভব।

2. পদমধ্যস্থিত যুক্ত ব্যঞ্জনও স্বরভক্তি, স্বরাগম, সমীভবন প্রভৃতির মাধ্যমে সরলীকৃত হয়েছে। যথা—-নৃত্য >নচ্চ > নাচ।

3. শব্দরূপ ও ধাতুরূপের সরলতা অত্যন্ত স্পষ্ট। ধাতুরূপের প্রাচীন রূপও লুপ্ত।
যথা— ঘৃত >ঘৃঅ > ঘি।

4. কারক বিভক্তির স্থানে কিছু অনুসর্গের ব্যবহার বৃদ্ধি হয়েছে।

b) কেন্তুম্ ও সতম্ সম্বন্ধে নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ রচনা করো।

উ ঃ পৃথিবীর প্রায় চার হাজার ভাষাকে তাদের উৎসগত সাদৃশ্যের ভিত্তিতে বিশেষত তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের পদ্ধতির সাহায্যে যে কটি ভাষাবংশে ভাগ করা হয়েছে তার মধ্যে ইন্দো-ইউরোপীয় বা আর্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগুলিকে প্রধানত দুটি শাখায় ভাগ করা হয়েছে। তার মধ্যে একটি হল কেন্তুম শাখা এবং অপরটি হল সতম্ শাখা। এই ভাষাগোষ্ঠীর দশটি উপশ্রেণি হল—

(1) ইন্দো-ইরানীয়, (2) আর্মেনীয়, (3) আলবানীয়, (4) বাল্তো-স্লাভিক, (5) গ্রিক, (6) ইতালিক (7) কেলতিক, (8) জার্মানিক, (9) হিট্টইট এবং (10) তোখারীয়।

কেন্তুম্ শাখা ঃ পুরঃকণ্ঠ্য স্পৃষ্ট ধ্বনিগুলি গ্রিক, লাতিন, জার্মানিক, কেল্‌টিক ও তোখারীয় শাখায় পশ্চাত্ কণ্ঠ্য ধ্বনিগুলির সঙ্গে একীভূত হয়ে গিয়েছে। কিন্তু আর্য, বাল্‌টো-স্লাভিক, আলবানীয় ও আর্মেনীয় শাখার মূল ভাষার (ক) ধ্বনি শ-কারে অথবা স-কারে পরিণত হয়েছে। মূলভাষার পুরঃকণ্ঠ্য ধ্বনির এরূপ পরিবর্তন ধরে ইন্দো-ইউরোপীয় বংশের ভাষাগুলিকে দুটি শাখায় ভাগ করা হয়েছে। যে ভাষাগুলিতে এটি কণ্ঠ্যধ্বনি থেকে গিয়েছে সেগুলিকে বলা হয় 'কেন্তুম্' শাখা।

সতম্ শাখাঃ যে ভাষাগুলিতে (ক) ধ্বনি শ-কারে অথবা স-কারে পরিণত হয়েছে সেগুলিকে বলা হয় সতম্ শাখা। মূল ভাষার 'শত' বাচক শব্দের লাতিন এবং আবেস্তীয় প্রতিরূপ দুটি নিয়ে এই নামকরণ করা হয়েছে।

যেমন ঃ মূল ইন্দো-ইউরোপীয় k̂m̥tom> ল্যাটিন কেন্তুম, গ্রিক-hékaton হেক্‌তোন্, প্রাচীন আইরিশ- Ce-t গথিক-khund, তুখারীয় Kand। ইংরেজি hundred, জার্মানিক tausend, ফরাসি cent।

কিন্তু একই * k̂m̥tom শব্দ হতে > সংস্কৃত শতম্-আবেস্তা-সতম্। লিথুয়ানীয়-জিম্‌তাস্ স্লাবিক-সুতো।

কেন্তম্ এবং সতম্ ভাষাগুচ্ছ সম্পর্কে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল-সতম শাখায় পশ্চাৎ কণ্ঠ্য এবং কণ্ঠৌষ্ঠ্য বর্ণসমূহের বিবর্তনে কোনো প্রভেদ নেই অর্থাৎ সতম্ শাখায় তারা একীভূত হয়ে গেছে। কারণ সতম্ শাখায় কণ্ঠৌষ্ঠ্য বর্ণগুলি তাদের ওষ্ঠ্য উপাদান হারিয়ে কেবলমাত্র কণ্ঠ্যবর্ণে পরিণত হয়েছে।

9. সংস্কৃতে অনুবাদ করো ঃ **5**

এক গ্রামে এক দরিদ্র কৃষক বাস করত। তার দুই সন্তান ছিল। সে প্রতিদিন সকালে নিজের ক্ষেতে চাষ করতে যেত। সে অত্যন্ত সৎ ও সরল জীবন যাপন করত। এজন্য গ্রামে সকলে তাকে খুব শ্রদ্ধা করত।

একস্মিন্ গ্রামে একো দরিদ্রো কৃষকো বসতি স্ম। তস্য দ্বৌ সন্তানৌ আস্তাম্। স প্রত্যহম্ প্রাতঃ স্বক্ষেত্রে চাষং কর্তুং গচ্ছতি স্ম। স অতীব সদ্ভাবেন সরলেন চ জীবনং যাপয়তি স্ম। তদেনং গ্রামে সর্বে জনাঃ তম্ অতীব শ্রদ্ধাম্ অকুর্বন্।

অথবা

প্রায় একশ পঞ্চাশ বছর আগে কলকাতার সিমুলিয়া অঞ্চলে নরেন্দ্রনাথ নামে এক শিশু জন্ম গ্রহন করে। তাঁর পিতা শ্রী বিশ্বনাথ দত্ত ও মাতা ভুবনেশ্বরী দেবী। তিনি খুব সুন্দর গান গাইতে পারতেন। একদিন তাঁর গান শুনে শ্রীরামকৃষ্ণ অত্যন্ত প্রসন্ন হন। পরে নরেন্দ্রনাথ শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে আসেন এবং শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন।

সার্ধশতবর্ষেভ্যঃ প্রাক্ কলিকাতায়াঃ সিমুলিয়াঞ্চলে নরেন্দ্রনাথঃ ইতি একঃ শিশুঃ অজায়ত। তস্য পিতা বিশ্বনাথঃ দত্তঃ মাতা চ ভুবনেশ্বরী দেবী। স অতীব মধুরং গীতং গাতুং সমর্থঃ। একদা তস্য গীতং শ্রুত্বা শ্রী রামকৃষ্ণঃ অতীব প্রসন্নঃ অভবত্। পশ্চাদ্ নরেন্দ্র নাথঃ শ্রীরামকৃষ্ণস্য সান্নিধ্যম্ আগচ্ছৎ শ্রী রামকৃষ্ণস্য শিষ্যত্বং চ গৃহীতবান্।

10. যে কোনো একটি বিষয়ে সংস্কৃতে নিবন্ধ রচনা করো ঃ **5**

(a) পরিবেশদূষণম্— অস্মাকং পারিপার্শ্বিকং বৃক্ষলতাপ্রাণিনঃ সর্বংনীত্বা অস্মাকং পরিবেশঃ। অধুনা কিঞ্চিৎ প্রাকৃতিক কারনাৎ, প্রধানতয়া মানবসৃষ্ট — কারণাৎ চ পরিবেশং প্রত্যহং দূষিতো ভবতি। আধুনিকতায়াঃ পরিনামরূপেণ বায়ুঃ, জলম্, ভূমিঃ, শব্দঃ, সর্বে দূষিতা জাতাঃ আধুনিক জীবনস্য অভিশাপরূপেণ পরিবেশ দূষণম্ আগতম্। ধূমেন দূষিতেন বায়ুনা হৃদয়ব্যাধিঃ জায়তে, বর্জ্য পদার্থেন দূষিতেন জলেন চর্মরোগঃ জায়তে, এবম্ অত্যুচ্চৈঃ শব্দ করণেন উন্মত্ততা বধিরতা চ উৎপদ্যেতে। এতদর্থম্ পরিবেশস্য ভারসাম্যরক্ষার্থং বনসৃজনং, বৃক্ষরোপণং, জলসংস্কারঃ, নদী সংস্কারঃ বিশেষ মনোযোগেন কর্তব্যাঃ।

(b) শারদোৎসবঃ— বঙ্গদেশে শারদোৎসবঃ অস্মাকম্ উৎসবানাং মধ্যে স্মরণীয়ঃ শ্রেষ্ঠঃ উৎসবঃ। শরৎকালে অয়মুৎসবঃ অনুষ্ঠিতম্ ভবতি। প্রধানতয়া দুর্গাপূজায়াঃ এব শরৎকালে সম্পন্নত্বাৎ দুর্গাপুজাং নীত্বা যঃ উৎসবঃ সঃ শারদোৎসবঃ উচ্যতে। অত উৎসবে সিংহবাহিনী মহিষমর্দিনী দুর্গা মণ্ডপে মণ্ডপে পূজ্যতে। তম্ উৎসবম উপলক্ষ্য অখিলাঃ বঙ্গবাসিনঃ নবীনং বস্ত্রাদিকং পরিধায় একত্রী ভূয় ভ্রমিত্বা খাদিত্বা চ পরস্পরং মিলনানন্দং অনুভবন্তি। দেবীং নিকষা সর্বে 'রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিশো জহি' ইতি প্রার্থয়ন্তে। সপ্তমী অষ্টমী-নবমী ইতি দিনত্রয়ং দূর্গা পূজা ভবতি। দশম্যাং তিথৌ দুর্গা প্রতিমাঃ বিসর্জয়ন্তি। দশম্যাং তিথৌ মানবাঃ গুরুজনান্ প্রণমন্তি, কনিষ্ঠেভ্যঃ স্নেহাশীর্বাদং যচ্ছন্তি।

(c) মম প্রিয়ঃ কবিঃ— মম প্রিয়ঃ কবিঃ মহাকবিঃ কালিদাসঃ। কালিদাসং বিনা সংস্কৃত সাহিত্যং শূন্যমিব ভাতি। পরন্তু তস্য আবির্ভাবকালঃ অজ্ঞাতঃ। কেচন্ পণ্ডিত মন্যন্তে খ্রিষ্টীয়ে পঞ্চমে শতকে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তস্য নবরত্নসভায়াম্ স আসীৎ শ্রেষ্ঠঃ রত্নঃ। তেন ত্রীণি রূপকাণি রচিতানি। তানি যথা অভিজ্ঞান শকুন্তলম্, বিক্রমোর্বশীয়ম্, তথা চ মালবিকাগ্নিমিত্রম। কুমারসম্ভবম্ তথা চ রঘুবংশম্ তস্য বিরচিতে দ্বে মহাকাব্যে। অপূবং গীতিকাব্যং 'মেঘদূতম্' মন্দাক্রান্তা-ছন্দসা তেন বিরচিতম্। কালিদাসস্য প্রতিভা অতুলনীয়া। উপমা-অলংকার প্রয়োগে কালিদাসস্য শ্রেষ্ঠত্বং সর্বজনবিদিতম্। মহাকবিঃ কালিদাসঃ প্রকৃতি-প্রেমিকঃ। অদ্যাপি রসিকাঃ কালিদাস পাঠেন মুগ্ধাভবন্তি।

বিভাগ-খ / Part- B

(Marks:26)

1. সঠিক উত্তরটি নির্বাচন করে লেখোঃ **1×15=15**

গদ্যাংশ (Prose)

(i) স্ফোটপ্রবাদ কাদের মধ্যে চলে?

(a) সাংখ্য (b) জ্যোতিঃশাস্ত্রী

(c) বৈয়াকরণ (d) আর্যাবর্ত। (c)

(ii) নলচম্পূ-এর রচনাকার কে?

(a) ত্রিবিক্রমভট্ট (b) গাগাভট্ট

(c) কালিদাস (d) শঙ্করাচার্য (a)

(iii) অলিপর্বার ভ্রাতার নাম কী?

(a) স্কন্দরাজ (b) ক্রুরকর্মা

(c) রাসভ (d) কশ্যপ (d)

(iv) অলিপর্বা কোথায় বাস করত?

(a) আরবপুরে (b) পারসিকপুরে

(c) আর্যাবর্তপুরে (d) মহানাদপুরে। (b)

পদ্যাংশ (Poetry)

(v) শঙ্করমৌলিবিহারিণি—পদটি কোন্ বিভক্তিতে আছে?

(a) সপ্তমী (b) দ্বিতীয়া

(c) সম্বোধন (d) প্রথমা। (d)

(vi) 'কর্মযোগ' ভগবদ্গীতার কোন্ অধ্যায়ে আছে?

(a) অষ্টাদশ অধ্যায় (b) দ্বিতীয় অধ্যায়

(c) চতুর্থ অধ্যায় (d) তৃতীয় অধ্যায়। (d)

(vii) 'মুনিবরকন্যে'—এখানে মুনিবর কে?

(a) জহ্নু (b) কশ্যপ

(c) বিশ্বামিত্র (d) নারদ। (a)

(viii) নিষ্কাম কর্মের দ্বারা কে মোক্ষলাভ করেছেন?

(a) বেদব্যাস (b) জনক

(c) রামচন্দ্র (d) শুকদেব। (b)

নাট্যাংশ (Drama)

(ix) বাসন্তিকস্বপ্নম্-এর রাজার নাম কী?

(a) ইন্দুবর্মা (b) ইন্দ্রশর্মা

(c) ইন্দুশর্মা (d) ইন্দ্রবর্মা (d)

(x) 'কুহুঃ' শব্দের অর্থ কী?

(a) রাত্রি (b) অমাবস্যা

(c) পূর্ণিমা (d) জ্যোৎস্না। (b)

(xi) কৌমুদী কাকে বিবাহ করতে চেয়েছিলেন?

(a) প্রমোদকে (b) মকরন্দকে

(c) বসন্তকে (d) ইন্দুশর্মাকে (c)

(xii) 'সাধয়ামঃ' শব্দের প্রতিশব্দ হল

(a) গচ্ছামঃ (b) তিষ্টামঃ

(c) বদামঃ (d) ক্রীড়ামঃ (a)

সাহিত্যেতিহাস (History of Literature)

(xiii) মেঘদূত কোন্ ছন্দে রচিত?

(a) মন্দাক্রান্তা (b) বসন্ততিলক

(c) ইন্দ্রবজ্রা (d) এদের কোনোটিই নয়। (a)

(xiv) চরকসংহিতা গ্রন্থের বর্ণনীয় বিষয়টি কি?

(a) জ্যোতির্বিজ্ঞান (b) ইতিহাস

(c) চিকিৎসাবিজ্ঞান (d) নাট্যশাস্ত্র। (c)

(xv) 'মৃচ্ছকটিকম্' কী ধরনের রচনা?

(a) কাব্য (b) প্রকরণ

(c) নাটক (d) প্রবন্ধ। (b)

2. পূর্ণবাক্যে উত্তর দাওঃ **1×11=11**

গদ্যাংশ (Prose)

(যে কোনো তিনটি)

(i) আলিবাবা ও চল্লিশ চোর-গল্পটি কে সংস্কৃতে অনুবাদ করেন?

উঃ বিংশ শতকের কবি শ্রী গোবিন্দকৃষ্ণ মোদক আলিবাবা ও চল্লিশ চোর-গল্পটি সংস্কৃতে অনুবাদ করেন।

(ii) চম্পূকাব্য বলতে কী বোঝায়?

উঃ গদ্যপদ্যময়ী ভাষাতে যে কাব্য রচিত হয়, তাকে চম্পূকাব্য বলে।

(iii) অলিপর্বা কটি গাধার পিঠে কাঠ চাপিয়ে নিয়ে আসত?

উঃ তিনটি গাধার পিঠে কাঠ চাপিয়ে নিয়ে আসত অলিপর্বা।

(iv) নলচম্পূ ছাড়া অন্য যে কোন একটি চম্পূকাব্যের নাম লেখ।

উঃ নলচম্পূ ছাড়া অন্য যে কোনো একটি চম্পূকাব্যের নাম হল— ভোজের রামায়ণচম্পূ।

পদ্যাংশ (Poetry)

(যে কোনো তিনটি)

(v) কর্মেন্দ্রিয় কয়টি ও কি কি?

উঃ কর্মেন্দ্রিয় হল পাঁচটি। যথা- বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ।

(vi) ভগবদ্গীতার উপদেশ কে, কার উদ্দেশ্যে করেছেন?

উঃ ভগবদ্গীতার উপদেশ পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ সখা অর্জুনের উদ্দেশ্যে করেছেন।

(vii) ভগবদ্গীতায় মোট কটি শ্লোক আছে?

উঃ ভগবদ্গীতায় মোট ৭০০ শ্লোক আছে।

(viii) গঙ্গাস্তোত্রের রচয়িতা কে?

উঃ গঙ্গাস্তোত্রের রচয়িতা হলেন অদ্বৈত বেদান্ত মতবাদের প্রধান প্রবক্তা শ্রীশংকরাচার্য।

নাট্যংশ (Drama)

(যে কোনো তিনটি)

(ix) 'দীয়তাং দয়ার্দ্রং চিত্তম্'- কে কাকে বলেছেন?

উঃ শ্রীকৃষ্ণমাচার্য রচিত 'বাসন্তিকস্বপ্নম্' নাট্যাংশের আলোচ্য অংশটির বক্তা জনৈক প্রজা ইন্দুশর্মা বৈবস্বত নগরের রাজা ইন্দ্রবর্মাকে বলেছেন।

(x) রাজার বাগ্দত্তার নাম কী?

উঃ রাজা ইন্দ্রবর্মার বাগ্দত্তার নাম কনকলেখা।

(xi) 'বাসন্তিকস্বপ্নম্'-এর মূল ইংরেজি নাটকটির নাম কী?

উঃ 'বাসন্তিকস্বপ্নম্'- এর মূল ইংরেজি নাটকটি শেক্সপীয়ার রচিত 'এ মিডসামার নাইটস ড্রিম'।

(xii) পিতার পছন্দের পাত্রকে বিবাহ না করলে কৌমুদীকে কী শাস্তি পেতে হবে?

উঃ পিতার পছন্দের পাত্রকে বিবাহ না করলে কৌমুদীকে আজীবন বিবাহ না করে থাকতে হবে অথবা মৃত্যুবরণ রূপ শাস্তি পেতে হবে।

সাহিত্যেতিহাস (History of Literature)

(যে কোনো দুটি)

(xiii) বরাহমিহির রচিত যে-কোনো একটি গ্রন্থের নাম লেখো।

উঃ জ্যোতির্বিদ্ বরাহমিহির রচিত একটি গ্রন্থ হল – পৈতামহসিদ্ধান্ত।

(xiv) 'স্বপ্নবাসবদত্তম্'–কার লেখা।

উঃ কালিদাস পূর্ববর্তী যুগের নাট্যকার ভাস হলেন 'স্বপ্নবাসবদত্তম্' নাটকের রচয়িতা।

(xv) আয়ুর্বেদের উৎস কোন্ বেদ?

উঃ আয়ুর্বেদের উৎস হল 'অথর্ববেদ'।

SANSKRIT

2016

(New Syllaus)

Part -A (Marks : 54)

1. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও **5×4=20**

গদ্যাংশ (যে কোনো একটি)

(a) আর্যাবর্ত ও স্বর্গের তুলনা যেভাবে ত্রিবিক্রমভট্ট করেছেন তা বর্ণনা করো।

উঃ কবি ত্রিবিক্রম ভট্ট 'নলচম্পূ' নামক চম্পূকাব্যের প্রথম উচ্ছ্বাসে শ্লেষ অলংকার প্রয়োগ করে হিমালয়সমন্বিত আর্যাবর্ত নামক দেশের অপূর্ব বর্ণনা করেছেন। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে, নগর-গ্রামের শোভায়, কুলনারীদের পাতিব্রত্যে, গ্রাম্যজনেদের কর্মচঞ্চলতায় আর্যাবর্ত সদা শোভিত। এমন শান্তি যেন স্বর্গের শান্তিকেও হার মানায়। সুশাসিত আর্যাবর্তের প্রজাদের মধ্যে রয়েছে সমৃদ্ধি। সকল প্রকার সমৃদ্ধিতে পূর্ণ প্রজারা সর্বদাই যেন মহোৎসবে নিরত। এই মহোৎসবকে আর্যাবর্তের আধিবাসীরা যেন পরম্পরাতে পরিনত করেছে। এদিক দিয়ে কু বা পৃথিবীতে বসবাসকারী মানুষ যেন পৃথিবীতে বাস না করা অর্থাৎ স্বর্গবাসী দেবতাগণকে উপহাস করে। নিরহংকার আর্যাবর্তবাসী, দেবরথ সমন্বিত দেবতারা। আর্যাবর্তবাসীদের রয়েছে প্রচুর বসু বা ধন। কিন্তু দেবতাদের রয়েছে অষ্ট বসু। অতএব এহেন দেবকুলকে যেন আর্যাবর্ত সততই উপহাস করে—''সমুপহসন্তি স্বর্গবাসিনং জনং জনাঃ।''

আবার, স্বর্গে রয়েছে এক গৌরী উমা, এক মহেশ্বর শিব, এক হরি বিষ্ণু, এক ধনদ কুবের। আর্যাবর্তে কিন্তু অজস্র গৌরাঙ্গনা নারী, মহেশ্বর বা অতিসমৃদ্ধ ব্যক্তি, শোভা যুক্ত হরি বা অশ্ব, ধনদানকারী রক্ষাকর্তা সর্বত্র রয়েছে। স্বর্গে রয়েছেন সুরাধিপ ইন্দ্র। আর্যাবর্তে সুরাধিপ বা মদ্যপ রাজা নেই। স্বর্গে রয়েছেন বিনায়ক গণপতি। আর্যাবর্তে কিন্তু বিনায়ক বা রাজার বিরুদ্ধে কেউ নেই। বস্তুত দ্ব্যর্থক ভাষায় কবি স্বর্গ ও আর্যাবর্তের তুলনা করে আর্যাবর্তকে স্বর্গের চেয়ে সুন্দরতর বলেছেন। তাই আর্যাবর্ত সকলেরই প্রিয়—''কস্যাসৌ ন প্রিয়ো ভবেৎ''।

(b) বনগত গুহা গল্পাংশ অবলম্বনে কশ্যপ ও অলিপর্বার আর্থিক অবস্থা নিজের ভাষায় লেখো।

উঃ 'বনগতা গুহা' শীর্ষক পাঠ্যংশটি গোবিন্দকৃষ্ণ মোদক বিরচিত 'চোরচত্বারিংশী কথা' নামক একটি অনুবাদ গ্রন্থের অংশবিশেষ। উক্ত পাঠ্যাংশে দুই সহোদরের জীবনকাহিনি গল্পাকারে উপস্থাপিত। যাই হোক, সেই উপস্থাপনার মাধ্যমেই গল্প সাহিত্যের, অন্তর্গত উক্ত পাঠ্যাংশটিতে কশ্যপ ও অলিপর্বা নামক দুই ভাই-এর আর্থিক অবস্থা পরিস্ফুট হয়েছে।

কশ্যপ ও অলিপর্বা — দুই সহোদরের পিতা ছিল দরিদ্র। স্বভাবতই দারিদ্র্য ছিল তাদের নিত্যসঙ্গী। এমতাবস্থায় বার্ধক্যে পৌঁছে নিজ মৃত্যু কাছাকাছি বুঝতে পেরে নিজ সম্পত্তি দুই পুত্রের মধ্যে সমানভাবে ভাগ করে দিল। কেননা সে চেয়েছিল ধন সম্পত্তি অর্জনের ক্ষেত্রে দুজনেরই সাম্যাবস্থা। কিন্দু এই সাম্যাবস্থা বেশি দিন বজায় থাকল না।

কশ্যপ এক প্রভূত ধনবান ব্যক্তির কন্যাকে বিবাহ করে নগরের শ্রেষ্ট বণিকদের মতো ধনবান হয়ে উঠল। তখন বিলাসবহুল জীবনযাপন শুরু করল। ধনসম্পত্তির প্রাচুর্যের কারণে কোন কিছুই আর তার কাছে দুষ্প্রাপ্য রইল না। অর্থাৎ সে বিলাসী হয়ে পড়ল।

অন্যদিকে অলিপর্বা নিজে তো দরিদ্র ছিলই, উপরন্তু সে বিয়ে করেছিল এক দরিদ্রের কন্যাকে। ফলতঃ নিঃস্বের মত পর্ণকুটীরে ছিল তার বাস। কশ্যপের মতো বিলাসপূর্ণ জীবন যেন তার কাছে স্বপ্ন। অতিকষ্টে স্ত্রী সন্তানদের পালন করতে হতো তাকে। প্রতিদিন সে ভোরবেলা বনে যেত জ্বালানি কাঠ সংগ্রহের জন্য। তারপর সেই কাঠ নগরে বিক্রি করে প্রাপ্ত অর্থ দিয়ে কোনো রকমে সংসার চালাতো। যদিও গল্পের অন্তিমভাগে দৈববশত তার আর্থিক অবস্থার আমূল পরিবর্তন হয়েছিল। দু-জনের আর্থিক বৈষম্য বিপুল হলেও অলিপর্বা সহজসরল ছিল।

পদ্যাংশ (যে কোনো একটি)

(c) ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যে নিষ্কাম কর্মযোগের কথা বলেছেন তার বিবরণ দাও।

উঃ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পূর্বে মোহাচ্ছন্ন, সংশয় গ্রস্ত, যুদ্ধে অনিচ্ছুক অর্জুনকে আঠারোটি অধ্যায় বিবিধ জীবনদর্শন শিক্ষা দেন। তন্মধ্যে তৃতীয়াধ্যায়ে পার্থসারথি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে নিষ্কাম কর্মযোগের শিক্ষা দিয়েছিলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বক্তব্য হল যে,—

কর্মই ধর্ম। কামনা ত্যাগ করে নিষ্কাম কর্মে যুক্ত থাকলে মোক্ষলাভ ঘটে। তবে কর্মেন্দ্রিয় সমূহকে সংযত করে মনে মনে বিষয় চিন্তা করার অর্থ মিথ্যাচার করা। শাস্ত্রবিহিত কর্তব্য কর্ম সম্পাদনই শ্রেষ্ঠ কর্ম। তাছাড়া কর্মের মধ্য দিয়ে শরীরযাত্রার অর্থ দেহ সুস্থ রাখা। তাই আসক্তিশূন্য থেকে সর্বদা কর্তব্যকর্মে যুক্ত থাকতে হবে। সেটাই মোক্ষপদ প্রাপ্তির উপায়। জনকাদি মহাত্মাগণ লোকরক্ষার জন্য কর্ম করে গিয়েছেন। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণের আচরণ গুলিকেই সাধারণ মানুষ অনুসরণ করে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের তো ত্রিলোকে কোনো কর্তব্য কর্ম নেই তবু তিনি কর্মেই ব্যাপৃত কারণ মানুষতো তাঁকেই অনুসরণ করবে। প্রতিটি মানুষের স্বধর্ম পালন পরধর্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। স্বধর্ম পালনে মৃত্যুও কল্যাণকর। আর মানুষকে কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হতে গেলে শ্রদ্ধাবান ও অসূয়াশূন্য হয়ে শ্রীকৃষ্ণের বাণী মেনে ফলাকাঙ্ক্ষাহীন হয়ে কর্মে যুক্ত থাকতে হবে। তাতেই মানুষের মোক্ষলাভের পথ প্রশস্ত হয়।

(d) গঙ্গার মাহাত্ম্য সংক্ষেপে লেখো।

উঃ 2015 সালে 1 (d) - এর প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

নাট্যাংশ (যে কোনো একটি)

(e) কৌমুদীর চরিত্র চিত্রণ করো।

উঃ শ্রীকৃষ্ণমাচার্য রচিত 'বাসন্তিকস্বপ্নম্' নাটকের পাঠ্যাংশরূপে নির্বাচিত- সম্পাদিত অংশে আমরা কৌমুদী নামে এক নগরবাসিনীর বৃত্তান্ত পাই। তার সংলাপের মধ্যে দিয়ে তার চরিত্রের কয়েটি দিক উন্মুক্ত হয়েছে, তা আমার নিম্নলিখিত রূপে লিপিবদ্ধ করতে পারি—

প্রথমত, কৌমুদীর যে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য পাঠকচিত্তকে আলোড়িত করে তা হল তার নির্ভীকতা। নগরের রাজা ইন্দ্রবর্মার কাছে পিতা ইন্দুশর্মা কৌমুদীকে এনেছিলেন তারই বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে। কৌমুদী নির্ভীক মনে রাজদরবারে এসে পৌঁছেছিলেন। শুধু তাই নয় রাজা ইন্দ্রবর্মা নানান যুক্তিতে কৌমুদীকে বোঝানোর চেষ্টা করলেও সে কিন্তু তার মনের কথা অকপটভাবে বলেছে। রাজা যখন বলেছেন যে, পিতার অমতে বিবাহ করলে মৃত্যুদন্ড প্রাপ্তি হতে পারে, তাতেও কৌমুদী তার মন থেকে দন্ড ভয় সরিয়ে নিজের কথাই বলেছে।

দ্বিতীয়তঃ, কৌমুদী স্পষ্টবক্তা কিন্তু মিষ্টভাষী। পিতার পছন্দ করা পাত্রকে বিবাহ করতে অসম্মত হলেও রাজা ইন্দ্রবর্মার কাছে বিনম্রভাবে নিজের অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে স্বাভিমত প্রকাশ করেছে।

তৃতীয়তঃ কৌমুদী পিতার আদেশ পালনে অসম্মত হয়েছে শুধু পাত্র নির্বাচনের বিষয়ে। এছাড়া কিন্তু পিতার আর কোনো কথা অমান্য করেনি। তাই তো দেখা যায়, রাজার কাছে পিতা তারই বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাতে ডাকলে কোনোরকম প্রতিবাদ না করেই কৌমুদী চলে এসেছে।

চতুর্থতঃ, কৌমুদী ভালোবাসার প্রতি মর্যাদা দানকারী মহিলা। পিতার পছন্দ করা পাত্র সুন্দর, তরুণ। পাশাপাশি তার পছন্দ করা পাত্র বসন্তও সুন্দর, যোগ্য। মৃত্যুবরণেও ভালোবাসার পাত্রকে ছাড়তে সে পারবে না বলেছে। এতে কৌমুদী ভালোবাসাকেই যোগ্য মর্যাদা দিয়েছে।

পঞ্চমত, কৌমুদী একজন বুদ্ধিমতী মহিলা। রাজা ইন্দ্রবর্মা নানান যুক্তিতে পিতা ইন্দুশর্মার পছন্দ করা পাত্রকে বিবাহের কথা বললে কৌমুদীও নানান যুক্তিতে তা খন্ডন করে স্বমত প্রতিষ্ঠা করেছে।

(f) তোমার পাঠ্য নাট্যাংশের মাধ্যমে নাট্যকার কি বার্তা দিতে চেয়েছেন বলে তোমার মনে হয়?

উঃ ঊনবিংশ শতকের সংস্কৃতজ্ঞ পন্ডিত কৃষ্ণমাচার্য ইংরেজ নাট্যকার শেক্সপিয়রের 'A Midsummer Night's Dream' নাটকের সংস্কৃত অনুবাদ করেন। নাম দেন

'বাসন্তিকস্বপ্নম্'। সাহিত্যের মাধ্যমে ব্যক্তি ও সমাজের যে চিত্র অঙ্কিত হয় তা কবির অন্তদৃষ্টির পরিচায়ক। আলোচ্য নাট্যাংশে কবি কৃষ্ণমাচার্য কয়েকটি চরিত্রের উপস্থাপনের মাধ্যমে প্রচলিত সমাজের এক চিত্র ও গতানুগতিকতার বিরুদ্ধে এক প্রতিবাদের চিত্র তুলে ধরেছেন। কবি তথা নাট্যকারের এই ভাবনাকে নিম্নে বর্ণনা করা হল—

দেশের আইন অনুযায়ী কন্যা বিবাহ করবে তার পিতার নির্দিষ্ট করা পাত্রকেই। এর অন্যথা করলে সেই কন্যার শাস্তি হল হয় মৃত্যু নয় আজীবন অবিবাহিত থাকা। ইন্দুশর্মার কন্যা তার পিতার পছন্দের পাত্র মকরন্দকে বিবাহ না করে বসন্তকে বিবাহ করতে চায়। ফলতঃ দেশীয় নিয়ম অনুযায়ী তার শাস্তি প্রাপ্য। আবার কৌমুদী তার পছন্দের বসন্তকে পরিণয়েই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। জীবনানির্বাহে সামাজিক রীতিনীতি তথা দেশীয় আইন পালন করাটাই সুস্থ সমাজের লক্ষণ। এতে যেমন শৃঙ্খলা বজায় রাখা যায় তেমনি সুষ্টু জীবনযাপনও হয়। রীতি-নীতি আইন কানুনের উল্লঙ্ঘন অস্থিরতাকেই বাড়তে সাহায্য করে। আবার পক্ষান্তরে সেই রীতি-নীতি ও আইনকানুন যদি ব্যক্তিবর্গের কাছে বোঝা স্বরূপ হয়ে যায় তাহলে তা অসন্তোষের জন্ম দেয়। আর অসন্তোষ থেকেই অশান্তি। ফলতঃ সেই শৃঙ্খলাবোধ জীবনে আনে বিশৃঙ্খলার ছোঁয়া। তাই কৌমুদীর ভবিষ্যৎ জীবনযাপনে সে কাকে বর হিসাবে গ্রহণ করবে এ বিষয়ে তার পিতার জেদ যেমন কাম্য নয়, তেমনি পিতার ভাবনা ও দেশীয় আইনকে লঙ্ঘনে বদ্ধপরিকর কৌমুদীর চিন্তাও সুচিন্তিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। তাই কৌমুদীর প্রতি শাস্তির ভীতি প্রদর্শন যেমন তার জেদের বিরুদ্ধে বার্তা দেয়, তেমনি কৌমুদীর প্রতিবাদও তার পিতা ইন্দুশর্মার আচরণের বিরুদ্ধ বার্তা বহন করে।

সাহিত্যের ইতিহাস (যে কোনো একটি)

(g) প্রাচীন ভারতের গণিতচর্চা সম্পর্কে একটি নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ রচনা করো।

উঃ কাব্য, ব্যাকরণ, দর্শনশাস্ত্রের মতো গণিতশাস্ত্রেও ভারতীয় মনীষীদের অবদান চিরস্মরণীয়। ভারতবর্ষে গণিতচর্চার বীজ উপ্ত হয়েছে বৈদিক সাহিত্যে। বৈদিক ঋষিরা যাগযজ্ঞ করতে গিয়ে জ্যামিতি তথা গণিতের সূক্ষ্ম তত্ত্বের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন এবং জ্যোতির্বিদ্যাকে উন্নত করতে গিয়ে গণিত-চর্চা শুরু করেন। সংখ্যা গণনার উল্লেখ রয়েছে ঋগ্বেদে ও যজুর্বেদে।

(১) পার্টিগণিত ঃ 'পাটি শব্দের দুটি অর্থের মধ্যে একটি হল যোগ, বিয়োগ প্রভৃতি প্রকরণের ক্রমপ্রকাশ, আর একটি অর্থ হল 'ফলক'। প্রাচীন ভারতীয় জ্যোতির্বিদগণ জ্যোতির্বিজ্ঞানের নানা সমস্যা ফলকের ওপর ধূলো ছড়িয়ে তার ওপর অঙ্কনের মাধ্যমে সমাধান করতেন। এই পদ্ধতিকে বলে 'ধূলিকর্ম' ।

আর্যভটের সময় থেকে পাটিগণিত রচিত হয়। পাটিগণিতে রয়েছে কুড়িটি পরিকর্ম ও আটটি ব্যাহার। কুড়িটি পরিকর্মের মধ্যে রয়েছে গুণন, ভাগ, বর্গমূল, বর্গ, ঘন, ঘনমূল,

ত্রৈরাশিক, পঞ্চরাশি, সপ্তরাশি, নবরাশি প্রভৃতি। আটটি ব্যবহারের মধ্যে রয়েছে মিশ্রক, রাশি, ক্ষেত্র, ছায়া প্রভৃতি।

প্রাচীন ভারতীয় গনিতশাস্ত্রে বর্গ, ঘন, বর্গমূল প্রভৃতির আলোচনা দেখা যায়। বর্তমানে যাকে 'যোগ' এবং 'বিয়োগ' বলা হয় প্রাচীনকালে 'যোগ'- এর পরিবর্তে সংকলন, মিশ্রন, সম্মেলন, সংযোজন এবং 'বিয়োগ'-এর পরিবর্তে বোধন, পাতন, আন্তর প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার রয়েছে।

(২) বীজগণিত ঃ বীজগণিতে আলোচিত হয়েছে দ্বিঘাত সমীকরণ, প্রগতি, করনী, অমূলদ সংখ্যা-এর মান নির্ণয় প্রভৃতি। প্রথম আর্যভট্টের গ্রন্থ আর্যভট্টীয় ও গীতিকপাদে প্রগতি, সমান্ত শ্রেনির যোগফল নিয়ে সূত্র আছে ও দ্বিতীয় ভাস্করাচার্যের সিদ্ধান্ত শিরোমণি গ্রন্থের দ্বিতীয় খন্ডের নাম বীজগণিত, এই খন্ডে আলোচিত বিষয়গুলি হল-ঘনবিবরণ, বর্ণবিবরণ, শূন্যবিবরণ, করনীবিবরণ প্রভৃতি। বাখশালি পুঁথিতে পাওয়া গ্রন্থেও বীজগণিতের বিবরণ আছে।

(৩) জ্যামিতি ঃ ছয় বেদাঙ্গের অন্যতম বেদাঙ্গ শল্বসূত্র প্রাচীন ভারতীয়গণের জ্যামিতিচর্চার এক প্রকৃষ্ট নিদর্শন। অনেক শুল্বসূত্র পাওয়া যায়—বৌধায়নের শুল্বসূত্র, মানব শুল্বসূত্র প্রভৃতি। শুল্বসূত্রে ক্ষেত্রফল বিষয়ক সূত্রমালা, বর্গক্ষেত্রকে আয়তক্ষেত্রে এবং ত্রিভুজকে বর্গক্ষেত্রে পরিণত করার পদ্ধতি, সমকোণী ত্রিভুজের অতিভুজ সম্পর্কিত উপপাদ্যে প্রভৃতি আলোচিত হয়েছে। বৌধায়নের শুল্বসূত্রে পিথাগোরাসের উপপাদ্যের ধারণাটি বিবৃত আছে। প্রথম আর্যভট্টের আর্যভটীয় বা আর্যভট্টীয় গ্রন্থে সমতলীয় ক্ষেত্র, পিরামিড, গোলকের ক্ষেত্রফল সংক্রান্ত সূত্র আছে।

গণিত বিষয়ক উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলির প্রণেতা হলেন ব্রহ্মগুপ্ত ও ভাস্করাচার্য এছাড়া আর্যভট্টের আর্যাষ্টশতক, বরাহমিহিরের পঞ্চসিদ্ধান্তিকা, মহাবীর আর্চাযের গণিত সারসংগ্রহ প্রভৃতি গ্রন্থ প্রাচীন ভারতের গৌরবময় গণিতচর্চার পরিচয় বহন করে।

(h) মেঘদূতম্ সম্বন্ধে একটি নিবন্ধ লেখো।

উঃ ভূমিকা—সংস্কৃত সাহিত্যের প্রেমমূলক গীতিকাব্যের ইতিহাসে শ্রেষ্ঠ গ্রন্থটি হল 'মেঘদূত'। গ্রন্থটির রচয়িতা মহাকবি কালিদাস। গ্রন্থটিতে দুটি ভাগ আছে, পূর্বমেঘ এবং উত্তরমেঘ। এই গ্রন্থটির শ্লোকসংখ্যা মোটামুটি ১২১টি। শ্লোকগুলি মন্দাক্রান্তা ছন্দে রচিত। টীকাকারদের মধ্যে মল্লিনাথ, বল্লভদেব, দক্ষিণাবর্তনাথ, স্থিরদেব প্রমুখের টীকা উল্লেখযোগ্য।

বিষয়বস্তু—কর্তব্যে অবহেলার কারণে এক যক্ষ তার প্রভু কুবেরের অভিশাপে এক বছরের জন্য কৈলাস থেকে রামগিরি পর্বতে নির্বাসিত হয়। আষাঢ়ের নতুন মেঘ দেখে অলকার গৃহে বিরহিনী প্রিয়তমার উদ্দেশ্যে যক্ষ মেঘকে দূত করে তার মনের বার্তা পাঠায়। এই কাব্যের দুটিভাগ—পূর্বমেঘ এবং উত্তরমেঘ। পূর্বমেঘে আছে মেঘের যাত্রা পথের বিচিত্র

বর্ণনা। সে পথে সৌন্দর্য আছে, আছে যক্ষের কামার্ত হৃদয়ের প্রতিফলন। আর উত্তরমেঘে আছে অলকার সৌন্দর্য বর্ণনা। মেঘের যাত্রাপথে যক্ষ কত জায়গা, নদী, পর্বতের কথা বলেছে। তারপর মেঘ অলকাপুরীতে পৌঁছানো আবার সেখানে গগনস্পর্শী অট্টালিকায় লাবণ্যবতী ললনারা বাস করে। আর তারই মধ্যে রয়েছে যক্ষের প্রিয়া। অবশেষে যক্ষ মেঘকে অনুরোধ করছে যে যেন তার প্রিয়ার কাছে কুশল সংবাদ নিবেদন করে।

বৈশিষ্ট্য ও রচনাশৈলী— মেঘদূত একটি প্রেমমূলক গীতিকাব্য। সংস্কৃত আলংকারিকদের মতে এটি একটি খন্ডকাব্য। এটি একটি আলাদা দূতকাব্য শ্রেণির জন্ম দিয়েছে। যেমন, ধোয়ীর পবনদূত, রূপগোস্বামীর হংসদূত প্রভৃতি। কালিদাসের 'মেঘদূত' রোম্যান্টিক গীতিকাব্য হিসেবে সমগ্র বিশ্বে সমাদৃত হয়েছে। মন্দাক্রন্তো ছন্দে লেখা কাব্যটি পথ, নদী, গৃহ, নারী প্রভৃতির বর্ণনা-সৌন্দর্যে এক অভূতপূর্ব আনন্দের অনুভূতির সৃষ্টি হয়েছে। আমরা দেখতে পাই, কবি কী নিখুঁতভাবে বস্তুজগতের বর্ণনা দিচ্ছেন। শুধু মানুষ নয়, এখানে পশুপাখিও মুক্ত অবস্থায় বিচরণ করে। যক্ষ প্রেমপাগল হলেও তার অন্যকে দিয়ে কাজ করানোর কৌশলী বুদ্ধি আমাদের মুগ্ধ করে।

ঐশ্বর্যের প্রগাঢ়তায়, রসের গভীরতায়, উদ্‌বেলিত আবেগের চমৎকারিত্বে, ভাষা ও ছন্দের মাধুর্যে, বাগ্‌ভঙ্গিমার বৈচিত্র্যে 'মেঘদূত' বিশ্বসাহিত্যে অতুলনীয়। একদিকে ৫০টির বেশি টীকা, বহু প্রক্ষিপ্ত শ্লোক, অন্যদিকে এর অনুকরণে ৫০টির বেশি দূতকাব্য রচনা এর জনপ্রিয়তার প্রমাণ। এছাড়া আধুনিক প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সংস্কৃত রসিকেরা এর ভূয়সী প্রশংসা করেছেন।

2. ভাবসম্প্রমারণ করো (যে কোনো একটি) ঃ **4×1=4**

(a) অসক্তো হ্যাচরন্ কর্ম পরমাপ্নোতি পুরুষ ঃ।

উঃ 2015 সালের 2(b) -এর প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

(b) ততোঽয়ং দ্রুততরং ক্রামন্নগরং নিবৃত্তঃ

উঃ অলিপর্বা দূর থেকে দেখেছিল ডাকাতদলের কর্মকান্ড। পর্বতের গুহাদেশে সুরক্ষিত সম্পদগুচ্ছ কিভাবে তারা সেখানে রাখে তার গোপন কৌশল শিখে নিয়েছিল চোরদের উচ্চারণের মাধ্যমে। তাই গুহাভ্যন্তর থেকে চোরেরা বেরিয়ে গেলে অলিপর্বা সন্তর্পণে নির্দিষ্ট মন্ত্রোচ্চারণের দ্বারা গুহায় প্রবেশ করল। অতঃপর গুহায় অলিপর্বা সমস্ত দিকে রাশি রাশি ভোজনের সামগ্রী, দামী বস্ত্র, প্রচুর সোনা ও রূপার বাট দেখতে পেল এবং থলে ভর্তি করে তার গাধার ক্ষমতানুসারে সোনা নিল। সোনাভর্তি বস্তাগুলিকে গুহাদ্বারের কাছে এনে নির্দিষ্ট মন্ত্রে গুহামুখ খুলে সেগুলিকে গাধার পিঠে চাপিয়ে কাঠ দিয়ে আচ্ছাদিত করল ও সংবৃতি মন্ত্র দ্বারা গুহামুখ বন্ধ করল। চোরেরা যে কোন সময় সেই গুহাসম্মুখে প্রত্যাবর্তন করতে পারে এই শঙ্কা ছিল। তাই অলিপর্বা কালক্ষেপ না করে দ্রুত সেই সম্পদগুচ্ছ নিয়ে বিক্রির উদ্দেশ্যে নগর পৌঁছোল।

3. নিম্নরেখাঙ্কিত পদগুলির কারণসহ কারক বিভক্তি নির্ণয় করো (যে কোনো তিনটি) ঃ **1×3=3**

(a) কবিষু কালিদাসঃ শ্রেষ্ঠঃ।

উঃ নির্ধারণে সপ্তমী বিভক্তি।

(b) তস্য লেখনং সুন্দরম্ অস্তি।

উঃ কর্তায় ষষ্ঠী বিভক্তি।

(c) কাকেভ্যঃ মোদকং রক্ষ।

উঃ ঈপ্সিততম অর্থে কর্মকারকে দ্বিতীয়া বিভক্তি।

(d) বিদ্যয়া বিনা জীবনং ব্যর্থম্।

উঃ 'বিনা' শব্দযোগে তৃতীয় বিভক্তি।

4. ব্যাসবাক্যসহ সমাসের নাম লেখো (যে কোনো দুটি) **2×2 = 4**

(a) গ্রামান্তরম্ — অন্যগ্রামঃ- নিত্যসমাস।

(b) চক্রপাণিঃ — চক্রং পাণৌ যস্য সঃ - বহুব্রীহি।

(c) রামানুজঃ — রামস্য অনুজঃ - ষষ্ঠী তৎপুরুষ।

5. নিম্নলিখিত শব্দযুগলের অর্থ পর্থেক্য নির্ণয় করো (যে কোনো দুটি) ঃ **1×2 = 2**

(a) কবরী — কবরা।

কবরী — (চুলের খোঁপা) — সুরঞ্জনায়াঃ কবরী পুষ্পশোভিতা।

কবরা — (বিচিত্রা) — কবরা ইয়ং পৃথিবী মানবানাং প্রিয়তমা।

(b) ভুঙ্‌ক্তে — ভুনক্তি

ভুঙ্‌ক্তে — (ভক্ষণ করে) — বালকঃ অন্নং ভুঙ্‌ক্তে।

ভুনক্তি — (রক্ষা করে) — রাজা মহীং ভুনক্তি।

(c) সীমন্তঃ — সীমান্তঃ।

সীমন্তঃ — (সিঁথি) — দীপিকায়াঃ রক্তিমঃ সীমন্তঃ।

সীমান্তঃ — (সীমার অন্তভাগ) —অয়ং রাজ্যস্য সীমান্তঃ।

6. একথায় প্রকাশ করো (যে কোনো তিনটি) ঃ **1×3 = 3**

(a) দশরথস্য অপত্যং পুমান্ — দাশরথিঃ

(b) গন্তুম্ ইচ্ছতি — জিগমিষতি।

(c) ভৃশং নৃত্যতি — নরীনৃত্যতে।

(d) আত্মনঃ পুত্রম্ ইচ্ছতি — পুত্রীয়তি।

7. পরিনিষ্ঠিত রূপটি লেখো (যে কোনো তিনটি) ঃ **3×1 = 3**

(a) গম্ + শতৃ = গচ্ছত্।

(b) সেব্ + তুমুন্ = সেবিতুম্।

(c) রাজন্ + ভীপ্ = রাজ্ঞী।

(d) কারক + টাপ্ = কারিকা।

8. যে কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও ঃ **5×1 = 5**

(a) ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠী সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ লেখো।

উঃ বিশ্বের ভাষাগোষ্ঠীগুলির মধ্যে সবচেয়ে বড়ো ভাষাগোষ্ঠী হল ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠী। গ্রিক, লাতিন, জার্মান , রুশ, সংস্কৃত প্রভৃতি ভাষার তুলনাত্মক বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে যে, এই সব ভাষাগুলি কোনো একটি মূল ভাষা থেকে উদ্ভূত হয়েছে। প্রায় ৩০০০ খ্রি.পূ. নাগাদ এই ভাষা তার সন্তানস্থানীয় ভাষাগুলির জন্ম দিয়ে বিলুপ্ত হয়ে যায়। ভাষাতাত্ত্বিকরা এই ভাষার নাম দিয়েছেন ইন্দো-ইউরোপীয়। যাই হোক এই ভাষাগোষ্ঠীর দুটি মূল শাখা আছে। সে দুটি হল কেন্তুম্ ও সতম্ শাখা। এই দুটি শাখা থেকে মোট ১০টি সন্তানস্থানীয় ভাষা বা ভাষাগোষ্ঠীর উদ্ভব হয়েছে। গ্রিক, ইতালিক, কেলতিক, জার্মানিক, এবং তোখারীয়। আর সতম্ শাখা থেকে উদ্ভূত হয়েছে ইন্দো-ইরাণীয়, আর্মেনীয়, আলবানীয় এবং বাল্‌তো-শ্লাবিক। আর, কেন্তুম্-সতম্ শাখা বিভাজনের আগেই হিট্টাইট নামে একটি ভাষা স্বতন্ত্রভাবে উদ্ভূত হয়েছে। হিট্টাইট এবং তোখারীয় ভাষা আবিষ্কারের আগে অর্থাৎ বিংশ শতকের আগে ভাষাতত্ত্ববিদ্‌রা কেন্তুম্-সতম্ ধ্বনিবিচ্ছেদকে ভৌগোলিক সীমানাভিত্তিক বলে মনে করেছিলেন। অর্থাৎ ইউরোপীয় ভাষাগুলি কেন্তুম্ শাখার এবং এশিয়ার ভাষাগুলি সতম্ শাখার। কিন্তু এশিয়াতে কেন্তুম্ শাখার ভাষার তোখারীয় এবং হিট্টাইট আবিষ্কারের পরে ঐ মত পরিবর্তিত হয়ে যায়।

ইন্দো-ইরানীয় গোষ্ঠী আবার দুটি শাখায় বিভক্ত হয়ে গেছে। একটি হল ভারতীয় আর্য এবং ইরানীয়। উল্লেখযোগ্য এই যে, ভারতীয় আর্য ভাষার মধ্যে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর প্রাচীনতম নিদর্শন ঋগ্বেদ রয়েছে।

(b) ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীতে সংস্কৃতের স্থান নির্ধারণ করো।

উঃ প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার মূল নিদর্শন পাওয়া যায় হিন্দুদের প্রাচীনতম ধর্মগ্রন্থ 'বেদ'-এ। প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার সময়সীমা আনুমানিক ১৫০০ খ্রিষ্টপূর্ব থেকে ৬০০ খ্রিষ্টপূর্ব পর্যন্ত।

প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা বলতে ‘বৈদিক’ ও ‘সংস্কৃত’ উভয়কেই বুঝতে হবে। তবে দুটি ভাষা মোটামুটি ভিন্ন হলেও কিছু মৌলিক পার্থক্য আছে এবং কালপরিমাণগত পার্থক্য আছে। উল্লেখ্য যে, ‘বৈদিক’ ভাষা যা দিয়ে ধর্মগ্রন্থ রচিত, তা হল প্রাচীনতর এবং ‘সংস্কৃত’ ভাষা, যা শিক্ষিত ব্যক্তিদের মৌখিক ভাষা ও লৌকিক আখ্যান-উপাখ্যানের ভাষা, তা হল নবীনতর। আসলে পরবর্তীকালে বৈদিক ভাষা লোকমুখে বিকৃত হলে আনুমানিক খ্রিষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে অদ্বিতীয় বৈয়াকরণ পাণিনি ‘অষ্টাধ্যায়ী’ নামক ব্যাকরণ রচনা করে আর্যভাষার মার্জিত রূপকে ধরে রাখতে চেয়ে যে আদর্শ রচনা করেছিলেন তাই ‘সংস্কৃত’। অশ্বঘোষ থেকে শুরু করে কালিদাস, ভবভূতি, ভারবি, প্রমুখ কবি ও নাট্যকারের রচনায় এই সংস্কৃত ভাষার নিদর্শন রয়েছে।

প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার প্রধান লক্ষণ হল—

(১) হ্রস্ব ও দীর্ঘ ঋ, ৯, এ, ঐ এবং শ, ষ, স সহ ব্যঞ্জনবর্ণগুলির যথাযথ ব্যবহার।

(২) ক্র, কৃ, ক্ষ্ম, র্দ্ধ, ষ্ট্র ইত্যাদি যুক্ত ব্যঞ্জনের ব্যবহার।

(৩) শব্দরূপে বৈচিত্র্য—তিন বচন, সম্বোধন ছাড়া সাতটি কারক, তিন লিঙ্গ।

(৪) ধাতুরূপে বৈচিত্র্য— তিন পুরুষ, পরস্মৈপদ ও আত্মনেপদ, পাঁচ কাল ইত্যাদি।

(৫) উপসর্গের স্বাধীন ব্যবহার।

(৬) অক্ষরমূলক ছন্দ পদ্ধতি প্রভৃতি।

9. সংস্কৃতে অনুবাদ করো ঃ **5**

আমাদের দেশের নাম ভারতবর্ষ। এই দেশের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি অত্যন্ত সমৃদ্ধ ও প্রাচীন সংস্কৃতভাষা এই দেশের সংস্কৃতির জীবনী শক্তি। ঋগবেদ বিশ্বসাহিত্যের প্রাচীনতম গ্রন্থ। আমি ভারতীয় হিসেবে গর্ব অনুভব করি।

অস্মাকং দেশস্য নাম ভারতবর্ষঃ। অস্য দেশস্য ঐতিহ্যং সংস্কৃতিশ্চ অত্যন্তং সমৃদ্ধ। প্রাচীনা চ। সংস্কৃত ভাষা অস্য দেশস্য সংস্কৃতেঃ জীবনীশক্তিঃ। ঋগ্বেদঃ বিশ্বসাহিত্যস্য প্রাচীনতমঃ গ্রন্থঃ। অহং ভারতীয়রূপেণ গর্বম্ অনুভবামি।

অথবা

রামচন্দ্র মর্যাদা পুরুযোত্তমরূপে খ্যাত। তিনি দশরথের পুত্র ছিলেন। তাঁর পত্নী সীতা জনক রাজার কন্যা ছিলেন। দুষ্ট রাবন সীতাকে হরণ করে। রাবন লঙ্কার রাজা ছিল।

রামচন্দ্রঃ মর্যাদাপুরুষোরূপেণ খ্যাতঃ। সঃ দশরথস্য পুত্রঃ আসীৎ। তস্য পত্নী সীতা জনকরাজস্য কন্যা আসীৎ। দুষ্টঃ রাবণঃ সীতাম্ অপহৃতবান্। রাবণঃ লঙ্কায়াঃ রাজা আসীত্।

10. যে কোনো একটি বিষয়ে সংস্কৃতে নিবন্ধ রচনা করো ঃ **5**

(a) মম আদর্শ ঃ পুরুষ ঃ— মম আদর্শঃ পুরুষঃ স্বামী বিবেকানন্দঃ। তস্য দৃঢ়চরিত্রম্ বজ্রদীপ্তা বাণী মাম্ আকর্ষতি। সঃ ১৮৬৩তমে ঈশ্বরীয়াব্দে উত্তর কলিকাতায়াম্ দত্ত বংশে জন্ম অলভত্। সঃ সনাতন হিন্দু ধর্মস্য বাণীং বিশ্বে প্রসার্য অস্মাকং ভারতবর্ষং বিশ্ববন্দিতম্ অকরোৎ। তেন রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা তস্য কর্মবীরত্বং ঘোষয়তি। বয়ম্ ভারতীয়াঃ তস্য আদর্শে দীক্ষিতাঃ ভবামঃ। বেদান্ত-যোগদর্শনয়োঃ শিক্ষা তেন বহুধা বিবৃতা। দুর্বলচিত্তানাং মনঃসু তেজঃ সঞ্চারেণ স আসীৎ প্রাণপুরুষঃ। মনোগতং দৌর্বল্যং বিহায় সদা কর্ম করণায় স উপদিষ্টবান্। অতঃ জগতঃ যুবকানাং স আদর্শস্বরপঃ আদর্শ পুরুষঃ এব। ১৯০২-তমে ঈশ্বরীয়াব্দে অসৌ দ্যুলোকং প্রস্থিতবান্। তস্য বাণী সর্বত্র ভারতবর্ষস্য জনানাং হৃদয়ে ধ্বনিতা ভবতি ভবিষ্যন্তি চ।

(b) রামায়ণম্— রামায়ণং বাল্মীকিমুনিনা বিরচিতম্ একং মহাকাব্যম্। এতৎ ভারতবর্ষস্য আদিকাব্যম্। তত্র কাব্যে সপ্তকান্ডানি সন্তি। যথা বালকান্ডম্, অযোধ্যাকান্ডম্, অরণ্যকান্ডম্, কিষ্কিন্ধ্যাকান্ডম্, সুন্দরকান্ডম্, যুদ্ধকান্ডম, উত্তরকান্ডঞ্চেতি। রামায়ণে ২৪,০০০ শ্লোকানি সন্তি। রামায়ণে রামসীতয়োঃ প্রেম সমুজ্জ্বলং চিত্রিতম্। মহাকবিঃ কালিদাসঃ, ভবভূতিঃ, ভাসঃ প্রমুখাঃ মহন্তঃ পন্ডিতাঃ রামায়ণম্ আশ্রিত্য বহুনি কাব্যানি রচয়ন্তি স্ম। রামায়ণস্য রামচন্দ্রঃ একঃ পতিগতপ্রাণ পতিস্বরূপঃ, পিতৃভক্তঃ প্রজানুরাগী শাসকশ্চেতি। আদর্শ ভ্রাতারূপেণ লক্ষ্মণঃ, ভরতঃ, সতীসাধ্বী, পতিগতপ্রাণা সীতা ভারতত্মায়াঃ মূর্তঃ প্রতীকঃ। রামায়ণী কথা ভারতবাসিনাং চিত্তে চিরং তিষ্ঠতি স্থাস্যতি চ।

(c) অন্তর্জালম্— আঙ্গলভাষয়া যৎ Internet ইত্যুচ্যতে তদেব সংস্কৃতভাষয়া 'অন্তর্জালম্' ইত্যুচ্যতে। বিস্ময়করম্ ইদম্ বস্তু বর্তমানে জগতি একঃ আবশ্যিকঃ বিষয়ঃ। অন্তর্জালব্যবস্থা অস্মাকং জীবন-পরিচালনায়, কর্মপরিচালনায় চ প্রভূতরূপেণ সহায়তাং করেতি। সমগ্রং বিশ্বম্ সপদি এব অস্মান্ নিকষা আয়াতি অনেন ব্যবস্থামাধ্যমেন। শিক্ষাব্যবস্থাতঃ আরভ্য কর্মজীবনেষু অন্তর্জালং বিপ্লবং সাধিতবান্। তথ্যানাং আদানপ্রদানং, তথ্য সংগ্রহঃ অধুনা অন্তর্জালমাধ্যমেন অনায়াস লব্ধাঃ। সর্বকার্যব্যবস্থা অধুনা অন্তর্জালেন ভবতি এব। বহুজনহিতায় বহুজনসুখায় যদ্যপি ইয়ং ব্যবস্থা চলতি, তথাপি যথার্থ প্রয়োগাভাবাৎ ক্বচিৎ ক্বচিৎ অন্তর্জাল দ্বারা বহুবিধা অনর্থা অপি জায়ন্তে ইতি সত্যম্। অস্মিন্ বিষয়ে অত্যাসক্তিঃ সমাজে কুপ্রভাবং জনয়তি। বিশেষতঃ তরুণসমাজস্য অত্যাসক্তিঃ অস্মিন্ বিষয়ে বহুধা অনর্থং জনয়তি।

বিভাগ - খ / Part - B

(Mar ks : 26)

1. সঠিক উত্তর নির্বাচন করে লেখো ঃ **1×15 = 15**

গদ্যাংশ (Prose)

(i) আর্যাবর্তবর্ণনম্-এর মূল গ্রন্থটি কি ধরনের কাব্য?

(a) গদ্য (b) পদ্য

(c) চম্পূ (d) নাটক। (c)

(ii) অলিপর্বা কেন বনে যেত?

(a) গোরু চরাতে (b) শিকার করতে

(c) কাঠ কাটতে (d) এদের কোনোটিই নয়। (c)

(iii) চীনাংশুক শব্দের অর্থ কি?

(a) চীন দেশের মুদ্রা (b) চীন দেশের মানুষ

(c) চীন দেশের অংশ (d) চীন দেশের বস্ত্র (d)

(iv) আর্যাবর্তবর্ণনম্-এ গঙ্গা ছাড়া কোন্ নদীর নাম পাওয়া যায়?

(a) চন্দ্রভাগা (b) কাবেরী

(c) গোদাবরী (d) যমুনা। (a)

পদ্যাংশ (Poetry)

(v) তব কৃপয়া — কার কৃপায়?

(a) শিবের (b) বিষ্ণুর

(c) ইন্দ্রের (d) এদের কারুরই নয়। (c)

(vi) ভগবদ্গীতা কোন্ গ্রন্থের অংশ?

(a) রামায়ণ (b) মহাভারত

(c) গীতা (d) বেদ। (b)

(vii) গঙ্গাস্তোত্রম্—এর রচয়িতা কে?

(a) শঙ্করাচার্য (b) বেদব্যাস

(c) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (d) ত্রিবিক্রমভট্ট। (a)

(viii) ত্রিলোকে কার কোন কর্তব্য নেই?

(a) জীবের (b) অর্জুনের

(c) কৃষ্ণের (d) জনকের। (c)

নাট্যাংশ (Drama)

(ix) স এব মন্মানসং—মন্মানস কে?

(a) বসন্ত (b) মকরন্দ

(c) রাজা (d) প্রমোদ। (a)

(x) বাসন্তিকস্বপ্নম্-এর মূল গ্রন্থ কোন্ ভাষায় রচিত?

(a) সংস্কৃত (b) বাংলা

(c) ইংরেজি (d) তামিল। (c)

(xi) 'মহোৎসব প্রমোদ প্রসাধন পূর্বং ত্বাং পরিণেষ্যে' কার উক্তি?

(a) কনকলেখা (b) ইন্দ্রবর্মা

(c) কৌমুদী (d) মকরন্দ। (b)

(xii) ইন্দ্রবর্মার প্রেমিকার নাম কি?

(a) কৌমুদী (b) কনকলেখা

(c) ইন্দুমতী (d) সৌদামিনি। (b)

সাহিত্যেতিহাস (History of Literature)

(xiii) প্রতিমা নাটক কার রচনা?

(a) কালিদাস (b) ভাস

(c) ব্যাস (d) কৃষ্ণমাচার্য্য। (b)

(xvi) জ্যামিতি বিষয়ক গ্রন্থ কোন্‌টি?

(a) অষ্টাঙ্গহৃদয়ম্ (b) শুল্বসূত্রম্

(c) লীলাবতী (d) এদের কোনোটিই নয়। (b)

(xv) অভিজ্ঞানশকুন্তলম্-এর বিদূষকের নাম কী?

(a) বীরভদ্র (b) বসন্তক

(c) মাধব্য (d) ক্ষপণক। (c)

2. পূর্ণবাক্যে উত্তর দাও ঃ **1×11 = 11**

গদ্যাংশ (Prose)

(যে কোনো তিনটি)

(i) স্বস্বাশ্বানারুহ্য—এর অর্থ কী?

উঃ 'স্বস্বাশ্বানারুহ্য'—এর অর্থ হল নিজ নিজ অশ্বের পিঠে আরোহণ করে।

(ii) আর্যাবর্তের মানুষ কাকে উপহাস করে?

উঃ আর্যাবর্তের মানুষ স্বর্গবাসী দেবতাদের উপহাস করে।

(iii) বিপিনং ব্রজতি—বিপিন শব্দের অর্থ কি?

উঃ আলোচ্য অংশে 'বিপিন' শব্দের অর্থ বন।

(iv) ত্রিবিক্রমভট্টের দুটি বিখ্যাত কৃতির নাম লেখো।

উঃ ত্রিবিক্রমভট্টের দুটি বিখ্যাত কৃতি হল—'নলচম্পূ' ও 'মদালসাচম্পূ'।

পদ্যাংশ (Poetry)

(যে কোনো তিনটি)

(v) নৈষ্কর্ম্য কী?

উঃ যথাবিহিত কর্মের মধ্য দিয়ে মোক্ষনাভকেই নৈষ্কর্ম্য বলা হয়েছে।

(vi) শূন্যস্থান পূরণ করো ঃ

কর্মণৈব হি সংসিদ্ধিম্ আস্থিতা_____।

উঃ কর্মণৈব হি সংসিদ্ধিম্ আস্থিতা জনকাদয়ঃ।

(vii) জঠর শব্দের অর্থ কি?

উঃ জঠর শব্দের অর্থ মাতৃগর্ভ।

(viii) গঙ্গার দুটি প্রতিশব্দ লেখো।

উঃ গঙ্গার দুটি প্রতিশব্দ হল অলকানন্দা ও জাহ্নবী।

নাট্যাংশ (Drama)

(যে কোনো তিনটি)

(ix) কন্যার প্রতি ইন্দুশর্মার কি নির্দেশ ছিল?

উঃ কন্যার প্রতি ইন্দুশর্মার নির্দেশ ছিল তার নিজের মনোনীত পাত্র মকরন্দকে বিবাহ করার।

(x) রমনীয়োঽয়ং তরুণস্তে বরো মকরন্দঃ— কার প্রতি কার উক্তি?

উঃ অবন্তী রাজ্যের বৃদ্ধ নাগরিক ইন্দুশর্মার কন্যা কৌমুদীর প্রতি আলোচ্য উক্তিটি।

(xi) 'বাসন্তিকস্বপ্নম্'-এ মোট কটি অঙ্ক আছে?

উঃ 'বাসন্তিকস্বপ্নম্'-এ মোট পাঁচটি অঙ্ক আছে।

(xii) দর্শ শব্দের অর্থ কী?

উঃ দর্শ শব্দের অর্থ অমাবস্যা।

সাহিত্যের ইতিহাস (History of Literature)

(যে কোনো দুটি)

(xiii) ভাসের নাটকের সংখ্যা কত?

উঃ ভাসের নাটকের সংখ্যা তেরোটি।

(xiv) মেঘদূতে যক্ষ কোন্ পর্বতে বাস করত?

উঃ মেঘদূতে যক্ষ রামগিরি পর্বতে বাস করত।

(xv) চরক কোন্ বিষয়ের পন্ডিত ছিলেন?

উঃ চরক চিকিৎসা শাস্ত্র বিষয়ের পন্ডিত ছিলেন।

SANSKRIT
2017
(New Syllaus)
Part -A (Marks : 54)

1. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও ঃ **5×4 = 20**

গদ্যাংশ (যে কোনো একটি)

(a) বনগতা গুহা গদ্যাংশের নামকরণের সার্থকতা বিচার করো।

উঃ শ্রীগোবিন্দকৃষ্ণ মোদক রচিত 'চোরচত্বারিংশী কথা' গল্পের প্রথম অংশ থেকে আহৃত 'বনগতা গুহা' শীর্ষক পাঠ্যাংশটি। 'চোরচত্বারিংশী কথা' 'সহস্র এক আরব্য রজনী' গ্রন্থের একটি গল্পের সংস্কৃত অনুবাদ। এই অনুবাদ গ্রন্থটিতে ১২টি ভাগ আছে। লেখক নিজেই এই প্রথম ভাগের নাম দিয়েছেন 'বনগতা গুহা' অর্থাৎ বনের গুহা।এখন নামকরণটি কতখানি সার্থক তা বিচার করে দেখা যাক।

পাঠ্যাংশটি পড়ে আমরা দেখতে পাই এক গরিব কাঠুরিয়া অলিপর্বা একদিন বনে কাঠ কাটতে গিয়ে দূরে একদল চোরকে দেখতে পায়। তারা পাহাড়ের এক রহস্যময় গুপ্ত গুহায় তাদের লুঠ করা সোনা-দানা রেখে যেত। তারা একটা মন্ত্র পড়ে গুহার দরজাটা খুলত এবং বন্ধ করত। অলিপর্বা গোপনে লুকিয়ে থেকে এই ঘটনাটি দেখতে পেয়েছিল এবং সেই মন্ত্রটাও শুনেছিল। পরে চোরেরা চলে যেতে সে ঐ মন্ত্র দিয়েই গুহায় ঢুকে সব কিছু দেখল এবং নিজের জন্য সেখান থেকে-সোনা দানা নিয়ে গেল। বনের এই গুহাকে কেন্দ্র করেই সকলের কার্যকলাপ বর্ণনা করা হয়েছে বলে লেখক নিজেই এই ভাগের নাম করেছেন 'বনগতা গুহা' নামকরণটি বিষয় ভিত্তিক দেওয়া হয়েছে। বিষয়ের সঙ্গে গভীর নৈকট্য ও সংগতি রয়েছে। সুতরাং এই নামকরণটি সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্ত এবং সার্থক।

(b) বনগতা গুহা গদ্যাংশে অলিপর্বা কর্তৃক দৃষ্ট দস্যুদের কার্যকলাপ বর্ণনা করো।

উঃ শ্রীগোবিন্দকৃষ্ণ মোদক কর্তৃক বিরচিত 'বনগতা গুহা' শীর্ষক পাঠ্যাংশে কাঠ সংগ্রহের জন্য অলিপর্বা বনে গিয়ে যখন একদল দস্যুর সম্মুখীন হল তখন নিরাপত্তার তাগিদে বিশাল এক বৃক্ষে সে আরোহন করেছিল। যার শাখা প্রশাখা ছিল বিশাল আকৃতির এবং ঘন পাতা ভর্তি। ফলতঃ সে কারও দ্বারা দৃষ্টিগোচর হয়নি। তাই অলিপর্বা সেখানে লুকিয়ে থেকে দস্যুদের সমস্ত কার্যকলাপ লক্ষ্য করে।

গাছে উঠে সে দেখল, নিকটবর্তী এক পাহাড়ের কাছে দস্যুরা নিজ নিজ অশ্ব থেকে অবতরণ করল। তারা ছিল সংখ্যায় চল্লিশ জন। তাদের মধ্যে বিশিষ্ট আকৃতির বিশিষ্ট এক দলনেতা ছিল। তারপর তারা নিজ নিজ ঘোড়ার উপর থেকে সোনা-মাণিক্য ভর্তি থলে প্রদান করল।

সে পর্বতের সম্মুখভাগে গিয়ে দস্যুদের স্কন্দরাজের উদ্দেশ্যে একটা পদ্য পাঠ করল। পদ্য পাঠের সঙ্গে সঙ্গেই গুহার একটা দরজা খুলে গেল। সেই দরজার অন্তর্বর্তী পথ দিয়ে তারা সবাই গুহার ভিতরে প্রবেশ করল। দরজা আবার বন্ধ হয়ে গেল।

কিছুক্ষন গুহায় থাকার পর তারা পুনরায় দল নেতাকে অনুসরণ করে বাইরে এল। দলনেতা স্বয়ং গুহাদ্বারে দন্ডায়মান থেকে সকলকে বাইরে আসতে দেখল এবং আবার দস্যুদের স্কন্দরাজের উদ্দেশ্যে একটা পদ্য পাঠ করল। পদ্য পাঠের সাথে সাথেই গুহার দরজা বন্ধ হয়ে গেল। অনন্তর সকল চোরেরা নিজ নিজ ঘোড়ায় চেপে চলে গেল।

পদ্যাংশ (যে কোনো একটি)

(c) যদ্ যদ্ আচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদ্ এবেতরো জনঃ—তাৎপর্য লেখো।

উঃ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার তৃতীয় অধ্যায়ে ভাগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের কাছে কর্মযোগের তত্ত্ব ব্যাখ্যা করেছেন। আলোচ্য শ্লোকাংশে তিনি শ্রেষ্ঠ জনের কর্মের প্রয়োজনীয়তা বোঝাতে চেয়েছেন। উদ্ধৃত শ্লোকাংশটির অর্থ হল—শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যা যা আচরণ করেন সাধারণ মানুষ তাই অনুসরণ করে। নিষ্কাম কর্মের অনুষ্ঠান করেই পরম পুরুষকে লাভ করা যায়। জনহিতকর কর্মের মধ্য দিয়ে ক্ষুদ্র অহংভাব ও স্বার্থপরতা থেকে মুক্ত হয়ে অনেক ঊর্ধ্বে ওঠা যায়। এইভাবে যে মানুষটি উচ্চে উঠেছে গীতার মতে তিনিই শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। এই শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি কর্ম করুন বা না করুন তাতে তাঁর নিজের কিছু এসে যায় না। কিন্তু তাঁর কর্মের অন্য প্রয়োজন আছে। আলোচ্য শ্লোকাংশে গীতা সেই কথাই স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। লোকে শ্রেষ্ঠ মানুষটিকে যেরকম আচরণ করতে দেখে সেইরকম অনুসরণ করে। অতএব তাঁর পক্ষে এমন দৃষ্টান্ত দেখানো উচিত নয় যার অনুসরণ করে লোকসমাজের অনিষ্ট হতে পারে। সাধারণ লোক কর্ম না করলে সমাজ ভেঙে পড়বে, অতএব শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির নিজের কোনো প্রয়োজন না থাকলেও লোক সমাজকে সৎ পথে প্রবৃত্ত রাখবার জন্য কর্ম করবেন। তাঁর দৃষ্টান্ত, তাঁর উপদেশ অনুসরণ করেই অন্য সাধারণ মানুষ শ্রেয়ের দিকে এগিয়ে যাবে। শুধু তাই নয়, শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিটি যে লৌকিক না বৈদিক বিধানকে প্রামাণিক বলে স্বীকার করেন সাধারণ লোক তাকেই শ্রেয় বলে তদনুসারে কর্ম করবে।

(d) গঙ্গাস্তোত্রম্-এ গঙ্গাকে যেভাবে বর্ণনা করা হয়েছে তা নিজের ভাষায় লেখো।

উঃ 2015 সালের 1 (d) -এর প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

নাট্যাংশ (যে কোন একটি)

(e) বাসন্তিকস্বপ্নম্-এর বিষয়বস্তু সংক্ষেপে লেখো।

উঃ দক্ষিণ ভারতীয় কবি কৃষ্ণমাচার্য কর্তৃক অনূদিত নাটক 'বাসন্তিকস্বপ্নম্' নাট্যাংশটির বিষয়বস্তু হল নিম্নরূপ—

অবন্তীরাজ ইন্দ্রবর্মা তার বাগ্‌দত্তা কনকলেখার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার সংকল্প করেন। বিয়ের শুভদিন আসতে মাত্র চার দিন বাকি। আগামী অমাবস্যার দিনে তাঁদের

বিয়ে হবে। কনকলেখা জানান যে, স্বপ্ন দেখে চারটে দিন তাঁরা খুব তাড়াতাড়ি কাটিয়ে ফেলবেন। রাজা তখন আশ্বস্ত হয়ে পরিচারক প্রমোদকে নগরের সমস্ত যুব সম্প্রদায়কে ঐ দিন মহোৎসব পালনের জন্য প্রস্তুত করতে বললেন। এই সময়, ইন্দুশর্মা নামে এক বৃদ্ধ নগরবাসী রাজার কাছে অভিযোগ জানাতে আসেন, তাঁর মেয়ে কৌমুদী তাঁর নির্দেশ মানছে না। তিনি চান তাঁর মেয়ে মকরন্দ নামে এক যুবককে বিয়ে করুক, অন্যথায় দেশের আইন অনুসারে কৌমুদীর যা শাস্তি হবে তা কৌমুদীকে দেওয়া হোক।

রাজাও দেশের আইন অনুসারে ইন্দুশর্মাকে সমর্থন করেন। কৌমুদীকে বলেন, দেশের নিয়মের বিরুদ্ধাচরন করা ঠিক নয়। আর, যুবক মকরন্দ সুদর্শন এবং তার যোগ্যতর বর হতে পারে। রাজা তার অপরাধের শাস্তি কী তাও শোনান। যদি সে বসন্তকে বিয়ে করে তাহলে তাকে মৃত্যুবরণ করতে হবে, না হলে আজীবন অবিবাহিত অবস্থায় কাটাতে হবে। কিন্তু কৌমুদী জানায় যে, সে বসন্তকে ছেড়ে অন্য কারো কথা ভাবতে পারে না। ওর জন্য সে প্রাণও বিসর্জন দেবে। অথবা, যতদিন পর্যন্ত আয়ু থাকবে বিয়ে না করেই থাকবে। এই সিদ্ধান্ত সে রাজাকে জানিয়ে দেয়।

ইতিমধ্যে নেপথ্যে মৃদঙ্গধ্বনি বেজে ওঠে। কনকলেখা রাজাকে সংগীতশালায় অপেক্ষারত অতিথিদের কথা মনে করিয়ে দেন। রাজা তা মনে করে সেখানে যাওয়ার পূর্বেই অমাবস্যা পর্যন্ত কৌমুগীকে নিজের সিদ্ধান্ত বিষয়ে চিন্তা করতে বলেন ও জানিয়ে দেন যে, যদি কৌমুদী সিদ্ধান্ত পরিবর্তিত না করেন, তাহলে তার মৃত্যুদন্ড নিশ্চিত। এইখানেই নাট্যাংশটি সমাপ্ত হয়।

(f) বিজয়তাম্ অস্মাকম্ অবনিপঃ—উক্তিটি কার? অবনিপঃ কে? বক্তা তার কাছে কেন এসেছিলেন?

উঃ দক্ষিণ ভারতীয় কবি কৃষ্ণমাচার্য কর্তৃক অনূদিত নাটক 'বাসন্তিকস্বপ্নম্'-এ আলোচ্য উক্তিটি অবন্তীবাসিন্দা একজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের। তাঁর নাম ইন্দুশর্মা।

আলোচ্য অংশে 'অবনিপঃ' বলতে অবন্তীরাজ ইন্দ্রবর্মাকে বোঝানো হয়েছে।

রাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার রাজার কর্তব্যই ছিল দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনের দ্বারা প্রজাগণকে সুখে রাখা। তাই, রাজ্যের কোনো নিয়ম লঙ্ঘিত হলে বা প্রজারা কোন সমস্যায় পড়লে তার থেকে মুক্ত হতে তারা রাজার শরনাপন্ন হত। রাজদণ্ড ধারণকারী রাজাও তার সুবিচার করে সমস্যার সমাধান করতেন। এমনই এক সমস্যার সমাধানের জন্য ইন্দুশর্মা রাজার শরণাপন্ন হন। তাঁর একমাত্র কন্যা কৌমুদী। তিনি তার বিবাহ দিতে চান অবন্তীরই এক সুদর্শন পাত্র মকরন্দের সঙ্গে। কিন্তু, কৌমুদী তাতে রাজি নয়। সে বসন্ত নামক আরেকজন সুদর্শন পাত্রকে ভালবাসে ও ইন্দুশর্মার মোটেই প্রিয় নয়। মেয়েও জেদ ছাড়ার পাত্রী নয়। এদিকে আবার অবন্তীর নিয়মই হল মেয়েরা পিতার অভিমত পাত্রকেই বিবাহ করবে। আর, তা যদি না করে, তার জন্য নির্দিষ্ট শাস্তিও আছে। তাকে আজীবন কুমারী ব্রত

ধারণ করতে হয় অথবা মৃত্যুকে বরণ করতে হয়। কৌমুদীও পিতার আজ্ঞা অমান্য করে উক্ত দোষ করেছে। তাই, ইন্দুশর্মা উক্ত সমস্যার সুবিচারের আশায় অর্থাৎ কন্যার শাস্তি কামনায় রাজার কাছে উপস্থিত হয়েছেন।

সাহিত্যের ইতিহাস (যে কোনো একটি)

(g) প্রাচীন ভারতের আয়ুর্বেদ চর্চা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত টীকা লেখো।

উঃ প্রাচীনকাল থেকেই ভারতবর্ষে আয়ুর্বেদ চর্চা প্রচলিত হয়েছে। আয়ুর্বেদশাস্ত্র পাঠ করলে আয়ু সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য জানা যায়। যেমন জীবন স্বল্পায়ু না দীর্ঘায়ু হবে, রোগ মুক্ত জীবন, স্বাস্থ্য কীভাবে বজায় রাখা যায় ইত্যাদি। কথিত আছে, যে প্রজাপতি ব্রহ্মা প্রজা সৃষ্টি করার পূর্বে এক লক্ষ শ্লোক ও এক হাজার অধ্যায়ে 'ব্রহ্মাসংহিতা' নামে একটি আয়ুর্বেদ শাস্ত্র রচনা করেছিলেন। পরবর্তীকালে ব্রহ্মা তাঁর সৃষ্ট জীবকুলকে স্বল্পায়ু ও স্বল্পধী দেখে সেই ব্রহ্মাসংহিতাকে অষ্টাঙ্গে বিভক্ত করে অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ সৃষ্টি করেন। এই শাস্ত্র সম্পর্কে ব্রহ্মার কাছ থেকে বিষ্ণু, শংকর, সূর্য, দক্ষপ্রজাপতি শিক্ষালাভ করেছিলেন। আবার দক্ষপ্রজাপতির কাছ থেকে অশ্বিনীকুমারদ্বয় এবং তাঁর কাছ থেকে ইন্দ্র শিক্ষা নিয়েছিলেন। এরপর ভরদ্বাজ, তাঁর কাছ থেকে আত্রেয়, আবার আত্রেয় থেকে অগ্নিবেশ, পরাশর, ক্ষারপাণি প্রভৃতি ঋষিগণ শিক্ষা নিয়েছিলেন।

অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদের আটটি অঙ্গ বা তন্ত্র রয়েছে। তা হল– (১) শল্য, (২) শলাকা, (৩) কায়চিকিৎসা, (৪) ভূতবিদ্যা, (৫) কৌমার ভৃত্য, (৬) অগদ, (৭) রসায়ন এবং (৮) বাজীকরণ।

আয়ুর্বেদশাস্ত্রের কলেবর বিস্তৃত। তাই তন্ত্রকে অবলম্বন করে আটটি সম্প্রদায় গড়ে উঠেছে। –(১) আত্রেয়, (২) ধন্বন্তরি (৩) শালাক্য, (৪) ভূতবিদ্যা, (৫) কৌমার ভৃত্য, (৬) অগদতান্ত্রিক, (৭) রসায়ন তান্ত্রিক ও (৮) বাজীকরণ তান্ত্রিক সম্প্রদায়। আয়ুর্বেদের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হল– চরকসংহিতা। এটির প্রকৃত রচয়িতা অগ্নিবেশ এটি বহুলাংশে নষ্ট হয়ে গেলে ভগবান শেষনাগ চরকরূপে আবির্ভূত হয়ে অগ্নিবেশ তন্ত্রটিকে সংস্কার করেন। চরকের নামানুসারে গ্রন্থটির নাম হয় চরকসংহিতা। তবে এই গ্রন্থটিও পরবর্তীকালে দৃঢ়বল কর্তৃক সংস্কার করা হয়। তাই চরকসংহিতার রচয়িতা একাধিক। এছাড়াও রয়েছে সুশ্রুতসংহিতা, ভেলসংহিতা, অষ্টাঙ্গসংগ্রহ, অষ্টাঙ্গহৃদয়, রসরত্নসমুচ্চয়, চিকিৎসাসার সংগ্রহ, জীবকতন্ত্র প্রভৃতি।

(h) জয়দেব ও গীতগোবিন্দ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত টীকা লেখো।

উঃ 'গীতগোবিন্দের' রচয়িতা কবি জয়দেব খ্রিষ্টীয় দ্বাদশ শতকের শেষার্ধে বাংলার বীরভূম জেলার কেন্দুবিল্ব গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। জয়দেব ছিলেন বৈষ্ণব সাধক। রাজা লক্ষ্মনসেনের রাজসভায় জয়দেব ছিলেন সভাকবি। তাঁর পিতার নাম ছিল ভোজদেব এবং মাতা বামাদেবী। তাঁর পত্নীর নাম ছিল পদ্মাবতী।

সংস্কৃত সাহিত্যে ভক্তিমূলক একটি গীতিকাব্য হলো জয়দেবের 'গীতগোবিন্দম্'। রাধাকৃষ্ণের লীলা বর্ণনাতেই কবি জয়দেব প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন। গীতগোবিন্দের মতো কান্তমধুরকোমল পদাবলি সমগ্র সংস্কৃতসাহিত্যে নয়, সমগ্র বিশ্বসাহিত্যে এর তুলনা মেলা ভার। ভাবের বিচিত্রতায়, পদলালিত্যে, অলঙ্কার মাধুর্যে এই গীতিকাব্যটি এক অভূতপূর্ব আনন্দের সঞ্চার করে।

দ্বাদশ সর্গে সমাপ্ত 'গীতগোবিন্দের' বিষয়বস্তু রাধাকৃষ্ণের বসন্তকালীন প্রণয়লীলা। রাধাকৃষ্ণের প্রেমের চিরন্তন রূপলীলাই এই কাব্যের উপজীব্য। 'ভাগবত'—এর দ্বাদশ স্কন্ধের অনুসরণে ১২টি সর্গবিশিষ্ট চতুর্বিংশ অষ্টাপদীতে কবি জয়দেব আলোচ্য গীতিকাব্যটি রচনা করেন। এই কাব্যে ৮০টি শ্লোকও ২৪টি গীতের সমাবেশ পরিলক্ষিত হয়।

প্রথম সর্গে রাধার কৃষ্ণবিরহের স্মৃতিছবি বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে বসন্তের রাসলীলার চিত্রও অঙ্কিত হয়েছে।

দ্বিতীয় সর্গে বর্ণিত হয়েছে রাধাকৃষ্ণের পারস্পরিক বিরহ ও মিলনের প্রতিচ্ছবি।

তৃতীয় সর্গে বর্ণিত হয়েছে 'কৃষ্ণ রাধার জন্য চিন্তান্বিত'-এর প্রতিচ্ছবি।

চতুর্থ সর্গে রাধার সখীর মাধ্যমে কৃষ্ণের কাছে রাধার মানসিক অবস্থার কথা নিবেদিত হয়েছে

পঞ্চম সর্গে বর্ণিত হয়েছে– অভিসারিকা রাধার জন্য কৃষ্ণের প্রতীক্ষা।

ষষ্ঠ সর্গে চিত্রিত হয়েছে– কৃষ্ণের কাছে রাধার সংকেত পাঠানো।

সপ্তম সর্গে পরিলক্ষিত হয় কৃষ্ণের অদর্শনে রাধার বিরহ চিত্র।

অষ্টম সর্গে বর্ণিত হয়েছে রাধার অভিমান।

নবম সর্গে চিত্রিত কৃষ্ণের রাধার মান ভাঙানোর চিত্র।

দশম বা একাদশ সর্গে চিত্রিত হয়েছে উভয়ের মিলন সম্ভাবনার আনন্দঘন চিত্রের সমাবেশ।

দ্বাদশ সর্গে রাধাকৃষ্ণের মিলন বিলাস বর্ণিত হয়েছে।

এই ললিত মধুর কাব্যটির বৈশিষ্ট্য ও শ্রেণি নির্ণয় বিষয়ে পণ্ডিতগণ নানা অভিমত ব্যক্ত করেছেন। কোনো কোনো পণ্ডিত গীতগোবিন্দের মধ্যে বৈষ্ণবীয় দর্শনতত্ত্বের সন্ধান পেয়েছেন। বৈষ্ণব সাধাকগণ গীতগোবিন্দকে দার্শনিক মহাকাব্য বলে মনে করেন। গীতগোবিন্দের প্রতিটি সর্গে কয়েকটি বিভাগ রয়েছে। বিভিন্ন রাগের মাত্রাবৃত্তে রচিত পদাবলি বা গান আছে। গীতগোবিন্দের আঙ্গিক অনেকটা কাব্যেরই মতো, বিশেষত গীতিকাব্য বা Lyric ধর্মী। জনপ্রিয় কৃষ্ণলীলা অবলম্বনে শৃঙ্গাররস সমন্বিত 'গীতগোবিন্দ' কবি রচনা করেন। রাধাকৃষ্ণের অপ্রকৃত প্রেমলীলার রূপাচ্ছবি কবি আত্মগত অনুভবের দ্বারা সুন্দর সুষমায় বর্ণনা করেছেন—এটিকে 'গীতিকাব্য' বলাই সঙ্গত। বিশ্বসাহিত্যে ভাষার সৌষ্ঠবে, লালিত্যে, মাধুর্যে গীতগোবিন্দের মতো গীতিকাব্য বিরল।

2. ভাবসম্প্রসারণ করো (যে-কোনো একটি)ঃ **4×1=4**

(a) ন কর্মনাম্ অনারম্ভান্ নৈষ্কর্ম্যং পুরুষোইশ্নুতে।

এই সংসারে অন্তহীন দুঃখকষ্ট ভোগ করতে হয় মানুষকে। কিন্তু এর থেকে মুক্তির উপায় কী? এ নিয়ে দার্শনিকগণ পথ নির্দেশ করেছেন। সাংখ্য দার্শনিকগণ বলেন, কর্মই মানুষকে বন্ধ করে। তাই কর্ম ত্যাগ করে কেবল জ্ঞানচর্চা করলে তবেই দুঃখ থেকে মুক্তি লাভ করা যায়। কিন্তু কর্মযোগীগণ একথা মানতে পারেন না। তাঁরা বলেন, কর্ম ত্যাগ করলে কখনোই নৈষ্কর্ম্য অর্থাৎ 'কর্মবন্ধন থেকে মুক্তি' লাভ করা যায় না। কর্ম দু প্রকার— বাহ্যিক কর্ম এবং মানসিক কর্ম। নৈষ্কর্ম্য বলতে কেবল বাহ্যিক কর্ম থেকে যে বন্ধন হয় তার থেকে মুক্তি বোঝায় না, মানসিক কর্ম থেকে যে বন্ধন হয়, তার থেকেও মুক্তি বোঝায়। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার হল, বাহ্যিক কর্ম ত্যাগ করলেও মানসিক কর্মকে রুদ্ধ করা যায় না। বাহ্যিক কর্ম থেকে বিরত হয়েও মানুষ মনে মনে বাহ্যবস্তু কামনা করে, তাতে আসক্ত হয়। তাই আসক্তিবর্জিত হয়ে কর্ম করাই কর্মবন্ধন থেকে মুক্তির উপায়। চিত্ত শুদ্ধ হলে কর্ম করলেও মানুষ সেই কর্মের দ্বারা বদ্ধ হয় না। তাই অনাসক্ত হয়ে কর্ম করো এটাই দুঃখমুক্তির শ্রেষ্ঠ উপায়।

(b) কর্মেন্দ্রিয়ানি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্।

ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে।।

উঃ মানুষ শাস্ত্রের নিয়মে কাজ করে। শাস্ত্রের নিয়মানুসারে কায়িক আচরণকে সংযত করে বাহ্য ইন্দ্রিয়কে সংযত করাকেই ঈশ্বর প্রাপ্তির পথ বলে মনে করে। কিন্তু কেবল বাহ্য-আচরণে নানারকম বিধিনিষেধ আরোপ করলেই প্রকৃত সাধনা হয় না। যিনি বাইরে দেখান যে, তিনি কর্মেন্দ্রিয় সংযত করেছেন অথচ মনে মনে উপভোগ্য বস্তুর চিন্তা করতে থাকেন তিনি আর যাই হোন, তাঁর বাহ্যিক আচার আচরণের কোনো ফল হয় না, তিনি ব্যর্থ। আসল মন্ত্র হল আত্মসংযম। বাসনা ও অহংকার ত্যাগই হল প্রকৃত ত্যাগ ও সংযম। যাঁর ভিতরের ত্যাগ আছে, সেখানে বাহ্যিক ত্যাগ বা ইন্দ্রিয় নিগ্রহের কোনই দরকার নেই। সুতরাং ব্যর্থ প্রচেষ্টা ত্যাগ করে আত্মসংযম অবলম্বন করে কাজ করতে হবে।

3. নিম্নরেখাঙ্কিত পদগুলির কারণসহ কারক বিভক্তি নির্ণয় করো (যে কোনো তিনটি)ঃ **1×3=3**

(a) বালকঃ সর্পাত্ বিভেতি

উঃ ভয়ার্থক ধাতুর যোগে পঞ্চমী বিভক্তি।

(b) ভিক্ষুকঃ পাদেন খঞ্জঃ।

উঃ অঙ্গবিকারে তৃতীয়া বিভক্তি।

(c) মুক্তয়ে হরিং ভজতি।

উঃ কর্মকারকে দ্বিতীয়া বিভক্তি।

(d) বালিকয়া পুষ্পং দৃশ্যতে।

উঃ কর্মবাচ্যে কর্মে প্রথমা বিভক্তি।

4. ব্যাসবাক্যসহ সমাসের নাম লেখো (যে কোনো-দুটি)ঃ **2×2=4**

(a) সিংহভয়ম্– সিংহাৎ ভয়ম্–পঞ্চমী তৎ পুরুষ।

(b) ত্রিভুবনম্– এয়ানাং ভুবনানাং সমাহারঃ–সমাহার দ্বিগু।

(c) উপকৃষ্ণম্– কৃষ্ণস্য সমীপম্ (–অব্যয়ীভাবঃ)

5. নিম্নলিখিত শব্দযুগলের অর্থপার্থক্য নির্দেশ করো (যে কোনো দুটি)ঃ **1×2=2**

(a) শূদ্রা–শূদ্রী।

শূদ্রা– (শূদ্র রমনী)–শূদ্রা প্রভুগৃহে কর্মং করোতি।

শূদ্রী– (শূদ্রের স্ত্রী)–শূদ্রী শূদ্রং সেবতে।

(b) যবনী– যবনানী।

যবনী–(যবনের স্ত্রী)–যবনী যবনেন সহ গচ্ছতি।

যবনানী– (যবনদের লিপি)–যবনানী ময়া পঠিতা।

(c) আচার্যা–আচার্যানী।

আচার্যা–(অধ্যাপিকা)– আচার্যা ছাত্রান্ ব্যাকরণং পাঠয়তি।

আচার্যানী–(আচার্যের স্ত্রী)–আচার্যানী গৃহকার্যং করোতি।

6. এককথায় প্রকাশ করো (যে কোনো তিনটি)ঃ **1×3=3**

(a) জনানাং সমূহঃ– জনতা।

(b) ইন্দ্রঃ দেবতা অস্য– ঐন্দ্রম্।

(c) নদী মাতা যস্য সঃ– নদী মাতৃকঃ।

(d) কর্তুম্ ইচ্ছতি– চিকীর্ষতি।

7. পরিনিষ্ঠিত রূপটি লেখো (যে-কোনো তিনটি) **1×3=3**

(a) বহ্+তুমুন্ = বোঢুম্।

(b) কুন্তী+ঢক্ (মূল প্রাতিপদিকম্) = কৌন্তেয়ঃ।

(c) ভূ+ক্ত্বা = ভূত্বা

(d) কৃ+শর্তৃ (মূল প্রাতিপদিকম্) = কুর্ব্বৎ।

8. যে কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাওঃ **5×1=5**

(a) কেন্তুম্ ও সতম্ সম্পর্কে লেখো।

উঃ ভাষাতত্ত্বগতভাবে এবং ভৌগোলিকগতভাবেও ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাকে দুভাগে ভাগ করা হয়। ভাষতত্ত্বগতভাবে একে সতম্ এবং কেন্তুম্—এ দুই ভাগে ভাগ করা হয়। ভৌগোলিকগতভাবেও একে পূর্বীয় ও পশ্চিমীয়—এই দুই ভাগেও ভাগ করা যায়। যদিও ভৌগোলিকগত ভাগটিকে অনেকে আপত্তি করেন। ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠী থেকে ১০টি সন্তান—স্থানীয় ভাষার উদ্ভব হয়েছে—হিট্টাইট, গ্রিক, ইতালিক, কেলতিক, জার্মানিক, তোখারীয়, ইন্দো—ইরানীয়, আর্মেনীয়, আলবানীয় এবং বাল্তো—স্লাভিক।

১৮৭০ খ্রিষ্টাব্দে ভাষাতত্ত্ববিদ্ Ascoli সর্বপ্রথম ইন্দো—ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর ভাষাগুলিকে কেন্তুম্ ও সতম্ শাখায় বিভক্ত করেন। হিট্টাইটকে বাদ দিয়ে বাকি ভাষাগুলি দুটি শাখায় বিভক্ত হয়ে বিকাশিত হয়েছে। এর কারণ হল, কেন্তুম-সতম্ ভাগ হওয়ার আগেই হিট্টাইট ভাষার উদ্ভব হয়ে যায়। পুরঃকণ্ঠ্য স্পৃষ্ট ধ্বনিগুলি গ্রিক, লাতিন জার্মানিক, কেলটিক ও তোখারীয় শাখায় পাশ্চাৎকণ্ঠ্য ধ্বনিগুলির সঙ্গে একীভূত হয়ে গিয়েছে। কিন্তু আর্য, বাল্টো-স্লাভিক, আলবানীয় ও আর্মেনীয় শাখার মূল ভাষার ক ধ্বনি শ-কারে অথবা স-কারে পরিণত হয়েছে। মূলভাষার পুরঃকণ্ঠ্য ধ্বনির এবূপ পরিবর্তন ধরে ইন্দো-ইণ্ড উরোপীয় বংশের ভাষাগুলিকে দুটি গুচ্ছে ভাগ করা হয়েছে। যে ভাষাগুলিতে এটি কণ্ঠ্যধ্বনি থেকে গিয়েছে সেগুলিকে বলা হয় 'কেন্তুম্' গুচ্ছ।

যে ভাষাগুলিতে ক ধ্বনি শ-কারে অথবা স-কারে পরিণত হয়েছে। সেগুলিকে বলা হয় সতম্ গুচ্ছ। মূল ভাষার 'শত' বাচক শব্দে লাতিন এবং আবেস্তীয় প্রতিরূপ দুটি নিয়ে এই নামকরণ করা হয়েছে। যেমনঃ

মূল ইন্দো-ইউরোপীয় * kṃtom>

ল্যা. কেন্তুম্ > গ্রী. হেক্তোন্
> প্রা. আইরিশ. কেট্
> গথিক. খুন্দ
> তুখারীয়. কন্দ
> ইং. হনড্রেড
> জা. tausend
> ফরাসী. কেন্ত্।

কিন্তু একই * kṃtom শব্দ হতে >

সং.শতম্ > আবেস্তা. সতম্
> লিথুয়ানীয়. জিম্তাস্
> শ্লাবিক. সুতো।

কেন্তুম্ এবং শতম্ ভাষাগুচ্ছ সম্পর্কে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল এই যে শতম্ গুচ্ছে পশ্চাৎকণ্ঠ্য ও কণ্ঠৌষ্ঠ্য বর্ণ-সমূহেয় বিবর্তনে কোন প্রভেদ নেই। কারণ, শতম্ গুচ্ছে কণ্ঠৌষ্ঠ্য বর্ণগুলি তাদের ওষ্ঠ্য উপাদান হারিয়ে কেবলমাত্র কণ্ঠ্যবর্ণে পরিণত হয়েছে।

(b) ভারতীয় ভাষাগোষ্ঠীর দশটি শাখার নাম ও পরিচয় দাও।

উঃ পৃথিবীর প্রায় চার হাজার ভাষাকে তাদের উৎসগত সাদৃশ্যের ভিত্তিতে বিশেষত তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের পদ্ধতির সাহায্যে যে কটি ভাষাবংশে ভাগ করা হয়েছে তার মধ্যে ইন্দো-ইউরোপীয় বা আর্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এই ভাষাগোষ্ঠীতে ১০টি ভাষাগোষ্ঠীর উপস্থিতি জানা যায়। সেই ১০টি ভাষা হল–

(১) ইন্দো-ইরানীয় ঃ– ইন্দো-ইরানীয় শাখাটি 'সতম্' গুচ্ছের অন্তর্গত এবং এটির গুরুত্ব সর্বাধিক। খ্রিষ্টপূর্ব চতুর্দশ শতকে এই গোষ্ঠীর ভাষার অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। এই গোষ্ঠীর মানুষেরা পারস্যের ভূখণ্ডে পামির মালভূমির আশেপাশে ছড়িয়ে ছিল। তারা ক্রমশ হিন্দুকুশ পর্বত অতিক্রম করে ভারতের মাটিতে প্রবেশ করে। যে শাখাটি পারস্যের ভূখণ্ডে পামির মালভূমির আশেপাশে ছড়িয়ে পড়েছিল তাদের বলা হয় ইন্দো-ইরানীয়। আর যে শাখাটি ভারতবর্ষে প্রবেশ করেছিল তার হল ইন্দো-আরিয়ান বা ভারতীয় আর্য। ইরানীয় ভাষার নিদর্শন হল 'আবেস্তা'। প্রসিদ্ধ গ্রন্থ জেন্দ আবেস্তা এই ভাষায় রচিত। আর ভারতীয় আর্য বা আরিয়ান শাখার নিদর্শন হল 'বেদ'।

(২) বাল্টো-স্লাবিক ঃ– এই শাখার ভাষাগুলি দুটি উপশাখার মধ্যে পড়ে। (ক) বাল্টিক, (খ) স্লাবিক। বাল্টিক উপশাখার তিনটি ভাগ (১) লিথুয়ানীয়, (২) লাট্ভীয়, ও (৩) প্রাচীন প্রুশীয়। স্লাবিক্ শাখারও তিনটি ভাগ - (১) পূর্বদেশীয়, (২) দক্ষিণ দেশীয়, (৩) পশ্চিমদেশীয়। বাল্টো-স্লাবিক ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন হল বাইবেল-এর নিউ টেস্টামেন্ট-এর অনুবাদ।

(৩) আলবানীয় ঃ– আদ্রিয়াটিক সাগরের পূর্ব উপকূলে আলবানিয়ার কিছু অধিবাসী আলবানীয় ভাষা ব্যবহার করত। ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর মধ্যে এই ভাষা সর্বাধিক বিকৃতিপ্রাপ্ত। এই ভাষায় কিছু প্রত্নলেখ আবিষ্কৃত হয়।

(৪) আর্মেনীয় ঃ– এশিয়া মাইনরের আর্মেনিয়া অঞ্চলে এই শাখার ভাষা প্রচলিত ছিল। সেটি খ্রিঃ পূঃ সপ্তম-অষ্টম শতক। ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর অন্যান্য ভাষার থেকে এই ভাষায় মূল ভাষার ধ্বনিসমূহের পরিবর্তন অনেক বেশি ঘটেছে। বৈশিষ্ট্য হল, শব্দের আদিতে কণ্ঠনালির 'হ' ধ্বনির সংরক্ষণ।

(৫) গ্রিক ঃ– এটি কেন্তুম্ গুচ্ছের অন্তর্গত। গ্রিসে, সাইপ্রাস দ্বীপে প্রচলিত। গ্রিক ভাষার দুটি প্রধান উপভাষা হল (১) Doric , (২) Attic Ionic. হোমারের মহাকাব্য ইলিয়ড ও ওডিসি ইওনিক উপভাষায় রচিত। 'কোইনে' ভাষা হল গ্রিসের সার্বজনীন কথ্য ভাষা।

(৬) ইটালিক ঃ– ইটালিক শাখার প্রধান ভাষা লাতিন। 'লাতিন' হল ইটালির লাতিউম প্রদেশের ভাষা। লাতিন ভাষা ইউরোপের প্রধান সাহিত্যিক ভাষা। এই ভাষা থেকেই ইতালীয়, ফরাসি, স্পেনীয়, পোতুর্গিজ ভাষার উদ্ভব হয়েছে। বৈশিষ্ট্য– সঘোষ মহাপ্রাণ বর্ণ অঘোষে রূপান্তরিত।

(৭) জার্মানিক ঃ– জার্মানিক শাখার প্রধান উপভাষা হল 'গথিক্'। খ্রিষ্টীয় চতুর্থ শতকে ধর্মযাজক বুল্ফিলা বাইবেলের কিছুটা অনুবাদ করেছিলেন। এই শাখার উপভাষা হল পূর্ব, পশ্চিম ও উত্তর জার্মানিক। পশ্চিম জার্মানিকের উপভাষা হল ইংরেজি, জার্মান, ওলন্দাজ। ইংরেজি এখন পৃথিবীর মুখ্য ভাষা।

(৮) কেল্টিক ঃ– কেল্টিক ভাষা একদা সমগ্র পশ্চিম এবং দক্ষিণ ইউরোপে বেশি ব্যবহৃত হত। ইটালিক ও জার্মানিক ভাষা প্রসারে এই ভাষা প্রায় লুপ্ত। তবে আয়ারাল্যাণ্ডের অধিবাসীরা এই ভাষায় কথা বলে। কেল্টিক ভাষার প্রধান তিনটি বিভাগ– (১) গলিক, (২) ব্রিটানীয়, (৩) আধুনিক গলিক। গলিক বিভাগের আইরিশই সমৃদ্ধতম ভাষা। নিদর্শন– পঞ্চম শতাব্দীর প্রত্নলিপি।

(৯) তুখারীয় ঃ– এটি তুখার জাতির ভাষা বলে অনুমান করে এই নামকরণ। এই ভাষাটি পূর্ব এবং পশ্চিম এই দুই আঞ্চলিক উপভাষায় বিভক্ত ছিল। পূর্বাঞ্চলের একটি লিপিতে 'তোখ্রী' নামটি পাওয়া যায়।

(১০) হিট্টাইট ঃ– 'হুগো উইংক্লার' ১৯০৬ খ্রিষ্টাব্দে এশিয়া মাইনরের কাছাকাছি বোগজকোইতে হিট্টাইট ভাষার কিছু লেখ্য নিদর্শন এবং প্রত্নবস্তু আবিষ্কার করেন। অধিকাংশ প্রত্নলিপিই বাণমুখ-এ লেখা। বৈশিষ্ট্য–বর্গের দ্বিতীয় বর্ণ ও চতুর্থ বর্ণ নেই।

9. সংস্কৃত অনুবাদ করো ঃ **5**

একটি বানর নদীর তীরে বাস করত। সে প্রতিদিন মিষ্ট ফল খেত। নদীতে একটি কুমীর থাকত। বানরের সঙ্গে কুমীরের বন্ধুত্ব হল। তারা প্রতিদিন গল্প করত।

একঃ বানরঃ নদ্যাঃ তীরে বসতি স্ম। সঃ প্রতিদিনং মিষ্টং ফলং খাদতি স্ম। নদ্যাম্ একঃ কুম্ভীরঃ অবসৎ। বানরেণ সহ কুম্ভীরস্য সখ্যম্ অভবৎ। তৌ প্রত্যহং গল্পম্ অকুরুতাম্।

অথবা

এক ক্ষুধার্ত শিয়াল একটি রণভূমিতে এসে পৌঁছল। সেখানে সে অদ্ভুদ শব্দ শুনতে পেল। সে ভাবল যে, সেখান থেকে পালিয়ে যাবে। কিন্তু পরে সে ঠিক করল যে, সে শব্দের উৎস খুঁজবে। সে একটি ঢাক দেখতে পেল।

একঃ ক্ষুধার্তঃ শৃগালঃ রণভূমিমেকমাগত্য উপস্থিতমভবৎ। তত্র তেন অদ্ভুতধ্বনিঃ শ্রুতঃ। সঃ অচিন্তয়ৎ, তস্মাৎ স্থানাৎ পলায়িতব্যম্ ইতি। কিন্তু পশ্চাৎ সঃ স্থিরমকরোৎ, সঃ শব্দস্য উৎসং অন্বিষ্যতি। সঃ একাং ঢক্কাম্ অপশ্যৎ।

10. যে-কোনো একটি বিষয়ে সংস্কৃতে নিবন্ধ রচনা করো। **5**

(a) মম গ্রামঃ মম গ্রামঃ বৃন্দাবনপুরঃ ইত্যাখ্যঃ। গ্রামং নিকষা নদী প্রবহতি। গ্রামঃ বৃক্ষশোভিতঃ ভবতি। গ্রামস্য মধ্যে একঃ বিপণিকেন্দ্রঃ, বিদ্যালয়ঃ, চিকিৎসাকেন্দ্রঃ সন্তি। সর্বে গ্রামবাসিনঃ মিত্রতা ভাবাপন্নাঃ ভূত্বা তিষ্ঠন্তি। গ্রামবাসিনাং মধ্যে অধিকতরাঃ কর্ষকাঃ কোহপি বা বহিঃ জীবিকাসংগ্রহায় যাতি। সর্বে জনাঃ বিপদি মিলিতরূপেন সমাধানং কুর্বন্তি। পরস্পরং প্রতি বিশ্বাস ভাজনম্, মেলনস্য ভাবঃ এব অস্য গ্রামস্য শান্তিপূর্ণ বাতাবরণস্য

মূলম্। গ্রামে দুর্গোৎসবঃ, বসন্তোৎসবঃ, কর্ষনোৎসবঃ ভবন্তি। গ্রাম-মধ্যে অধিকাংশাঃ জনাঃ শিক্ষিতাঃ। মম গভীরঃ স্নেহঃ মম প্রিয়গ্রামং প্রতি বর্ততে।

(b) মম দেশঃ – মম দেশঃ ভারতবর্ষম্। তস্য উত্তরপ্রান্তে তুষারাবৃতঃ হিমালয়ঃ ইতি অতীব উন্নতঃ পর্বতঃ, মধ্যভাগে চ বর্ততে বিন্ধ্যপর্বতঃ, পশ্চিমে চ বিরাজতে সহ্যাদ্রিঃ। দক্ষিণপ্রান্তে পশ্চিমে পূর্বাংশে চ ভারত ভূমিঃ সাগরৈঃ পরিবেষ্টিতা। ভারতবর্ষস্য সংস্কৃতিঃ সুপ্রাচীনাঃ। কালে কালে বিবিধা মানবাঃ অত্র সমাগতাঃ। বিশালে ভারতবর্ষে বিরাজতে বহুনাং ধর্মানাং, জাতীনাং, সর্বাসাম, মতানাং চ সমাবেশঃ। প্রকৃতিঃ অপি অত্র বৈচিত্র্যশালিনী। পর্বতসাগর-বনানী-মরু-সমতলানাম্ অপূর্ব বৈচিত্র্যং বিদ্যতে। যদ্যপি বৈচিত্র্যম্ বৈপরীত্যং চ বহুতরম্, তথাপি ভারতবাসিনাং মনসি ঐক্যভাবনায়াঃ অভাবঃ নাস্তি। বৈচিত্র্যনোং মধ্যে ঐক্যম্ ভারতবর্ষস্য ধর্মঃ। অতঃ আসমুদ্র হিমাচলং ভারতবর্ষম্ পৃথিব্যাঃ মানদণ্ডঃ ইতি তিষ্ঠতি।

(c) মম জীবনে স্মরণীয়ং দিনম্– রক্তদান-শিবিরে রক্তদানং মম জীবনে স্মরণীয়ং দিনমেকম্। মম নিবাসঃ কলিকাতায়াম্। তত্র একস্য প্রতিষ্ঠানস্য সদস্যাঃ ১৫ অগষ্টে ২০১৯ সনে রক্তদানশিবিরমায়োজিতবন্তঃ। অহম্ অতীব উৎসুকঃ। সামাজিক কর্মেষু রক্তদানম্ একং জীবনদানং কর্ম। মানব শরীরে নানাবিধেষু সময়েষু রক্তস্য প্রয়োজনং ভবতি। কিন্তু রক্তদানসময়ে অহম্ অতীব মনসি দুর্বলঃ ভবামি। কিন্তু গৃহং আগত্য মম পরিবার জনাদ্ অহং রক্তদানস্য বিষয়ং বিস্তারেণ শৃণোমি। এতদ্ শ্রুত্বা মম অন্তরস্য ভয়ং দূরীভূতম্ ভবতি। অহম্ অতীব প্রীতঃ, উৎফুল্লঃ।

বিভাগ-খ / PART-B

(MARKS : 26)

1. সঠিক উত্তর নির্বাচন করে লেখোঃ **1×5=5**

গদ্যাশ (Prose)

(i) অলিপর্বার ভাইয়ের নাম কী?

(a) শনিপর্বা (b) কশ্যপ

(c) মহাপর্বা (d) নল। (b)

(ii) সাম কী?

(a) সাহিত্য (b) উপন্যাস

(c) দর্শন (d) বেদ। (d)

(iii) সমানঃ সেব্যতথা নাকলোকস্য- 'নাকলোক' শব্দের অর্থ কী?

(a) নরক (b) নাসিকা

(c) স্বর্গ (d) এদের কোনোটিই নয়। (c)

(iv) আর্যাবর্তবর্ণনম্– গদ্যাংশটি নলচম্পূর কোন্ উচ্ছ্বাসের অন্তর্গত?

(a) প্রথম (b) তৃতীয়

(c) চতুর্থ (d) ষষ্ঠ। (a)

পদ্যাংশ (Poetry)

(v) শঙ্করমৌলি বিহারিনি–কোন্ বিভক্তি?

(a) প্রথমা (b) দ্বিতীয়া

(c) সপ্তমী (d) সম্বোধন। (a)

(vi) অথ কেন প্রযুক্তোঽহং পাপং চরতি পুরুষঃ–কে, কাকে বলেছেন?

(a) কৃষ্ণ অর্জুনকে (b) অর্জুন কৃষ্ণকে

(c) শঙ্করাচার্য গঙ্গাকে (d) এদের কোনোটি নয়। (d)

(vii) কাম ও ক্রোধ কোথা থেকে উৎপন্ন?

(a) সত্ত্বগুণ (b) রজোগুণ

(c) তমোগুণ (d) সত্ত্ব ও রজঃ। (b)

(viii) কল্পলতা কাকে বলা হয়েছে?

(a) কামধেনু (b) গঙ্গা

(c) সুরভি (d) এদের কোনোটিই নয়। (b)

নাট্যংশ (Drama)

(ix) নাটকের শেষে নেপথ্যে কী শোনা গিয়েছিল?

(a) ঘণ্টাধ্বনি (b) হর্ষধ্বনি

(c) বংশীধ্বনি (d) মৃদঙ্গধ্বনি। (d)

(x) বাসন্তিকস্বপ্নম্– অনুবাদটি কার?

(a) গোবিন্দকৃষ্ণ মোদক - এর (b) শঙ্করাচার্য-এর

(c) বিদ্যাসাগর-এর (d) কৃষ্ণমাচার্য-এর। (d)

(xi) কৌমুদী কাকে বিবাহ করতে চেয়েছিলেন?

(a) প্রমোদ (b) মকরন্দ

(c) বসন্ত (d) ইন্দুশর্মা। (c)

(xii) রাজার নাম কী?

(a) ইন্দুশর্মা (b) ইন্দ্রবর্ম

(c) ইন্দুকর্মা (d) এদের কোনটিই নয়। (b)

(xiii) মেঘদূত কে লিখেছেন?

(a) কালিদাস (b) জয়দেব

(c) শূদ্রক (d) বিশাখদও। (a)

(xiv) 'স্বপ্নবাসবদত্তম্'—কার রচনা?

(a) কালিদাস (b) বিশাখদও

(c) শূদ্রক (d) ভাস। (d)

(xv) মৃচ্ছকটিকম্— কে লিখেছিলেন?

(a) কালিদাস (b) জয়দেব

(c) শূদ্রক (d) বিশাখদও। (c)

2. পূর্ণবাক্যে উত্তর দাওঃ **1×11=11**

গদ্যাংশ (Prose)

(যে-কোনো তিনটি)

(i) অলিপর্বার গণনা অনুসারে কতজন চোর ছিল?

উঃ অলিপর্বার গণনা অনুসারে চোরেরা ছিল সংখ্যায় ৪০ জন।

(ii) আর্যাবতের শিক্ষাব্যবস্থা কীরূপ ছিল?

উঃ আর্যাবর্তে শিক্ষাব্যবস্থা ছিল গুরুকুলকেন্দ্রিক এবং সেখানে আর্যমর্যাদা রক্ষার শিক্ষাদান করা হত।

(iii) অলিপর্বার কয়টি গাধা?

উঃ অলিপর্বার তিনটি গাধা।

(iv) স্ফোট কারা স্বীকার করেন?

উঃ বৈয়াকরণগণ স্ফোট স্বীকার করেন।

পদ্যাংশ (Poetry)

(যে-কোনো তিনটি)

(v) শ্বপচঃ শব্দের অর্থ কী?

উঃ 'শ্বপচঃ' শব্দের অর্থ চণ্ডাল বা ব্যাধ।

(vi) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় কতগুলি অধ্যায়?

উঃ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় আঠারোটি অধ্যায়।

(vii) গঙ্গা জলের মহিমা কোথায় বর্ণিত?

উঃ গঙ্গাজলের মহিমা নিগমে অর্থাৎ বেদাদিশাস্ত্রে বর্ণিত।

(viii) নিষ্কাম কর্মের দ্বারা মোক্ষলাভ করেছেন এমন কারও নাম পাঠ্যাংশ অনুসারে বলো।

উঃ নিষ্কাম কর্মের দ্বারা মোক্ষলাভ করেছেন এমন একজন রাজা হলেন জনক।

নাট্যাংশ (Drama)
(যে-কোনো তিনটি)

(ix) বৈবস্বত নগর শব্দের অর্থ কী?

উঃ বৈবস্বতনগর শব্দের অর্থ হল যমের নগর।

(x) রাজার সাথে কার বিবাহ হওয়ার কথা?

উঃ বৈবস্বতনগরের রাজা ইন্দ্রবর্মার সঙ্গে কনকলেখার বিবাহ হওয়ার কথা।

(xi) 'জনকস্য তে আদেশঃ পালনীয়ঃ'-কার উক্তি?

উঃ বৈবস্বতনগরের রাজা ইন্দ্রবর্মার উক্তি।

(xii) রাজা কী নিয়ে উদ্বিগ্ন ছিলেন?

উঃ রাজা ইন্দ্রবর্মা ভাবী স্ত্রী কনকলেখার সঙ্গে বিবাহ নিয়ে উদ্বিগ্ন ছিলেন।

সাহিত্যের ইতিহাস (History of Literature)
(যে-কোনো দুটি)

(xiii) একটি সংস্কৃত বিয়োগান্ত নাটকের নাম লেখো।

উঃ একটি সংস্কৃত বিয়োগান্ত নাটক হল মহাকবি ভাস রচিত 'ঊরুভঙ্গ'।

(xiv) আর্যভট্ট কোন্ বিষয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট?

উঃ আর্যভট্ট জ্যোতির্বিদ্যা ও জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।

(xv) ভাস কয়টি নাটক লিখেছেন?

উঃ প্রখ্যাত নাট্যকার ভাস ১৩টি নাটক লিখেছেন।

SANSKRIT
2018
(New Syllaus)
Part -A (Marks : 54)

1. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও ঃ **5×4=20**

গদ্যাংশ (যে কোন একটি)

(a) ত্রিবিক্রমভট্ট বিরচিত গদ্যাংশ অনুসারে আর্যাবর্তের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বর্ণনা দাও।

উঃ কবি ত্রিবিক্রমভট্ট 'নলচম্পূ' কাব্যে নল ও দময়ন্তীর প্রণয় কাহিনীর অবতারণা করেছেন। এটি মহাভারতের অন্তর্গত আলোচ্য পাঠ্যাংশে আমরা লক্ষ্য করি আর্যাবর্ত নামক দেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের অপূর্ব বর্ণনা। দ্ব্যর্থক ভাষায় কবি সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন আর্যাবর্তের সুষমা।

কবি 'আর্যাবর্ত' দেশটিকে বিশ্বের মধ্যে এক পরম উপভোগ্য সুন্দর, লীলাচঞ্চল দেশরূপে দেখেছেন। আর্যাবর্ত দেশটি স্বর্গলোকের চেয়েও প্রিয়। প্রাকৃতিক সুষমায় দেশটি দৃষ্টিনন্দন, সমৃদ্ধ, পূত, স্বর্গগমনের সোপানের মতো। পবিত্র গঙ্গার ধারা সতত প্রবহমান। তারই স্পর্শে আর্যাবর্তের মাটি তেজোময়-উর্বর-শ্যামলিমাযুক্ত এবং পাপমুক্ত। গঙ্গার ধারা স্পর্শে তট-বীথিযুক্ত হওয়ার প্রাকৃতিক শোভা বর্ধিত হয়েছে, আবার কবির চোখে মনে হয়েছে গঙ্গার প্রবাহিত তরঙ্গ যেন স্বর্গারোহণের সিঁড়ি। গঙ্গার তটে রয়েছে সুবর্ণময় পদ্ম ও নীলপদ্ম উৎক্ষিপ্ত রেণুরাশি, রয়েছে প্রচুর চঞ্চল চকোর, চক্রবাক, কারণ্ডব যাদের উপস্থিতিতে সর্বদাই অলংকৃত এই গঙ্গাতট। ফলে এক অনুপম শোভা বিধৃত আর্যাবর্তে।

আর্যাবর্ত দেশের গ্রামগুলির শোভাও ছিল শান্ত পরিমণ্ডলে আবৃত। সেখানে ছিল চতুর গোপালকদের বাস। ছিল রমণীয় পিয়াল, কাঁঠাল ও কদলীবনের সমারোহ। গ্রামের কুয়োগুলি সুস্বাদু জলে ছিল পরিপূর্ণ। আর্যাবর্তের গ্রামে গৃহসমূহ ছিল শান্তির - তৃপ্তির ও রসযুক্ত। কবির বর্ণনায় আর্যাবর্তের শান্তির পরিমণ্ডলের কথাই এখানে ফুটে উঠেছে। আর্যবর্ত দেশটি প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে, পার্বত্য প্রকৃতিতে পবিত্র গঙ্গাধারায়, ফলযুক্ত বৃক্ষের সমারোহে এবং উপবনে শোভিত হয়ে চারিদিক সবসময় রমনীয় উপভোগ্য করে রাখত – তা কবির বর্ণনায় স্পষ্ট।

(b) দ্বারং চ সপদি সংবৃতম্ – কোন্ দ্বার? ঘটনাটি বিশদে বর্ণনা করে।

উঃ শ্রীগোবিন্দকৃষ্ণ মোদক রচিত 'বনগতা গুহা' শীর্ষক পাঠ্যাংশ থেকে উদ্ধৃত অংশটি গৃহীত। উদ্ধৃতাংশে যে দ্বারের কথা বলা হয়েছে, সেটি চল্লিশ চোরদের গচ্ছিত রাখা ধনসম্পদের গুহার দ্বার।

উদ্ধৃতাংশের মধ্যে অলিপর্বার জীবনে একটি বিশেষ মুহূর্তের ঘটনা লক্ষিত হয়েছে। সেটা সংক্ষেপে এইরকম – গরিব কাঠুরিয়া অলিপর্বা প্রতিদিনের মতো সেদিনও কাঠ কাঠতে বনে গিয়েছিল। হঠাৎ সে দূর থেকে লক্ষ্য করল যে, একদল ঘোড়সওয়ার চোর এদিকেই

আসছে। আত্মরক্ষার জন্য সে কাছাকাছি একটা গাছে উঠে পড়ল। আর সেখান থেকে সে সব ঘটনা দেখতে লাগল। একটু দূরেই ছিল একটা ছোটো পাহাড়। চোরেরা সেই পাহাড়ের কাছেই ঘোড়া থেকে নামল। তারপর তাদের সর্দার সেই পাহাড়ের সামনে গিয়ে একটা মন্ত্র পড়ল। মন্ত্রটা পড়ামাত্র একটা দরজা খুলে গেল। সেটা ছিল একটা গুহা। তারপর গুহার মধ্যে কিছু কাজ করে কিছুক্ষণ বাদে সকলে বেরিয়ে এল, আর গুহার দরজা বন্ধ করে সেখান থেকে চলে গেল।

গাছে বসেই অলিপর্বা মন্ত্রটা মুখস্থ করে ফেলেছিল। চোরেরা চলে যাওয়ার পর সে আস্তে আস্তে গাছ থেকে নেমে পাহাড়ের কাছে গিয়ে সেই মন্ত্রটা পড়ল। পড়ামাত্র দরজা খুলে গেল। তারপর গুহার ভিতরে ঢুকে দেখল সেখানে রয়েছে রাশি রাশি খাবার, দামি চীনা রেশমের কাপড়ের যান,সোনা-রূপার মোটা মোটা লম্বা লম্বা বাট। সে সাধ্যমতো সোনায় ভরতি কয়েকটা চামড়ার বস্তা বাইরে নিয়ে চলে এল। তারপর গুহার দরজা বন্ধ করার মন্ত্র পড়ল। আর তক্ষুনি গুহার দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল।

পদ্যাংশ (যে কোনো একটি)

(c) গঙ্গাস্তোত্রম্-এ গঙ্গার যে বর্ণনা আছে তা নিজের ভাষায় লেখো।

উঃ 2015 সালের (d) - এর প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

(d) কর্মযোগ অংশটির সারমর্ম লেখো।

উঃ 2016 সালের (c)-এর প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

(নাট্যাংশ) (যে কোনো একটি)

(e) বাসন্তিকস্বপ্নম্—নাট্যাংশের চরিত্রগুলির পরিচয় দাও।

উঃ নাট্যকার কৃষ্ণমাচার্য অনুবাদকৃত নাটক 'বাসন্তিকস্বপ্নম্'-এর নাট্যাংশে যে চরিত্রগুলির পরিচয় পাওয়া যায় তার মধ্যে রয়েছে রাজা ইন্দ্রবর্মা, ভাবী রানি কনকলেখা, রাজার পরিচারক প্রমোদ, তরুনী-কৌমুদী, তার পিতা ইন্দুশর্মা আর পরোক্ষভাবে রয়েছে কৌমুদীর প্রেমিক বসন্তের কথা।

প্রথমে বৈবস্বত নগরের রাজা ইন্দ্রবর্মার কথা বলা যাক। তিনি রাজা। তাঁর প্রথম ও প্রধান কর্তব্য প্রজানুরঞ্জন করা। সেদিকে থেকে তিনি কর্তব্য পরায়ণ। তাই নিজের ভাবী পত্নী কনকলেখার সঙ্গে বিবাহ সম্পর্কে উদ্বিগ্ন থাকলেও দর্শন প্রার্থী ইন্দুশর্মাকে প্রাধান্য দিয়ে মনোযোগ সহকারে তাঁর কথা শুনেছেন। এছাড়াও তিনি একজন প্রেমিক পুরুষ, উৎসব প্রিয়, সমব্যথী, ধৈর্য্যশীল মানুষ পাশাপাশি রাজধর্ম পালনেও তিনি ছিলেন নিষ্ঠাবান। তাই কৌমুদী দেশাচার অতিক্রম করলে রাজা প্রেমিক হৃদয় হলেও আবেগকে বশীভূত করে দেশের নিয়মানুযায়ী শাস্তি বিধান করেছেন। রাজা ইন্দ্রবর্মা বয়স্ক মানুষদের সম্মান প্রদানে খুবই যত্নশীল এক মানুষ। রাজা হয়েও ইন্দুশর্মাকে নমস্কার জানিয়েছেন। তিনি অন্যের মতকেও প্রাধান্য দেন।

নাটকে কৌমুদীর চরিত্রটি খুবই আকর্ষনীয়। কৌমুদী নির্ভীক এক তরুনী। রাজা যখন তাকে জানালেন, বাবার কথা অমান্য করার অপরাধ, হয় মৃত্যু অথবা সারাজীবন অবিবাহিত অবস্থায় থাকা। এই কথা শুনেও সে বলে, তার মৃত্যু বরণে কোনো ভয় নেই। এছাড়া কৌমুদী স্পষ্ট বক্তা তবে মিষ্টভাষী আর পিতার কথা শুধু পাত্র নির্বাচনের ক্ষেত্রে কৌমুদী অসম্মত হয়েছে, অন্য কোনো কথা সে অমান্য করেনি। কৌমুদী বুদ্ধিমতী এবং প্রকৃত একজন ভালোবাসর প্রতি মর্যাদাদানকারী নারী।

কৌমুদী পিতা ইন্দুশর্মা একজন আদর্শ পিতা। কন্যাকে নিজের মতো করে ভালবাসার বাঁধনে বেঁধে রাখতে চান। যোগ্যপাত্রের সঙ্গে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ করতে চান। কন্যার মঙ্গলকামনাই তাঁর একমাত্র লক্ষ্য। তবে ইন্দুশর্মা সমাজে ন্যায় প্রতিষ্ঠা বা অন্যায় যদি কেউ করে তার যথাযোগ্য শাস্তি প্রদানে রাজধর্ম বজায় থাকুক এটাও তিনি চান।

পাশাপাশি গৌন চরিত্র ভাবী রানি কনকলেখা কর্তব্য বিষয়ে সদা সচেতন একজন যোগ্য প্রেমিকা ও বুদ্ধিমতী মহিলা। তাই আবেগতাড়িত ভাবি স্বামীর বিহ্বল অবস্থা দেখে নিজেকে সংযত করেছেন এবং রাজাকে বিচলিত হওয়া থেকে নিবারিত করেছেন নানাভাবে আশ্বাস দিয়ে।

রাজার অনুচর প্রমোদ কর্তব্যপরায়ন। নাটকে বসন্ত অনুপস্থিত থাকলেও তার প্রেমিকমনের পরিচয় পাওয়া যায়। কারণ তার জন্য কৌমুদী রাজার দেওয়া শাস্তি অকুণ্ঠ চিত্তে মাথায় তুলে নিতে প্রস্তুত।

(f) 'নাড়িকাঽপি যুগায়তে'– ব্যাখ্যা করো।

উঃ শ্রীকৃষ্ণমাচার্য রচিত বাসন্তিকস্বপ্নম্ নাটকটি প্রখ্যাত ইংরেজ নাট্যকার শেক্সপিয়রের 'A Midsummer Night's Dream' নাটকের সংস্কৃত অনুবাদ। এই অনুবাদের প্রথম অঙ্কের কিছু নির্বাচিত অংশ পাঠ্যাংশ রূপে দেওয়া হয়েছে। পাঠ্যাংশে আমরা দেখি–

রাজা ইন্দ্রবর্মা আগামী চারদিন পর অমাবস্যা তিথিতে প্রেমিকা কনকলেখার সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবেন। মনের মধ্যে এক গভীর উৎকণ্ঠা, অস্থিরতা যেমন রয়েছে, তেমনই মনটা মদন শরে আক্রান্ত। কিছুতেই সময় যেন কাটতে চাইছে না। প্রিয়তমা ভাবী স্ত্রী কনকলেখার কাছে মনের কথা ব্যক্ত করতে চাইছেন রাজা। প্রকৃতির বুকেও ছিল উদাস করা বসন্ত ঋতুর স্পর্শ। তারই ছোঁয়ায় রাজার মনটি আরও বেশি করে উৎকণ্ঠায় ভরে উঠেছিল। আকাশের চাঁদটিও কেমন নির্দয় হয়ে উঠেছিল। তা না হলে চাঁদ ক্ষীয়মান হয়েও দ্রুত ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছিল না। নানাভাবে যেমন রাজার মনকে পীড়িত করে দিচ্ছিল পারিপার্শ্বিক পরিবেশ। যত তাড়াতাড়ি চারটি দিন অতিবাহিত হয়ে কাঙ্খিত অমাবস্যা উপস্থিত হবে রাজাও তত দ্রুত তার মনের সঙ্গীকে বিবাহ মহোৎসবের মিলনক্ষেত্রে তত তাড়াতাড়ি পাবেন। কিন্তু রাজার কাছে সময় যেন অচল হয়ে পড়েছিল, কিছুতেই কাটছিল না। আর এক-একটি ক্ষণ যেন রাজার কাছে এক-একটি যুগ হয়ে উপস্থিত হচ্ছিল। আসলে কাঙ্খিত বস্তুকে না পাওয়ার জন্য রাজার মনের এই অবস্থা হয়েছিল।

সাহিত্যের ইতিহাস (যে-কোনো একটি)

(g) প্রাচীন ভারতের গণিতচর্চা এবং জ্যোতির্বিদ্যা সম্পর্কে লেখো।

উঃ কাব্য, ব্যাকরণ, দর্শনশাস্ত্রের মতো গণিতশাস্ত্রেরও ভারতীয় মনীষীদের অবদান চিরস্মরনীয়। ভারতবর্ষে গণিত চর্চার বীজ উপ্ত হয়েছে বৈদিক সাহিত্যে। বৈদিক ঋষিরা যাগযজ্ঞ করতে গিয়ে জ্যামিতি তথা গণিতের সূক্ষ্ম তত্ত্বের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন এবং জ্যোতির্বিদ্যাকে উন্নত করতে গিয়ে গণিত–চর্চা শুরু করেন। সংখ্যাগণনার উল্লেখ রয়েছে ঋগ্বেদে ও যজুর্বেদে।

(১) পাটিগণিত ঃ 'পাটি' শব্দের দুটি অর্থের মধ্যে একটি অর্থ হল যোগ, বিয়োগ প্রভৃতি প্রকরণের ক্রমপ্রকাশ, আর একটি অর্থ হল 'ফলক'। আর্যভট্টের সময় থেকে পাটিগণিত রচিত হয়। পাটিগণিতে রয়েছে কুড়িটি পরিকর্ম ও আটটি ব্যাহার। কুড়িটি পরিকর্মের মধ্যে রয়েছে গুণন, ভাগ, বর্গমূল, বর্গ, ঘন, ঘনমূল, ত্রৈরাশিক, পঞ্চরাশি, প্রভৃতি।

(২) বীজগণিত ঃ বীজগণিতে আলোচিত হয়েছে দ্বিখাত সমীকরণ, প্রগতি, করণী, অমূলদসংখ্য-এর মান নির্ণয় প্রভৃতি। প্রথম আর্যভট্টের গ্রন্থ আর্যভট্টীয় ও গীতিক পাদে সমাস্ত শ্রেণির যোগফল নিয়ে সূত্র আছে ও দ্বিতীয় ভাস্কররাচার্যের সিদ্ধান্ত শিরোমনি গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের নাম বীজগণিত। এই খণ্ডে আলোচিত বিষয় গুলি হল– ঘনবিবরণ, বর্ণবিবরণ, শূন্য বিবরণ, করনী বিবরণ প্রভৃতি।

(৩) জ্যামিতি ঃ ছয় বেদাঙ্গের অন্যতম বেদাঙ্গ শুল্বসূত্র প্রাচীন ভারতীয়গণের জ্যামিতিচর্চার এক প্রকৃষ্ট নিদর্শন। অনেক শুল্বসূত্র পাওয়া যায়– বৌধায়নের শুল্বসূত্র, মানব শুল্বসূত্র প্রভৃতি। শুল্বসূত্রে ক্ষেত্রফল বিষয়ক সূত্রমালা, বর্গক্ষেত্রকে আয়তক্ষেত্রে এবং ত্রিভুজকে বর্গক্ষেত্রে পরিণত করার পদ্ধতি, সমকোনী ত্রিভুজের অতিভুজ সম্পর্কিত উপপাদ্য প্রভৃতি আলোচিত হয়েছে।

ভারতীয় জ্যোতিষশাস্ত্রের তিনটি ধারা (১) সিদ্ধান্ত জ্যোতিষ বা গণিত জ্যোতিষ-এখানে গ্রহসমূহের স্থান, তাদের কক্ষ ও গতিবেগের পরিমান নির্ণয়, ও সেইসমস্ত বিষয়ের গাণিতিক সূত্রসমূহ নিয়ে আলোচনা রয়েছে। (২) ফলিত জ্যোতিষ – এখানে রয়েছে লগ্ন এবং গ্রহসন্নিবেশ অনুযায়ী মানুষের ভাগ্যফল গণনা। (৩) জ্যোতিষসংহিতা – এখানে রয়েছে ভূকম্পন, মহামারি, ঝড়বৃষ্টি, রাষ্ট্রবিপ্লব প্রভৃতি ঘটনার সঙ্গে গ্রহ-নক্ষত্রের যোগসূত্র ও তার ভালোমন্দ ফলাফল বিচার।

জ্যোতিষশাস্ত্রের সঙ্গে গ্রহ, নক্ষত্র, রাশি ও লগ্নের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রয়েছে। জ্যোতিষশাস্ত্রের এগুলি আবশ্যিক উপদান। ভারতীয় জ্যোতিষশাস্ত্রে প্রথমে নক্ষত্রসমূহের এবং পরে রাশির কল্পনা করা হয়। মানবজীবনে নানা শুভকর্মে এই গ্রহ-নক্ষত্রের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। জ্যোতিষীগণ নয়টি গ্রহের কথা বলেন। ফলিত জ্যোতিষে সাতাশটি নক্ষত্রের নাম পাওযা যায়। আর জ্যোতিষশাস্ত্রে বৃত্তাকার রাশিচক্রের কল্পনা করা হয়েছে।

জ্যোতির্বিদ্যা ও গণিত চর্চা বিষয়ক উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলির প্রণেতা হলেন ব্রহ্মগুপ্ত ও ভাস্করাচার্য। এছাড়া আর্যভট্টের আর্যাষ্টশতক, বরাহমিহিরের পঞ্চসিদ্ধান্তিকা, মহাবীর আচার্যের গণিতসার সংগ্রহ প্রভৃতি গ্রন্থ প্রাচীন ভারতের গৌরবময় জ্যোতির্বিদ্যা ও গণিতচর্চার পরিচয় বহন করে।

(h) শূদ্রক সম্পর্কে নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ লেখো।

উঃ নাট্যকার পরিচিতি—সংস্কৃত সাহিত্যে সবচেয়ে আলোচিত অথচ ব্যতিক্রমী নাট্যকার হলেন শূদ্রক। এবং তাঁর দশ অঙ্কের প্রকরণ 'মৃচ্ছকটিক'। সৌখীন ভাবাবেগ বর্জিত, রাজ রাজড়ার বহুচর্চিত প্রেমকথা কিংবা ধর্মীয় দেবদেবীমূলক রচনার বাইরে সমাজমনস্ক, সংস্কারভাঙা নাট্যকৃতি হল 'মৃচ্ছকটিকম্'। এই নাটকটি থেকে জানা যায় যে, শূদ্রক ব্রাহ্মন এওং অশ্মক দেশের অধিবাসী ছিলেন। কাদম্বরীতে বিদিশার রাজা শূদ্রকের নাম আছে। কিন্তু এ শূদ্রক তিনি নন। সিলভ্যাঁ লেভির মতে বিক্রমাদিত্যের পরবর্তী কোনো অজ্ঞাত নাট্যকার প্রাচীনত্ব জ্ঞাপনের অভিপ্রায়ে বিক্রমাদিত্য পূর্ব কোনো রাজার সঙ্গে শূদ্রকের নাম জুড়েছেন। পিশেলের মতে, দশকুমার চরিতকার দণ্ডীই শূদ্রক। ভাসকৃত 'চারুদত্ত' আবিষ্কৃত হওয়ার পর ধরা যায় যে শূদ্রক ভাস পরবর্তী। কালিদাস তাঁর রচনায় শূদ্রকের নামোল্লেখ করেননি। দণ্ডী 'অবন্তী সুন্দরী কথা' কাব্যে উজ্জয়িনীর রাজা হিসেবে শূদ্রকের নাম বলেছেন ও 'মৃচ্ছকটিকে'-র বর্ণনার সঙ্গে তার মিল আছে। দণ্ডী সম্ভবতঃ, খ্রিষ্টাব্দ সপ্তম শতকের কবি। সবমিলিয়ে শূদ্রকের কাল নির্ণয়ও একটি বিপুল সমস্যা। তবে অধিকাংশ পণ্ডিতের মতে ভাস, কালিদাসের পর দণ্ডীর সময়ে যখন নাগরিক সমাজ জীবনে ভ্রষ্টাচার ও কলঙ্ক গেঁথে বসেছে সেই খ্রিষ্টাব্দ ৬ষ্ঠ বা ৭ম শতকে শূদ্রক তাঁর অসামান্য প্রকরণটি রচনা করেছেন।

সংস্কৃত সাহিত্যজগতে নাট্যকার হিসেবে শূদ্রকের স্থান— সংস্কৃত সাহিত্যজগতে নাট্যকারগণের মধ্যে অন্যতম নাম—শূদ্রক। শূদ্রক বিবচিত অনন্য সাধারণ ও অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্যরচনা হল— 'মৃচ্ছকটিক'। প্রস্তাবনায় নাট্যকার আত্মপরিচয় দিয়েছেন। সেই আত্ম পরিচয় থেকে জানা যায়— তিনি ছিলেন ব্রাহ্মন নৃপতি, বিদ্বান এবং শিল্পকলায় পারদর্শী। বাল্যকালে তিনি স্বাতী নামের এক রাজকুমারের সঙ্গে লালিত পালিত হন। কৈশোরে খেলা নিয়ে স্বাতীর সাথে তার কলহ হয় এবং সেই কলহ চিরস্থাযী মনোমালিন্যের সৃষ্টি করে। পরবর্তীকালে শূদ্রক উজ্জয়িনী রাজ্য জয় করেন এবং সেখানকার রাজা হন। শূদ্রকের আবির্ভাব কাল সম্পর্কে পণ্ডিতদের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ রয়েছে। কোনো কোনো পণ্ডিতের মতে শূদ্রকের জন্ম ষষ্ঠ ও সপ্তম শতাব্দীর মধ্যবর্তী পর্যায়ে। 'স্কন্দপুরণ'-এ শূদ্রককে অন্ধ্রবংশীয় রাজা বলা হয়েছে। আবার 'কযাসরিৎসাগর '-এ শূদ্রককে বলা হয়েছে শোভাবতীর রাজা। 'বেতালপঞ্চ বিংশতি'-তে শূদ্রককে বর্ধমানের রাজা বলে চিহ্নিত করেছেন। আবার 'রাজতঙ্গিনী'-তে শূদ্রককে অভিহিত করা হয়েছে রাজা বিক্রমাদিত্যের অব্যবহিত পূর্ববর্তী রাজা হিসাবে। কিন্তু কালিদাস বিখ্যাত নাট্যকারদের তালিকায় শূদ্রকের নাম না থাকায় অনুমিত হয় — শূদ্রক কালিদাস পূর্বযুগের নাট্যকার নন। সম্ভবত শূদ্রকের আবির্ভাব কালিদাস - উত্তরযুগে খ্রিষ্টীয় সপ্তম শতকে।

শূদ্রক রচিত 'মৃচ্ছকটিক' এক বলিষ্ট রচনা। সম্ভবত বৃহৎকথার কোনো আখ্যান আলোচ্য নাট্যকাহিনির উৎস। 'মৃচ্ছকটিক' সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যে স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। কলানিপুনা গণিকা ও বিদগ্ধ ব্রাহ্মনের প্রণয়, সিঁধেল চোর ও দাসীর মন দেওয়া নেওয়া, জুয়াড়িদের ধূর্তামি, গণিকা হৃদয়ের মাতৃত্ব বোধ, মিথ্যা খুনের মামলা, বিচারের নাম প্রহসন ইত্যাদি নানা ঘটনাবিন্যাসে ও চরিত্রচিত্রণে শূদ্রক অনবদ্য কৃতি শিল্পী। নাটকে বর্ণিত হয়েছে তৎকালীন সমাজব্যবস্থা। শূদ্রকের রচনারীতি জমকালো ভাষার অলঙ্করণ, ভাবের গাম্ভীর্য ও পরিশীলিত রচনাশৈলী, অলঙ্কার ও ছন্দের বৈচিত্র্য প্রাকৃত প্রয়োগের দক্ষতা নাট্যকারকে মহৎ শিল্পীর মর্যাদা দান করেছে। ঘটনা বিন্যাসে কিছু ত্রুটি এবং আতিশয্য লক্ষিত হলেও সামগ্রিক বিচারে 'মৃচ্ছকটিক' অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাটক। পাশ্চাত্য বিদ্বন্মণ্ডলী আলোচ্য নাটকটির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন।

2. ভাবসম্প্রসারণ করো (যে-কোনো একটি) ঃ **4×1=4**

(a) অসক্তো হ্যাচরন্ কর্ম পরমাপ্নোতি পুরুষঃ।

উঃ 2015 সালের 2(b)-এর প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

(b) ত্বমসি গতির্মম খলু সংসারে।

উঃ গঙ্গাদেবী ভারতবর্ষের প্রানস্বরূপিনী। হিমালয়ের গঙ্গোত্রী থেকে উৎপন্ন হয়ে সাগরদ্বীপের কাছে বঙ্গোপসাগরে এসে মিলিত হয়েছে। গঙ্গা শুধুই প্রবহমান এক ধারা নয়। এই গঙ্গা প্রাণের প্রকাশ ঘটায়। পবিত্র ধারায় মানুষ তার অন্তরের পাপ মুক্ত করে। সুজলা-সুফলা-শস্য-শ্যামলা হয়ে ওঠে ধরনি। মানুষ বেঁচে থাকার রসদ খুঁজে পায়। মাতা গঙ্গাদেবীর মহিমা বেদাদিশাস্ত্রেও কীর্ত্তিত হয়েছে। মাতা গঙ্গাই পরমা গতি। শংকরাচার্য তাঁকে 'ত্রানকর্ত্রী' বলে মনে করেছে। ইহজগতে তাঁকে আশ্রয় করেই মানুষ বেঁচে থাকে। তিনিই সংসার জীবনের পথ দেখাতে পারেন, তাই তিনিই মানুষের গতি অর্থাৎ মুক্তিস্বরূপিনী।

3. নিম্নরেখাঙ্কিত পদগুলির কারণসহ কারক বিভক্তি নির্ণয় করো (যে কোনো তিনটি)ঃ **1×3=3**

(a) পর্বতেষু হিমালয়ঃ শ্রেষ্ঠঃ।

উঃ নির্ধারনে সপ্তমী বিভক্তি।

(b) মহ্যং রসগোলকং রোচতে।

উঃ রুচ্যর্থক ধাতুযোগে সম্প্রদান কারকে চতুর্থী বিভক্তি।

(c) বালকঃ জনকাৎ বিভেতি।

উঃ ভয়ার্থক ধাতুযোগে পঞ্চমী বিভক্তি।

(d) মৎস্যঃ জলং বিনা ন জীবতি।

উঃ বিনা শব্দযোগে দ্বিতীয়া বিভক্তি।

4. ব্যাসবাক্য সহ সমাসের নাম লেখো (যে-কোনো দুটি)ঃ **2×2=4**

(a) অহর্নিশম্ – অহশ্চ নিশা চ – সমাহার দ্বন্দ্ব।

(b) রামানুজঃ – রামস্য অনুজঃ – ষষ্ঠী তৎপুরুষ।

(c) দৈত্যারিঃ – দৈত্যানাম্ অরিঃ – ষষ্ঠী তৎপুরুষ।

5. নিম্নলিখিত শব্দযুগলের অর্থপার্থক্য নির্দেশ করো। (যে কোনো দুটি)ঃ **1×2=2**

(a) বাক্যম্ – বাচ্যম্

উঃ 2015 সালের 5(b)-এর প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

(b) আহ্বয়তি – আহ্বয়তে।

আহ্বয়তি – (আহ্বান করে) – মাতা পুত্রম্ আহ্বয়তি।

আহ্বয়তে – (স্পর্ধাপূর্বক আহ্বান করে) – মল্লো মল্লম্ আহ্বয়তে।

(c) কবরা – কবরী।

উঃ 2016 সালের 5(a)- এর প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

6. এককথায় প্রকাশ করো। (যে- কোনো তিনটি) ঃ **1×3=3**

(a) গণপতিঃ দেবতা অস্য – গাণপতঃ।

(b) জনানাং সমূহঃ – জনতা।

(c) কন্যায়াঃ অপত্যং (পুমান্) – কানীনঃ।

(d) ব্যাকরণম্ অধীতে – বৈয়াকরণঃ।

7. পরিনিষ্ঠিত রূপটি লেখো (যে-কোনো তিনটি)ঃ 1×3=3

(a) পৃথা + অণ্ = পার্থঃ।

(b) √সহ্ + তুমুন্ = সোঢুম্।

(c) ধন + মতুপ্ = ধনবান্।

(d) √গম্ + ক্ত্বা = গত্বা।

8. যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাওঃ **5×1=5**

(a) ভারতীয় আর্যভাষার বিভিন্নস্তর সম্পর্কে লেখো।

উঃ 2015 সালের 8(a)-এর প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

(b) ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীয় পরিচয় দাও।

উঃ 2016 সালের 8(a)-এর প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

9. সংস্কৃতে অনুবাদ করোঃ **5**

আমাদের দেশ ভারতবর্ষ। দেশের রাজধানী দিল্লী। আমি দিল্লী যাব। বাবা আমাকে সেখানে নিয়ে যাবে। সেখানে আমরা দশদিন থাকব।

অস্মাকং দেশঃ ভারতবর্ষঃ। দেশস্য রাজধানী দিল্লীঃ। অহম্ দিল্লীং গমিষ্যামি। পিতা মাং তত্র নীত্বা গমিষ্যতি। তত্র বয়ম্ দশ দিবসং যাবৎ স্থাস্যামঃ।

অথবা

রামায়ণ ও মহাভারত আমাদের মহাকাব্য। বাল্মীকি রামায়ণ লিখেছেন। বেদব্যাস মহাভারত লিখেছেন। আমি রামায়ণ পড়েছি। আমি মহাভারত পড়তে চাই।

রামায়ণং মহাভারতঞ্চ অস্মাকংদ্বে মহাকাব্যে বাল্মীকিঃ রামায়ণং লিখিতবান্। বেদব্যাসঃ মহাভারতম্ অলিখৎ। অহম্ রামায়ণম্ অপঠম্। অহম্ মহাভারতং পাঠিতুম্ ইচ্ছামি।

10. যে-কোনো একটি বিষয়ে সংস্কৃতে নিবন্ধ রচনা করো। **5**

(a) স্বামী বিবেকানন্দঃ – আধুনিক ভারতবর্ষস্য শ্রেষ্ঠঃ সন্তানঃ আসীৎ স্বামী বিবেকানন্দঃ। স চ বঙ্গপ্রদেশস্য কলিকাতায়াম্ ১৮৬৩ খ্রিষ্টাব্দস্য ১২ জানুয়ারি দিবসে জন্মগ্রহণম্ অকরোৎ। বাল্যে তস্য নাম আসীৎ নরেন্দ্রনাথঃ। তস্য পিতুঃ নাম আসীৎ বিশ্বনাথদত্তঃ, মাতা চ ভুবনেশ্বরী দেবী। তস্য গুরুঃ আসীৎ পরমহংসঃ শ্রীরামকৃষ্ণঃ। সন্ন্যাস- গ্রহণাদন্তরং সঃ স্বামি বিবেকানন্দ ইতি নাম্না সমগ্রবিশ্বে পরিচিতঃ অভবৎ। বিবেকানন্দঃ আসীৎ বেলুড়মঠস্য, রামকৃষ্ণ মিশনস্য চ প্রতিষ্ঠাতা। আমেরিকা দেশে অনুষ্ঠিতে ধর্মসম্মেলনে স সনাতন হিন্দুধর্মস্য প্রতিনিধিত্বং কৃতবান্। স্বামী বিবেকানন্দঃ সর্বদা শিক্ষাপ্রসারণায়, ধর্মস্য কুসংস্কার মুক্ত করণায় সচেষ্টঃ আসীৎ। সঃ যুবজনস্য আদর্শ স্বরূপঃ। অস্য কর্ম-বীরস্য সিংহসদৃশস্য ১৯০২ খ্রিষ্টাব্দে জীবনাবসানম্ অভবৎ।

(b) সংস্কৃতভাষা – সংস্কৃতভাষা ভারতবর্ষস্য প্রাচীনতমা ভাষা। ইয়ং ভাষা অতীব মধুরা সুললিতা চ। ভারতীয় সংস্কৃতের্মূলম্ ইয়ং ভাষা। ভারতবর্ষস্য প্রাচীনতমাঃ গ্রন্থাঃ বেদাঃ সংস্কৃত ভাষয়া রচিতম্। রামায়ণম্ সংস্কৃতভাষয়া রচিতম্। মহাভারতম্ চ সংস্কৃতভাষয়া রচিতম্। মহাকবিঃ কালিদাসঃ সংস্কৃতভাষয়া মহাকাব্যানি নানাবিধানি কাব্যানি চ রচিতানি। সংস্কৃতভাষা ভারতীয় ভাষানাং জননীস্বরূপা। বিশ্বসাহিত্যস্য ভাণ্ডারে সংস্কৃত ভাষায়াঃ ঐতিহ্যম্ বর্ততে। সংস্কৃতভাষাম্ হি অস্মাকম্ অবশ্যমেব পাঠ্যম্।

(c) কালিদাসঃ – 2015 সালের 10 (c)-এর প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

বিভাগ / খ PART-B

(MARKS : 26)

1. সঠিক উত্তরটি নির্বাচন করে লেখো ঃ **1×15=15**

গদ্যাংশ (Prose)

(i) 'কনক' শব্দের অর্থ কী?

(a) হীরা (b) পান্না

(c) সোনা (d) রূপা। (c)

(ii) আর্যাবর্তবর্ণনম্ - এর মূল গ্রন্থটি কী ধরনের কাব্য?

(a) গদ্য (b) পদ্য

(c) চম্পূ (d) নাটক। (c)

(iii) ভগীরথ কোন্ বংশের রাজা?

(a) গুপ্ত বংশ (b) মৌর্য বংশ

(c) চন্দ্র বংশ (d) ইক্ষ্বাকু বংশ। (d)

(iv) পদে পদে ধনদাঃ - ধনদাঃ শব্দের দ্বারা কাকে বোঝানো হয়েছে?

(a) কুবের (b) যক্ষ

(c) শিব (d) রাক্ষস। (a)

পদ্যাংশ (Poetry)

(v) তব কৃপয়া চেত্স্রোতঃ স্নাতঃ - কার কৃপায়?

(a) শিব (b) বিষ্ণু

(c) কৃষ্ণ (d) গঙ্গা। (b)

(vi) ত্রিলোকে কার কোনো কর্তব্য নেই?

(a) মানুষ (b) কৃষ্ণ

(c) অর্জুন (d) এঁদের কেউ নন। (b)

(vii) পার্থ কে?

(a) কৃষ্ণ (b) জনক

(c) অর্জুন (d) এঁদের কেউ নন। (c)

(viii) শঙ্করাচার্য কোন্ রাজ্যের মানুষ?

(a) কর্নাটক (b) কেরালা

(c) তামিলনাড়ু (d) উত্তরপ্রদেশ। (b)

নাট্যাংশ (Drama)

(ix) কুহু শব্দের অর্থ কী?

(a) রাত্রি (b) পূর্ণিমা

(c) অমাবস্যা (d) চতুর্দশী। (c)

(x) বাসন্তিকস্বপ্নম্ – এর মূল নাটক কী?

(a) মিডসামার নাইটস ড্রিম (b) ম্যাকবেথ

(c) হ্যামলেট (d) এদের কোনোটিই নয়। (a)

(xi) বল্লভ শব্দের অর্থ কী?

(a) প্রিয় (b) সম্মানীয়

(c) শক্তিমান (d) ভক্ত। (a)

(xii) কিং বা যুক্তং সময়বিরুদ্ধাচারণম্ – বক্তা কে?

(a) পিতা (b) রাজা

(c) বসন্ত (d) মকরন্দ। (b)

সাহিত্যে ইতিহাস (History of Literature)

(xiii) কোন্‌টি ভাসের লেখা?

(a) চারুদত্তম্ (b) অভিজ্ঞান শকুন্তলম্

(c) প্রসন্নরাঘবম্ (d) মৃচ্ছকটিকম্। (a)

(xiv) গীতগোবিন্দের রচিয়তা কে?

(a) কালিদাস (b) অশ্বঘোষ

(c) জয়দেব (d) শূদ্রক। (c)

(xv) রঘুবংশম্ কার লেখা?

(a) শূদ্রক (b) কালিদাস

(c) অমরসিংহ (d) শঙ্করাচার্য। (b)

2. পূর্ণবাক্যে উত্তর দাও ঃ **1×11=11**

গদ্যাংশ (Prose)

(যে- কোনো তিনটি)

(i) যক্ষরা কার অনুচর?

উঃ যক্ষরা কুবেরের অনুচর।

(ii) 'কিং ময়া প্রোক্তেন পূর্বপদ্যেন দ্বারমিদংবিঘটেত' - কে বলেছেন?

উঃ 'বনগতা গুহা' - গদ্যাংশে অলিপর্বা আলোচ্য উক্তিটি করেছেন।

(iii) স্ফোটবাদ কাদের অভিমত?

উঃ স্ফোটবাদ বৈয়াকরণদের অভিমত।

(iv) তোমার পাঠ্যাংশ থেকে ঘোড়ার দুটি প্রতিশব্দ লেখো।

উঃ আমার পাঠ্যাংশ থেকে ঘোড়ার দুটি প্রতিশব্দ হল - অশ্ব, তুরগ।

পাঠ্যাংশ (Poetry)

(যে-কোনো তিনটি)

(v) 'অলকানন্দে' - কোন্ বিভক্তি?

উঃ আলোচ্য পদটিতে প্রথমা বিভক্তি হয়েছে।

(vi) মুনিবর কন্যে – মুনিবর কে?

উঃ 'শ্রীগঙ্গাস্তোত্রম্' পদ্যাংশের উদ্ধৃতাংশে মুনিবর বলতে জহ্নুমুনির কথা বলা হয়েছে।

(vii) কর্মেন্দ্রিয় কী কী?

উঃ কর্মেন্দ্রিয় পাঁচটি। তাহল- বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, এবং উপস্থ।

(viii) শূন্যস্থান পূরম করো ঃ

'কর্মনৈব হি সংসিদ্ধিম্ আস্থিতা_____।'

উঃ 'কর্মনৈব হি সংসিদ্ধিম্ আস্থিতা জনাকাদয়ঃ'।

নাট্যাংশ (Drama)

(যে-কোনো তিনটি)

(ix) সাধয়ামঃ - এর একটি প্রতিশব্দ লেখো।

উঃ আলোচ্য পদটির একটি প্রতিশব্দ হল – গচ্ছামঃ।

(x) কৌমুদীর পিতার পছন্দের পাত্র কে?

উঃ কৌমুদীর পিতা ইন্দুশর্মার পছন্দ করা পাত্র ছিল মকরন্দ।

(xi) কৌমুদীর পিতা কে?

উঃ কৌমুদীর পিতা ছিলেন ইন্দুশর্মা।

(xii) ইন্দ্রবর্মার উদ্বেগের কারণ কী?

উঃ রাজা ইন্দ্রবর্মা ভাবী স্ত্রী কনকলেখার সঙ্গে বিবাহের জন্য উৎকণ্ঠিত ছিলেন।

সাহিত্যের ইতিহাস (History of Literature)

(যে-কোনো দুটি)

(xiii) প্রতিজ্ঞাযৌগন্ধরায়নম্ – কার লেখা?

উঃ প্রখ্যাত নাট্যকার ভাস-এর লেখা 'প্রতিজ্ঞাযৌগন্ধরায়নম্'।

(xiv) শূদ্রকের লেখা নাটকটি নাম কী?

উঃ শূদ্রকের লেখা নাটকটির নাম 'মৃচ্ছকটিকম্'।

(xv) মেঘদূতের নায়ক কে?

উঃ মেঘদূতের নায়ক হলেন বিরহী যক্ষ।

SANSKRIT
2019
(New Syllaus)
Part -A (Marks : 54)

1. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও ঃ **5×4=20**

গদ্যাংশ (যে কোনো একটি)

(a) ''অসৌ সপদি নিকটবর্তিনাং মহীরুহম্ আরুরোহ''-মহীরুহ শব্দের অর্থ কী? কে, কেন মহীরুহে আরোহণ করল? মহীরুহে আরোহণ করে সে কী দেখল?

উঃ মহীরুহ শব্দের অর্থ হল বৃক্ষ।

অলিপর্বা মহীরুহে আরোহণ করেছিল। কাঠ সংগ্রহের জন্য বনে গিয়ে সে একদল দস্যুর সম্মুখীন হল তখন নিরাপত্তার তাগিদে নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য বিশাল এক বৃক্ষে আরোহণ করেছিল। যার শাখা-প্রশাখা ছিল বিশাল আকৃতির এবং ঘন পাতা ভর্তি। ফলত সে কারো দ্বারা দৃষ্টিগোচর হয়নি।

মহীরুহে আরোহন করে সে দেখল, নিকটবর্তী এক পাহাড়ের কাছে দস্যুরা নিজ নিজ অশ্ব থেকে অবতরণ করল। তারা সংখ্যায় চল্লিশ জন ছিল। তাদের মধ্যে বিশিষ্ট আকৃতি বিশিষ্ট এক দলনেতা ছিল। তারপর তারা নিজ নিজ ঘোড়ার উপর থেকে সোনা-মাণিক্য ভর্তি থলে প্রদান করল। সে পর্বতের সম্মুখ ভাগে গিয়ে দস্যুদের স্কন্দরাজের উদ্দেশ্যে একটা পদ্য পাঠ করল। পদ্যপাঠের সঙ্গে সঙ্গেই গুহার একটা দরজা খুলে গেল। সেই দরজার অন্তবর্তী পথ দিয়ে তারা সবাই গুহার ভিতরে প্রবেশ করল। দরজা আবার বন্ধ হয়ে গেল। কিছুক্ষণ গুহায় থাকার পর তারা পুনরায় দলনেতাকে অনুসরণ করে বাইরে এল। দলনেতা স্বয়ং গুহাদ্বারে দণ্ডায়মান থেকে সকলকে বাইরে আসতে দেখল এবং তারপর আবার দস্যুদেব স্কন্দরাজের উদ্দেশ্যে একটা পদ্য পাঠ করল। পদ্য পাঠের সাথে সাথেই গুহার দরজা বন্ধ হয়ে গেল। অনন্তর সকল চোরেরা নিজ নিজ ঘোড়ায় চেপে চলে গেল।

(b) আর্যাবর্ততে কার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে এবং কেন?

উঃ 2016 সালের 1(a)-এর প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

পদ্যাংশ (যে-কোন একটি)

(c) ভাগীরথী, ভীষ্মজননী, মুনিবরকন্যা—গঙ্গার এই তিনটি নামের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করো।

উঃ 'শ্রীগঙ্গাস্তোত্রম্' পদ্যাংশে আদিগুরু শংকরাচার্য দেবী গঙ্গাকে ভাগীরথী, ভীষ্মজননী, মুনিবরকন্যা – বলে সম্বোধন করেছেন।

রাজা দিলীপের পুত্র ভগীরথ গঙ্গাকে মর্ত্যে আনয়ন করেছিলেন বলে দেবী গঙ্গা ভাগীরথী নামে পরিচিত হয়েছেন। রাজা ভগীরথ সম্পর্কে মৎস্যপুরাণে যে কাহিনী রয়েছে,

তা হল–ইক্ষ্বাকুবংশীয় সগর রাজার পঞ্চম পুরুষ রাজা ভগীরথ কপিলমুনির অভিশাপে ভস্মীভূত পিতৃপুরষদের উদ্ধারের জন্য প্রথমে ব্রহ্মার তপস্যা করে তাঁকে তুষ্ট করেন। পরে আবার শিবের তপস্যা করে তাঁকে তুষ্ট করে গঙ্গাকে মর্ত্যে আনয়ন করেছিলেন। গঙ্গা শিবের জটা থেকে মুক্ত হয়ে সাতটি ধারায় প্রবাহিত হয়েছিল। তার মধ্যে তিনটি ধারা পূর্বে ও তিনটি ধারা পশ্চিমে প্রবাহিত হলে একটি ধারা রাজা ভগীরথকে অনুসরণ করে চলে। ভগীরথ সেই স্রোতের পথ নির্দেশ করেছিলেন বলেই সেই প্রবাহের নাম হয় ভাগীরথী। ভগীরথ দিব্যরথে গঙ্গার সঙ্গে রসাতলে যান এবং গঙ্গার ধারা সগর সন্তানদের ভস্মরাশির ওপর দিয়ে প্রবাহিত হলে তাঁরা মুক্তিলাভ করে স্বর্গে যান।

মহাভারত অনুসারে জানা যায় যে, গঙ্গা এক অপূর্ব নারীমূর্তি ধারণ করে রাজা শান্তনুকে আকৃষ্ট করেন। রাজার অনুনয়ে একটি শর্তে গঙ্গা শান্তনুকে পতিত্বে বরণ করেন। শর্ত ছিল এই যে, রাজা শান্তনু গঙ্গার কোনো কাজে বাধা দিলে সেই মহূর্তেই গঙ্গা তাঁর কাছ থেকে চলে যাবেন। এই শর্তে গঙ্গা শান্তনুর স্ত্রী হয়ে সাত ছেলের জননী হন ও জন্মামাত্রেই প্রত্যেকটি ছেলেকে গঙ্গাগর্ভে নিক্ষেপ করেন। কিন্তু অষ্টম ছেলে জন্ম নিতেই শান্তনু তার প্রাণবধে বাধা দেওয়ায় গঙ্গা বিদায় নেন, তবে নবজাত শিশুকে সঙ্গে নিয়ে যান। তারপর ছত্রিশ বছর পরে ছেলেকে রাজোচিত শিক্ষা দিয়ে শান্তনুর কাছে ফিরিয়ে দিয়ে যান। গঙ্গার ঐ ছেলের নাম দেবব্রত। পরে তিনি ভীষ্ম নামে বিখ্যাত হওয়ায়, গঙ্গা ভীষ্মজননী নামে পরিচিতা।

ভগীরথ ব্রহ্মা ও মহাদেবকে তুষ্ট করে গঙ্গাকে রসাতলে আনয়ন করেছিলেন। সেই সময় মর্ত্যে জহ্নুমনি যজ্ঞ কর্মে রত ছিলেন। গঙ্গার ধারায় জহ্নুমুনির যজ্ঞাদি উপকরণ ভেসে যায় এবং যজ্ঞভূমিও প্লাবিত হয়ে যায়। জহ্নুমুনি এতে অতিশয় ক্রুদ্ধ হন ও গঙ্গাকে গন্ডুষে পান করেন। এরপর ভগীরথ স্তুতি করে জহ্নুমুনিকে সন্তুষ্ট করলে তিনি জানু বিদীর্ণ করে গঙ্গাকে মুক্তি দেন। সেই থেকে গঙ্গা জহ্নুমুনির কন্যাস্থানীয়া বা মুনিরকন্যা নামে খ্যাতা হয়েছেন।

(d) মিথ্যাচার কাকে বলা হয়েছে লেখো।

উঃ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার কর্মযোগ নামক তৃতীয় অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর কর্মযোগ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে 'মিথ্যাচার'-এর লক্ষণ দিয়েছেন। মিথ্যাচার শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হল– যাঁর আচরণ মিথ্যা তিনি হলেন মিথ্যাচারী। শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন–যিনি কর্মেন্দ্রিয়কে সংযত করে মনে মনে ইন্দ্রিয়ের উপভোগ্য বিষয়গুলি স্মরণ করেন তিনি মিথ্যাচারী।

মানুষ কর্মের অধীন। কর্ম ছাড়া মানুষ থাকে না। কর্মই আবার বন্ধন। তাই অনেকে কর্মবন্ধন থেকে মুক্তির জন্য কর্মেন্দ্রিয় সমূহকে সংযত করে অবস্থান করে। কিন্তু তারা আবার মনে মনে ইন্দ্রিয় বিষয়সমূহকে স্মরণ করে বা তা দিয়ে তারা রূপরস গন্ধ স্পর্শানুভূতির কথা ভাবে এটা এক অর্থে মিথ্যাচার করা। কারণ বাইরে কর্মহীন থাকলেও অন্তরে কর্মফলা-কাঙ্খার আসক্তি তীব্র থাকে, এতে কর্মবন্ধন মুক্ত তো হয়ই না বরং মিথ্যাচার করে পাপকেই আহ্বান জানায়। এরা এক অর্থে মিথ্যাচারী বা পাপাচারী

নাট্যাংশ (যে কোনো একটি)

(e) ইন্দ্রবর্মা ও কৌমুদীর কথোপকথন সংক্ষেপে লেখো।

উঃ দক্ষিণ ভারতীয় সাহিত্যিক কৃষ্ণমাচার্য কর্তৃক অনূদিত 'বাসন্তিকস্বপ্নম্' নাটকে কৌমুদীর পিতা ইন্দুশর্মা রাজা ইন্দ্রবর্মার কাছে অভিযোগ করলেন, তার কন্যা তার আদেশ না মেনে অন্য এক যুবককে বিবাহ করতে চলেছে। তাই দেশাচার নিয়মানুসারে তার যা শাস্তি হয় তা তাকে প্রদান করা হোক। রাজা ইন্দুশর্মার কাছে এই সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করে কৌমুদীর সঙ্গে যে কথোপকথনটি করেছিলেন তা নিম্নরূপ–

রাজা কৌমুদীকে প্রথমেই অত্যন্ত স্নেহসূচক সম্বোধন করে বলেন যে, তার আচরণ দেশাচার ও নিয়মের বিরুদ্ধ। তাছাড়া পিতার অভিমত পাত্র মকরন্দ সুদর্শনও। কৌমুদী এর উত্তরে জানায় যে, তার পিতার অনভিমত প্রেমিক বসন্তও সুন্দর। রাজা তাকে জানান যে, বসন্ত সুন্দর হতে পারে, কিন্তু সে তো তার পিতা ইন্দুশর্মার অভিমত নয়। এতে কৌমুদী রাজাকে জানায় যে, তার পিতা যদি তার দৃষ্টি দিয়ে বসন্তকে দেখেন তাহলে বসন্ত তাঁর কাছে অভিপ্রেত হবেন। রাজা এর উত্তরে জানান যে, বিবেচনা করেই কোনো কার্যে অগ্রসর হওয়া উচিত। পিতার অনভিমত পাত্রে কখনই মন দেওযা উচিত নয়। তাছাড়া, কৌমুদী অল্পবয়সী ও সুন্দরী। পিতার আজ্ঞা যদি সে না মানে, তাহলে তা দেশাচার বিরুদ্ধ হওয়ায়, হয় তাকে আজীবন কুমারী ব্রত ধারণ করতে হবে নয়তো মৃত্যু বরণ করতে হবে। তাই, পিতার পছন্দের পাত্রকেই কৌমুদীর বিবাহ করা কল্যাণকর। রাজার এই কথা শুনে স্বসিদ্ধান্তে অটল কৌমুদী রাজাকে জানিয়ে দেয় যে, সে বসন্তকে ছাড়া আর কাউকে বিবাহ করবে না। তার জন্য যদি তাকে আজীবন কুমারী থাকতে বা মৃত্যুবরণ করতে হয়, তাতে সে রাজি।

(f) ইন্দ্রবর্মা ও কনকলেখার কথোপকথন সংক্ষেপে বর্ণনা করো।

উঃ বৈবস্বতনগরের রাজা ইন্দ্রবর্মা কনকলেখার প্রেমে গভীর ভাবে আসক্ত হয়েছিলেন। তারই পরিণতিস্বরূপ রাজা ইন্দ্রবর্মা এবং কনকলেখা বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার দিনক্ষণ নির্দিষ্ট করেছিলেন। একদিন পারস্পরিক কথোপকথন ব্যাপৃত হওয়ার কিছু সুন্দর মুহূর্তের ছবি ফুটে ওঠে তাঁদের কথায়।

প্রকৃতির বুকে তখন বসন্ত ঋতুর সমাগম। কুহুস্বরে মুখরিত আকাশ-বাতাস। তারই তানের দোলা এসে পৌঁছায় রাজার কানে। আগামী বিবাহ-মহোৎসবের দিনটি মনে পড়ে যায়। তিথিটি ছিল অমাবস্যা। সেই শুভ মুহূর্ত আসতে আর মাত্র চারদিন বাকি। রাজা ইন্দ্রবর্মা কিন্তু কিছুতেই নিজেকে আর স্থির রাখতে পারছেন না। আকাশস্থ চন্দ্রকে তিনি নিষ্ঠুর বলেছেন। কারণ চন্দ্র শীঘ্র ক্ষয়প্রাপ্ত হলেও তার সময় দ্রুত অতিবাহিত হচ্ছে না। তাঁর কাছে প্রত্যেক মুহূর্তই যুগের ন্যায় প্রতীত হচ্ছে। প্রিয়ার সহিত শুভ পরিণত সম্বন্ধে আবদ্ধ হতে রাজা এই রকম চঞ্চল হয়ে উঠেছেন। অন্যদিকে কনকলেখা হৃদয়ের আবেগকেই শুধু চেপে ধরে রাখেননি, রাজার হৃদয়াবেগকেও কমানোর জন্য তাঁকে নানাভাবে আশ্বস্ত করছেন।

তিনি রাজাকে জানান যে, মাঝের এই চারদিন তাঁরা নিদ্রার ন্যায় দ্রুতই অতিবাহিত করবেন এবং দ্রুতই শুভ পরিণয় মুহূর্ত উপস্থিত হবে। এর জন্য, রাজার নিদারুন বিহ্বল হবার কোনো দরকার নেই। প্রিয়ার কথায় আশ্বস্ত রাজা প্রমোদকে আদেশ করেন যে, অচিরেই যেন সে নগরের সমস্ত দিককেই আনন্দ মুখরিত করে তোলে। বিশেষত যুবক-যুবতীর হৃদয়ে যেন সদা আনন্দ বিরাজমান থাকে। তিনি সমস্ত দুঃখকে যমপুরীতে পাঠিয়ে বিবাহের পূর্বে সমস্ত নগরীকে উৎসবমুখর করে তুলতে পারেন।

সাহিত্যেতিহাস (যে কোনো একটি)

(g) প্রাচীন ভারতে চিকিৎসাশাস্ত্রের চর্চা নিয়ে অল্প কিছু লেখো।

উঃ 2017 সালের 1(g)-এর প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

(f) মেঘদূত নিয়ে সংক্ষিপ্ত টীকা লেখো।

উঃ 2016 1(h)-এর প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

2. ভাবসম্পসারণ করো। (যে কোনো একটি) ঃ **4×1=4**

(a) স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ং পরধর্মো ভয়াবহঃ।

উঃ প্রাচীন ভারতে ধম শব্দ মূলত আচরণ বিধির ক্ষেত্র নিয়ে রচিত হয়েছিল। এজন্য ধর্মশাস্ত্রগুলি ভারতের একধরনের আচরণবিধি শাস্ত্র। এই আচারমূলক ধর্মের মধ্যে কোন্‌টি স্বধর্ম, কেন্‌টি পরধর্ম তাও শাস্ত্রকাররা নির্দেশ করে গেছেন। যোগ শব্দের অর্থ কর্মের কৌশলকেই বলেছেন শ্রীকৃষ্ণ। কিন্তু কোন্‌টা করণীয় কর্ম, কোন্‌টা অকর্ম, কোন্ কর্ম আচরণ করা উচিত– সে প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের বক্তব্য হল– 'চাতুর্বণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ' অর্থাৎ ব্যক্তির গুণ ও যোগ্যতা অনুযায়ী চারটি বর্ণের কর্ম নির্ধারিত। প্রত্যেক বর্ণের জন্যে অনুষ্ঠেয় কর্মের বিধান শাস্ত্রে নির্দিষ্ট এবং সেই শাস্ত্রনির্দিষ্ট অনুষ্ঠানই স্বধর্ম পালন। যদি নিজস্ব ধর্মাপেক্ষা অন্য বর্ণের বা জাতির কর্ম শ্রেয়তর হয়, তাহলেও তা করা অনুচিত। কারণ অন্যের ধর্ম পালন তার অপেক্ষা ভয়াবহ অর্থাৎ অকল্যাণকর। এর ফলে সামাজিক স্থিতি ধ্বংস হবে। বর্ণ সংস্কারের কলুষতায় সমাজ উচ্ছিন্ন হবে। তাই প্রত্যেকের নিজস্ব বর্ণজাতি অনুসারে ধর্ম পালনই উচিত। অন্যের ধর্মে প্রবিষ্ট হওয়া অত্যন্ত অনুচিত বা অন্যায় কর্ম।

(b) তব চেন্মাতঃ স্রোতঃ স্নাতঃ পুনরপি জঠরে সোঽপি ন জাতঃ।

উঃ মানুষ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে কিছুকাল পরে জরা–ব্যাধি শেষে মৃত্যু বরণ করে। মানব জীবনের এটাই হল শাশ্বত বিধি। আবার মানবজীনব কলুষহীন নয়, বরং মানুষ অজ্ঞানতাবশত পাপকর্মের অধিকারী হয়ে ওঠে। তা থেকে মুক্তিলাভের উপায় হিসাবে আচার্য শংকর মাতা গঙ্গাদেবীর শরণাপন্ন হওযার কথা বলেছেন। মা গঙ্গা নিজের মহিমাতেই শ্রেষ্ঠা হয়ে রয়েছেন। তিনিই নরক থেকে ত্রানের কর্ত্রী, পাপনাশকারিণী, তাঁর পবিত্র স্রোত ধারায় স্নান করলে তাঁর কৃপা হলে তিনিই জন্ম-মৃত্যু রহিত করে দিতে পারেন। তাই আচার্য শংকর আলোচ্য অংশটির মাধ্যমে বলেছেন যে, মা গঙ্গার কৃপা হলে মাতৃগর্ভে মানুষের পুনরায় জন্ম হয় না অর্থাৎ তাঁর অক্ষয়ধাম প্রাপ্ত হয়।

3. নিম্নরেখাঙ্কিত পদগুলির কারণসহ কারক বিভক্তি নির্ণয় করো (যে কোনো তিনটি) ঃ **1×3=3**

(a) বালকঃ অঙ্গনে ক্রীড়তি।

উঃ কর্তৃকারকে প্রথমা বিভক্তি।

(b) কৃষ্ণায় স্বস্তি।

উঃ স্বস্তি শব্দযোগে চতুর্থী বিভক্তি।

(c) মূষিকঃ মার্জারাত্ বিভেতি।

উঃ ভয়ার্থক ধাতুযোগে পঞ্চমী বিভক্তি।

(d) গনেশায় মোদকঃ রোচতে।

উঃ রুচ্যর্থক ধাতুযোগে সম্প্রদান কারকে চতুর্থী বিভক্তি।

4. বিগ্রহসহ সমাসের নাম লেখো (যে কোনো-দুটি)ঃ **2×2=4**

(a) চক্রপাণিঃ – চক্রং পাণৌ যস্য সঃ –বহুব্রীহি।

(b) ভীষ্মজননী – ভীষ্মস্য জননী–ষষ্ঠী তৎপুরুষ।

(c) গ্রামান্তরম্ – অন্যঃ গ্রামঃ– নিত্য সমাস।

5. নিম্নলিখিত শব্দযুগলের অর্থ পার্থক্য নির্ণয় করো। (যে কোনো দুটি) ঃ **2×2=4**

(a) আহ্বয়তি – আহ্বয়তে।

উঃ 2018 সালের 5(b)-এর প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

(b) পুত্রীয়তি – পুত্রায়তে।

উঃ পুত্রীয়তি– (নিজ পুত্রের মতো আচরণ করে) গুরুঃ শিষ্যং পুত্রীয়তি।

পুত্রায়তে– (পুত্রের মতো আচরণ করছে) শিষ্যঃ গুরৌ পুত্রায়তে।

(c) ভুনক্তি – ভঙ্‌ক্তে।

উঃ 2016 সালের 5(b)-এর প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

6. এক কথায় প্রকাশ করো। (যে কোনো তিনটি) ঃ **1×3=3**

(a) শিবঃ দেবতা অস্য – শৈবঃ

(b) জ্ঞাতুম্ ইচ্ছতি – জিজ্ঞাসতে।

(c) অতিশয়েন বলবান্ – বলবত্তমঃ।

(d) জনানাং সমূহঃ – জনতা।

7. পরিনিষ্ঠিত রূপটি লেখো (যে কোনো তিনটি)ঃ **1×3=3**

(a) নীল + ইমনিচ্ = নীলিমন্/নীলিমা।

(b) রাজন্ + ঙীপ্ = রাজ্ঞী।

(c) গুণ + মতুপ্ = গুনবান্/গুণবৎ

(d) কুন্তী + ঢক্ = কৌন্তেয়ঃ/কৌন্তেয়।

8. যে কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও ঃ **5×1=5**

(a) ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর দশটি শাখার নাম ও সংক্ষিপ্ত পরিচয় লেখো।

উঃ 2017 সালের 8(b)-এর প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

(b) কেন্তম্ ও সতম্ সম্পর্কে টীকা লেখো।

উঃ 2017 সালের 8(a)-এর প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

9. সংস্কৃত অনুবাদ করোঃ **5**

গোবিন্দমাণিক্য ত্রিপুরা রাজ্যের রাজা ছিলেন। তার ভাই নক্ষত্ররায়। তারা একদিন সকালে গোমতী নদীতে স্নান করছিলেন। হঠাৎ তারা নদীর পাড়ে একটি বালিকাকে দেখতে পেলেন। বালিকা তার ভাইয়ের সঙ্গে খেলা করছিল।

ত্রিপুরায়াং গোবিন্দমাণিক্যঃ ইতি নৃপরাসীৎ। তস্য ভ্রাতা নক্ষত্ররায়ঃ। তৌ একদা প্রাতঃ গোমতী নদ্যাং স্নানং অকুরুতাম্। সহসা তৌ নদ্যাস্তটে একাম্ বালিকাম্ অপশ্যতাম্। বালিকা তস্যাঃ ভ্রাতা সহ অক্রীড়ত্।

অথবা

এক গ্রামে একজন সত্যবাদী মানুষ বাস করতেন। তার নাম ক্ষুদিরাম। তার কনিষ্ঠ পুত্রের নাম গদাধর। গদাধর খুব বুদ্ধিমান ও ভক্ত ছিল। সে পরে রামকৃষ্ণ নামে পরিচিত হয়।

একস্মিন্ গ্রামে একঃ সত্যবাদী জনঃ অবসৎ। তস্য নাম ক্ষুদিরামঃ। তস্য কনিষ্ঠস্য পুত্রস্য নাম গদাধরঃ। গদাধরঃ অতীব বুদ্ধিমানঃ ভক্তশ্চাসীৎ। স পশ্চাদ্ রামকৃষ্ণ ইতি নাম্না খ্যতিঃ অভবৎ।

10. যে কোনো একটি বিষয়ে সংস্কৃতে নিবন্ধ রচনা করো ঃ **5**

(a) মম প্রিয়ঃ কবিঃ

উঃ 2015 সালের 10(c)-এর প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

(b) মম দেশঃ

উঃ 2017 সালের 10 (b) -এর প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

(c) মহাভারতম্

উঃ মহর্ষিঃ কৃষ্ণদ্বৈপায়নঃ ব্যাসদেবঃ মহাকাব্যং মহাভারতম্ রচয়তি স্ম। অষ্টাদশপর্বৈঃ রচিতম্ মহাভারতম্। গ্রন্থমিদং লক্ষশ্লোক সমান্বিতম্। অতঃ ইদং গ্রন্থঃ 'শত সাহস্রী সংহিতা' ইতি খ্যাতম্। মহাভারতে কৌরবানাং পাণ্ডবানং মধ্যে অনুষ্ঠিতং কুরুক্ষেত্রযুদ্ধং প্রধানবিষয়ম্। মহাভারতস্য অপরম্ আলোচ্য বিষয়ম্ হি 'সৃষ্টিতত্ত্বম্' ইতি। মহাভারতস্য অপরঃ উল্লেখযোগ্যঃ অংশবিশেষঃ হি 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা' ইতি। কুরুক্ষেত্রে অর্জুনঃ বিপক্ষ দলে আত্মীয়ান্ দৃষ্ট্বা গাণ্ডীবং ত্যক্তবান্। তদা সখা শ্রীকৃষ্ণঃ অর্জুনীয় উপদেশং যচ্ছতি স্ম। শ্রীকৃষ্ণস্যঃ উপদেশসমূহাঃ 'গীতা' ইতি নাম্না পরিচিতঃ। মহাভারতস্য শেষাংশে 'হরিবংশ' ইতি অংশবিশেষঃ বর্ততে।

বিভাগ -খ / PART-B

(Marks : 26)

1. সঠিক উত্তরটি নির্বাচন করে লেখো ঃ **1×15=15**

গদ্যাংশ (Prose)

(i) গণ্ডকোত্থানং কোথায় দেখা যায়?

(a) বৈয়াকরণদের মধ্যে (b) জ্যোতিষ শাস্ত্রে

(c) সাংখ্যে (d) পার্বত্য ও বনময় ভূমিতে। (d)

(ii) আর্যাবর্তবর্ণনম্ -এর উৎস কী?

(a) নলচম্পূ (b) যশস্তিলকচম্পূ

(c) চম্পূরামায়ণ (d) চম্পূভারতম্। (a)

(iii) কশ্যপের ভাই কে?

(a) অলিপর্বা (b) কাশ্যপ

(c) ইন্দ্রদমন (d) ইন্দ্রবর্মা। (a)

(iv) 'চীনাংশুক কী?

(a) চীনদেশের অংশ (b) চীনের প্রাচীর

(c) রেশমের বস্ত্র (d) একজন রাজা। (c)

পদ্যাংশ (Poetry)

(v) গঙ্গাস্তোত্রম্ কে লিখেছেন?

(a) শঙ্করাচার্য (b) বেদব্যাস

(c) ত্রিবিক্রম ভট্ট (d) শেক্সপিয়ার। (a)

(vi) নিষ্কাম কর্মের দ্বারা কে সিদ্ধিলাভ করেছেন?

(a) কৃষ্ণ (b) অর্জুন

(c) বেদব্যাস (d) জনক। (d)

(vii) কল্পলতা কাকে বলা হয়েছে?

(a) কামধেনু (b) গঙ্গা

(c) সুরভি (d) গীতা। (b)

(viii) কৃষ্ণ কাকে উপদেশ দিয়েছেন?

(a) সঞ্জয় (b) কর্ণ

(c) বিদুর (d) অর্জুন। (d)

নাট্যাংশ (Drama)

(ix) বিজয়তামস্মাকমবনিপঃ – কে বলেছেন?

(a) ইন্দ্রবর্মা (b) ইন্দুবর্মা

(c) ইন্দ্রশর্মা (d) ইন্দুশর্মা। (d)

(x) ইন্দ্রবর্মার প্রেমিকা কে?

(a) কৌমুদী (b) কনকলেখা

(c) বসন্তসেনা (d) চন্দ্রলেখা। (b)

(xi) যথাজ্ঞাপয়তি দেবঃ – কে বলেছেন?

(a) ইন্দুশর্মা (b) ইন্দুবর্মা

(c) প্রমোদ (d) মকরন্দ। (c)

(xii) কৌমুদীর পিতা কে?

(a) ইন্দ্রবর্মা (b) ইন্দুবর্মা

(c) ইন্দ্রশর্মা (d) ইন্দুশর্মা। (d)

সাহিত্যেতিহাস (History of Literature)

(xiii) এর মধ্যে কোন্‌টি কালিদাস লেখেন নি?

(a) কুমার সম্ভব (b) মেঘদূত

(c) চারুদত্ত (d) মালবিকাগ্নিমিত্র। (c)

(xiv) লীলাবতী কোন্ বিষয়ের গ্রন্থ?

(a) গণিত (b) জ্যামিতি

(c) আয়ুর্বেদ (d) নাটক। (a)

(xv) মুদ্রারাক্ষস কে লিখেছেন?

(a) কালিদাস (b) বিশাখদত্ত

(c) শূদ্রক (d) জয়দেব। (b)

2. পূর্ণবাক্যে উত্তর দাও ঃ **1×11=11**

গদ্যাংশ (Prose)

(যে কোনো তিনটি)

(i) কুলস্ত্রীদের সঙ্গে কার তুলনা করা হয়েছে?

উঃ কবি ত্রিবিক্রমভট্ট কুলস্ত্রীদের সঙ্গে সূর্যের দ্যুতির তুলনা করেছেন।

(ii) উটজ-এর অর্থ কি?

উঃ উটজ—এর অর্থ হল কুটীর।

(iii) বিপিনং শব্দের অর্থ কী?

উঃ বিপিনং শব্দের অর্থ হল বন।

(iv) ভূতবিকারবাদ কাদের?

উঃ সাংখ্যদর্শনের আলোচ্য বিষয় হল ভূতবিকারবাদ।

পদ্যাংশ (Poetry)

(যে-কোনো তিনটি)

(v) গঙ্গার জলের মহিমা কোথায় কীর্তিত?

উঃ গঙ্গার জলের মহিমা বেদাদিশাস্ত্রে কীর্ত্তিত।

(vi) বিধু কথার অর্থ কী?

উঃ বিধু কথার অর্থ হল চন্দ্র।

(vii) ভগবদ্গীতার ক'টি অধ্যায়?

উঃ ভগবদ্গীতার আঠারোটি অধ্যায়।

(viii) কর্মেন্দ্রিয় কতগুলি

উঃ কর্মেন্দ্রিয় পাঁচটি। তা হল— বাক্, পানি, পাদ, পায়ু, উপস্থ।

নাট্যাংশ (Drama)

(যে কোনো তিনটি)

(ix) রাজার বিয়ের আর কতদিন বাকি?

উঃ রাজা ইন্দ্রবর্মার বিয়ের আর চারদিন বাকি।

(x) বাসন্তিকস্বপ্নম্-এর অনুবাদকর্তা কে?

উঃ বাসন্তিকস্বপ্নম্ - এর অনুবাদকর্তা হলেন পণ্ডিত শ্রীকৃষ্ণমাচার্য।

(xi) উদ্বাহ-এর অর্থ কী?

উঃ উদ্বাহ-এর অর্থ হল বিবাহ।

(xii) কৌমুদীর বাবার মনোনীত পাত্র কে?

উঃ কৌমুদীর বাবা ইন্দুশর্মার মনোনীত পাত্র হল মকরন্দ।

সাহিত্যেতিহাস (History of Literature)

(যে কোনো দুটি)

(xiii) গীতগোবিন্দ কার রচনা?

উঃ গীতগোবিন্দ বৈষ্ণব জয়দেবের রচনা।

(xiv) শূদ্রকের লেখা নাটকের নাম কী?

উঃ শূদ্রকের লেখা নাটকের নাম হল 'মৃচ্ছকটিকম্'।

(xv) স্ত্রী চরিত্রবিহীন সংস্কৃত নাটক কোন্‌টি?

উঃ স্ত্রী চরিত্রবিহীন সংস্কৃত নাটক হল বিশাখদত্তের 'মুদ্রারাক্ষসম্'।

Price : ₹ 40/- only

Printed at Saraswaty Press Ltd.